শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

মৃজাপুর ষ্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ আনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

গীতাকে সুগীতা করা অতি প্রয়োজন।
অন্য শাস্ত্র বিস্তারের নাহি প্রয়োজন ॥
স্বয়ং ঈশ্বর মুখে উদ্ভব যাহার।
অপর শাস্ত্রের সহ তুলনা কি তার ॥

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্য্যালয়
শ্রীনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ দেখিয়া সঞ্জয়ে।
জিজ্ঞাসেন যুদ্ধবার্ত্তা ব্যাকুলিত হ'য়ে
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে হয়ে সমবেত।
দুর্য্যোধন আদি সব মম পুত্র যত॥
পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠির ভাই পাঁচজন।
সমরের অভিলাষে করেছে গমন॥
কি করিছে তারা সব বলহে আমায়।
কি দেখিলে তাহাদের কার্য্যপরিচয়॥
সঞ্জয় বলেন তবে শুনহে রাজন্।
যুদ্ধের আরম্ভ যাহা করিব বর্ণন॥
পাণ্ডবের সেনাগণে দেখি ব্যূহাকারে।
রণবেশে সুসজ্জিত হেরিয়া তাদেরে॥
দুর্য্যোধন রাজা গেল দ্রোণের নিকটে।
বিবরিয়া বলে সব গুরু সন্নিকটে॥
দেখ দেখ গুরুদেব! পাণ্ডু পুত্রগণ।
তাহাদের সেনা সব কে করে গণন॥

তব শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের সনে ।
অগণন সেনাসহ মেতেছেন রণে ॥
কত যে যোদ্ধা আছে তার কিবা নাম কব ।
সকলেই এক এক ভীমার্জ্জুন সম ॥
সাত্যকি, বিরাট রাজা দ্রুপদের সহ ।
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশী রাজ সহ ॥
নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত কুন্তিভোজ রাজা ।
উত্তমৌজা, যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথী ।
অভিমন্যু আদি সবে সকলেই রথী ॥
শুন এবে মম সাথে যে সকল বীর ।
কহিব তাঁদের নাম শুন মহাবীর ॥
যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম আর কর্ণ ।
অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, আপনি বিকর্ণ ॥
এ ছাড়া আমার সঙ্গে আছে বহুবীর ।
জীবন দানেতে তারা না হন অস্থির ॥
অগণন সেনা মম ভীষ্মের রক্ষিত ।
পাণ্ডবের নাহি তত ভীমের সহিত ॥
নিজ নিজ সৈন্য সব করিয়া বিভাগ ।
ব্যূহের রচনা কর ওহে মহাভাগ ॥
ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হইয়া এখন ।
বীর ভীষ্ম পিতামহে রক্ষ সর্ব্বজন ॥
পশ্চাতে পার্শ্বেতে যেন নাহি থাকে ভয় ।
এরূপে রক্ষহ তাঁরে যত্নে অতিশয় ॥

সেই ভীষ্ম বলে আজি আমাদের বল।
হইলে চঞ্চল তিনি আমরা নির্ব্বল ॥
দুর্য্যোধনে তুষিবারে ভীষ্ম মহাবীর।
শঙ্খের সমরধ্বনি করেন গম্ভীর ॥
ভীষ্মের শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া তখন।
দুর্য্যোধন মহাবীর বহু সৈন্যগণ ॥
মৃদঙ্গ নাগরা আদি রণ শিঙ্গা ভেরী।
উঠিল সকলে মেলি মহাধ্বনি করি ॥
একদিকে শ্রীকৃষ্ণ আর সারথী অর্জ্জুন।
শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত রথে হয়ে সমাসীন ॥
ভীষ্মের শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া তখনি।
করিলেন দিব্য শঙ্খে সমরের ধ্বনি ॥
শ্রীকৃষ্ণ করেন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি।
অর্জ্জুনের দেবদত্ত ভীম পৌণ্ড্র ধ্বনি ॥
সর্ব্ব লোকে ভয় পায় শঙ্খধ্বনি শুনি।
এমন শঙ্খের ধ্বনি কভু নাহি শুনি ॥
কুন্তি সুত যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়।
সহদেব মণিপুষ্প, নকুল সুঘোষ ॥
এইরূপ কাশীরাজ, শিখণ্ডী, সারথী।
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি ॥
অভিমন্যু আদি সব করে শঙ্খ ধ্বনি।
একে একে সকলেতে করে শঙ্খধ্বনি ॥
এই সব মহানাদ প্রতিধ্বনি হয়ে।
ভূলোক ভবলোক সব কাঁপাইয়ে ॥

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আর তার সেনাগণে।
হৃদয় বিদীর্ণ করে এই ভয় মনে।
আপনার পুত্র আদি বীর রাজগণে।
দেখিয়া আগত সবে যুদ্ধের কারণে॥
কপিধ্বজ রথারূঢ় অর্জ্জুন মহাবীর।
কোন ও কারণে চিত্তে হইয়া অস্থির॥
হেন কালে শরাসন করি উত্তোলন।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করে নিবেদন॥
মধ্যস্থলে মম রথ করহ স্থাপন।
উভয় পক্ষের সেনা করি বিলোকন॥
যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত বীর রাজগণে।
যাঁহারা আগত আজি যুদ্ধের কারণে॥
যতক্ষণ নাহি দেখি তাঁহাদের আমি।
ততক্ষণ মধ্যস্থলে রথ রাখ তুমি॥
অর্জ্জুনের এইকথা শুনি নারায়ণ।
রাজগণ মধ্যে রথ করিল স্থাপন॥
রথ রাখি হৃষীকেশ অর্জ্জুনে তখন।
বলেন কৌরব দল কর নিরীক্ষণ॥
দুইদল সেনামধ্যে অর্জ্জুন তখন।
আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র করে বিলোকন॥
পিতামহ, পৌত্র, মিত্র, মাতুল শ্বশুর।
উপকারী অতি মিত্র বহু বহু শূর॥
দেখিয়া সেনার মধ্যে আত্মীয় স্বজনে।
দয়াবান হয়ে অতি বিষণ্ণ বদনে॥

কৃষ্ণেরে বলেন কথা শুন ভগবান্।
যত দেখি বন্ধুজন আত্মীয় স্বজন॥
সমরের অভিলাষে করেছে গমন।
ইহাঁদিকে দেখে মম অবশাঙ্গ হয়।
শরীর কাঁপিয়া উঠে রোমাঞ্চিত হয়॥
মুখ শুষ্ক হইতেছে দুঃখের কারণ।
গাণ্ডীব ধরিতে আর না পারি এখন॥
কি বলে জানাব আমি মনের বেদন।
সর্ব্ব ত্বক্ যেন মম হতেছে দাহন॥
স্থির হতে শক্তি আর না আছে এখন।
চারিদিক আলোড়িত হয় মম মন॥
যেই দিকে মম আঁখি করি বিলোকন।
সেই দিকে দেখি আমি যত কুলক্ষণ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করি আত্মীয় স্বজনে।
না পাই তাহাতে কিছু শ্রেয়ঃ গণি মনে॥
যদি বল জয় লাভ হইবে আমার।
বিজয় কামনা আমি নাহি রাখি আর॥
রাজ্যসুখ নাহি চাই যুদ্ধ লাভ করি।
আকাঙ্ক্ষা তাহাও নাই স্বজন বধ করি॥
রাজ্যভোগে কিবা সুখ, কি ফল জীবনে।
আত্মীয় স্বজন গণে বধিয়া এ রণে॥
রাজ্য-ভোগ-সুখ-আশা যাঁহাদের লাগি।
তাঁহারাই রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখি॥
পিতামহ, পিতাপুত্র, আচার্য্য, মাতুল।

শ্বশুর শ্যালক, পৌত্র, সকলি অতুল ॥
আত্মীয় স্বজনগণ হারাতে জীবন
এসেছেন রণক্ষেত্রে করে মহা পণ ॥
সকলে করেন যদি আমাদের নাশ ।
তবুও না করিব কভু এঁদের বিনাশ ॥
ত্রিলোকের রাজ্য যদি কেহ দেয় মোরে ।
তবু আমি বিনাশিতে না পারি এঁদেরে ॥
পৃথিবীর রাজ্যভোগ তুচ্ছ তার কাছে ।
বধিয়া এঁদেরে তবে কিবা সুখ আছে ॥
দুর্য্যোধন আদি সবে করিয়া সংহার ।
আমাদের সুখ লাভ কি হইবে আর ॥
এরা মম শত্রু বটে বধে পাপ নাই ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে তবু না বধিতে চাই ॥
ইহাদেরে বিনাশিলে হবে মহাপাপ ।
আত্মীয় স্বজন গণে বধে কিবা লাভ ॥
লোভে অভিভূত চিত্ত দুর্য্যোধনগণ ।
কুলক্ষয় মিত্রদ্রোহ না করে দর্শন ॥
কুলক্ষয় জন্যে পাপ করি বিলোকন ।
না হব নিবৃত্ত কেন কহ জনার্দ্দন ॥
শুনহ মাধব তবে ধরি তব কর ।
কর্ত্তব্য মোদের নহে করা এ সমর ॥
কুলক্ষয় হলে হয় ধর্ম্মের বিনাশ ।
কুলধর্ম্ম নষ্ট হলে নাহি কোন আশ ।
সকলি অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয় ।

কুলেতে অধর্ম হলে নাহিক উপায়॥
কুলনারী গণ হয় ভ্রষ্ট আচারিণী;
বর্ণ শঙ্কর গর্ভে ধরে সে কামিনী॥
বর্ণশঙ্কর হলে পরে কুলের বিনাশ।
কুলক্ষয় কারীদের নরকে হয় বাস॥
ধর্ম্মহীন কুলে পিণ্ড, তর্পণাদি ক্রিয়া।
কিছু নাহি থাকে, যায় বিলোপ পাইয়া॥
পিতৃ পিতামহ আর গুরুজন গণ।
সদ্গতি না হয় তাঁদের নরকে পতন॥
কুলনাশকারীদের জাতি ধর্ম্ম যায়।
আশ্রমাদি কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়॥
এই তিন ধর্ম্ম গেলে শুনি জনার্দ্দন।
আজন্ম নরক বাস করে সেই জন॥
আহা কি খেদের কথা হতেছে এখন।
কি পাপে নিযুক্ত হায় হতেছি এখন॥
সামান্য রাজ্যের সুখ ভুঞ্জিবারে আজ।
আত্মীয় স্বজন গণে প্রাণে বধ কাজ॥
হায় কি দারুণ কথা কি কহিব আর।
কি পাপে আশক্ত আজ শরীর আমার॥
প্রতি কারে যত্নহীন অশস্ত্র এখন।
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি বধে এ জীবন॥
তবুও মঙ্গল আমার হইবে নিশ্চয়।
তথাপি এসব বধে কিবা লাভ হয়॥
সঞ্জয় বলেন শুন ধৃতরাষ্ট্র বীর

ব্যাকুলিত হয়ে হেন অর্জ্জুন সুধীর॥
ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়ে তখন।
সমরে নিবৃত্ত হতে করিল মনন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুনে ব্যাকুল চিত্ত সজল নয়ন।
দেখিয়া বলেন তবে শ্রীমধুসূদন॥
বিষম সঙ্কটে কেন মোহ উপস্থিত।
হে অর্জ্জুন! আর্য্যগণে এ নহে উচিত॥
স্বর্গের গমন পথ ইহা করে রোধ।
অযশের হেতু হয় এই মম বোধ॥
দুর্ব্বল কাতর ভাব পরিহর এবে।
ব্যাকুলিত কেন হও অলক্ষণ ভেবে॥
এ হেন দুর্ব্বল ভাব ক্ষুদ্র জনে সাজে।
উঠ উঠ পরন্তপ রত হও কাজে॥
অর্জ্জুন বলেন শুন হে মধুসূদন।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সব পূজার ভাজন॥
কেমনে তাঁদের উপর করিব আঘাত।
কেমনে করিব তাঁদের রণেতে নিপাত॥
মহাভাগ গুরুগণে না বধে এখন।
ভিক্ষান্ন ভোজনে যদি যায় এ জীবন॥

তবুও আত্মীয়গণে করিয়ে নিধন।
না করি রুধির মাখা বিষয়ে মন্থন ॥
না পারি জানিতে এবে জয় পরাজয়।
গৌরবের পরিচয় কেবা বড় হয় ॥
যাঁদের সংহার করি মরণ উচিত।
তাঁরাই আছেন সব যুদ্ধে উপস্থিত ॥
কুলক্ষয় কৃত দোষে ধর্ম্ম বুদ্ধিহীন।
হয়েছি এক্ষণে আমি বুদ্ধি বিদ্যাহীন ॥
তব শিষ্য হয়ে আমি নিতেছি শরণ।
শ্রেয়ঃ উপদেশ মোরে বলহ এখন ॥
হয়েছে আমার মনে নিতান্ত বিকার।
ঘুচাবারি নাহি দেখি কোন প্রতিকার ॥
সমুস্ত পৃথ্বীর রাজ্য যদি পাই হাতে।
তবুও না দেখি লাভ কিঞ্চিৎ তাহাতে ॥
স্বর্গের প্রভুত্ব আদি পাইলে এখন।
তবুও ইহাতে মম না যায় মনন ॥
কিছুতেই দেখি আমি না আছে কল্যাণ
তবে কেন বৃথা যুদ্ধে যাব ভগবান ॥
পরন্তপ জিতনিদ্র অর্জ্জুন সুধীর।
হৃষীকেশ গোবিন্দেরে কিয়েছেন স্থির ॥
অর্জ্জুনের এই ভাব হেরিয়া তখন।
হাসি হাসি হৃষীকেশ করে সম্বোধন ॥
যাহাদের জন্য শোক নাহি প্রয়োজন।
অনর্থক কর দুঃখ কিসের কারণ ॥

কথায়ও তুমি এবে যে নহ পণ্ডিত।
তবে কার্য্যে কেন হেন বিপরীত॥
পণ্ডিতের সমজ্ঞান মৃত বা জীবিত।
কার জন্য কোন শোক না করে পণ্ডিত॥
কে বলিবে আমি তুমি না ছিলাম আগে।
এইসব রাজগণ না ছিলেন আগে॥
ছিলাম আমরা সব পূর্ব্বে বিদ্যমান।
ইহার অন্যথা তুমি নাহি মনে জান॥
কে পারে বলিতে মোরা না থাকিব পরে।
অবশ্য আমরা সব থাকি এর পরে॥
কৌমার যৌবন জরা মানুষের দেহে।
সেইরূপ দেহান্তর মানুষের গেহে॥
এইরূপ তিন দশা যেন ক্রমে হয়।
সেইরূপ দেহান্তর শেষ দশা হয়॥
সুধী মহাজনগণ না দেখেন ভেদ।
জ্ঞানের চক্ষুতে জ্ঞানী না করেন খেদ॥
শীতোষ্ণতা সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়ের সনে।
কিছুকাল স্থায়ী হয় মানবের সনে॥
কিন্তু হে ভারত তাহা কয় দিন রহে।
তোমার কর্ত্তব্য এইসব যাতে সহে॥
এইরূপ ইষ্টানিষ্ট চিরকাল হয়।
সুখ দুঃখ সেই জন্য কভু ভাল নয়॥
জ্ঞানী হ'য়ে ধীর ভাবে সে সব সহিবে।
সুখ দুঃখ বোধ তাহে কিছু না করিবে॥

ধীর হয়ে সুখ দুঃখে যার সম জ্ঞান।
ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করি মোক্ষফল পান॥
সংসারেতে সৎ * বস্তু চিরকাল রয়।
কোনকালে সে বস্তুর বিনাশ না হয়॥
এক হতে অন্যভাবে তাহা লীন হয়।
সংসারে বিনাশ তার কভু নাহি হয়॥
শীতোষ্ণ ভাবের কোন সত্বা নাহি রয়।
তাহাই 'অসৎ' ভাব জ্ঞানিগণ কয়॥
আত্মারূপে পরিব্যাপ্ত যিনি এ সংসারে।
অবিনাশী সেই সত্বা সংসার মাঝারে॥
সেই আত্মা নিত্য স্থায়ী না আছে বিনাশ।
না পায় দেখিতে তায় সব দেহে বাস॥
এইরূপ বলেছেন তত্ত্বদর্শিগণ।
অতএব হে ভারত যুদ্ধে দাও মন॥
আত্মা কভু কাহাকেও না করে হনন।
না হয় অন্যের দ্বারা হতও কখন॥
আত্মা নিহত হয় বা অন্যে করে হত।
এরূপ বিশ্বাস যার হয় অভিমত॥
অভিজ্ঞ নহেন তিনি আত্মার বিষয়।
পণ্ডিতের কথা এই জানিহ নিশ্চয়॥

---

* শীতোষ্ণ ভাব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়। শীত ও উষ্ণ বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ নাই। যে কোন পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব আছে; 'অসৎ' অর্থাৎ স্থায়িত্ববিহীন, যাহা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভূত হয় মাত্র। জল 'সৎ', তাহার শীতোষ্ণতা 'অসৎ'। সৎ বস্তুর বিনাশ নাই।

আত্মা কভু করে নাই জনম গ্রহণ।
না হয় মৃত্যুর মুখে পতিত কখন॥
বারম্বার উৎপন্নে বৃদ্ধি নাহি পান।
* অজ, নিত্য সর্ব্বব্যাপী অতীব পুরাণ॥
শরীর বিনষ্ট হয় যখন তখন।
আত্মার বিনাশ কভু নাহি কদাচন॥
এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে যাঁর।
কিরূপে করেন তিনি কাহার সংহার॥
জীর্ণবস্ত্র ফেলে দিয়ে যেন সর্ব্বজন।
নববস্ত্র পরিধানে করয়ে গ্রহণ॥
সেইরূপ এই আত্মা এক ত্যাগ করে।
অন্য এক মানবের নব দেহ ধরে॥
অস্ত্র শস্ত্রে এই আত্মা ছিন্ন নাহি হয়।
আগুনেতে ফেলিলেও দগ্ধ নাহি হয়॥
জলেতে ভিজাতে কিম্বা বায়ুতে শুষিতে।
কিছুতে না পারে কিছু এর করিতে॥
নাহি হয় দগ্ধ ইহা নাহি হয় ছিন্ন।
না যায় শুকায়ে ইহা নাহি হয় ক্লিন্ন॥
সর্ব্বত্রই আছে ইহা, অক্ষয় অচল।
নিত্য, স্থির, আদি নাই, অব্যক্ত কেবল॥
চিন্তাতে না পায় কেহ, না পায় দর্শন।

---

* জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ছয়টী বিকার নামে অভিহিত। আত্মার এসব কিছুই নাই। আত্মা এই সমস্ত রহিত। অজ—জন্মবিহীন; নিত্য—মৃত্যুরহিত।—

এরূপ আত্মার হয় প্রকৃত বর্ণন ॥
আত্মার স্বরূপ তুমি হইলে বিদিত।
অতএব উঠ এবে না শোক উচিত ॥
জন্ম মৃত্যু বারম্বার আত্মার যদি হয়।
এমনই যদি কভু তবে মনে লয় ॥
তথাচ হে মহাবাহো শোক কেন কর।
এ নহে কর্ত্তব্য তব, দুঃখ পরিহর ॥
মরিতে নিশ্চয় হবে লইলে জনম।
পুনরায় কর্ম্মফলে হইবে জনম ॥
এইরূপ জন্ম মৃত্যু নিশ্চয় যখন।
তবে কেন দুঃখ কর বৃথা অকারণ ॥
প্রথমে অব্যক্ত সব আছিল জগত।
মধ্যের অবস্থা পেয়ে হইল সব ব্যক্ত * ॥
পুনরায় বিনাশান্তে হইবে অব্যক্ত।
অতএব দুঃখ কেন করহে ভারত ॥
কেহ বা এ আত্মাকে আশ্চর্য্য বলে ভাবে।
বর্ণন শ্রবণ করে সেইরূপ ভাবে ॥
কেহই শ্রবণ করে নাহি হয় জ্ঞাত।
আত্মার স্বরূপভাব রহিবে অজ্ঞাত ॥

---

* জীব জন্মগ্রহণ করিয়াই সংসারে ব্যক্ত হয়, জন্মিবার পূর্ব্বে জীব অব্যক্তভাবাপন্ন থাকে, এবং পুনরায় মৃত্যুর পরও অব্যক্ত ভাবে থাকে; কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত এইরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছে; তাহার অবিদ্যমানতা হয় না।

সকল দেহেতে আত্মা করে অবস্থিত।
নিত্য ও অবধ্য এই শুন হে ভারত॥
অতএব দুইয়েতেও দেহের বিনাশ।
কর্ত্তব্য তোমার নহে শোকের প্রকাশ॥
স্বধর্ম্মের দিকে যদি করহে দর্শন।
তোমার কর্ত্তব্য নহে তবে এ কম্পন॥
ধর্ম্মযুদ্ধ চেয়ে কিছু নাহি শ্রেয়স্কর।
অতএব মহাবাহো দুঃখ পরিহর॥
অনায়াসে প্রাপ্তযুদ্ধ স্বর্গের সাধন।
সুখলাভ করে তাহে ক্ষত্র রাজগণ॥
ধর্ম্মযুদ্ধ যদি তুমি না কর রাজন।
স্বধর্ম্মের লোপ হবে অকীর্ত্তিভাজন॥
সকলেই চিরদিন অযশ ঘোষিবে।
অকীর্ত্তি গুণীর পক্ষে মৃত্যু সম হবে॥
যে সকল মহারথ বহু মান্য করে।
দেখিলে বিমুখ যুদ্ধে লঘুজ্ঞান করে॥
হইলে বিমুখ যুদ্ধে, কবে সর্ব্বজন।
রণে ভঙ্গ দিয়ে ভয়ে কর পলায়ন॥
দুর্য্যোধনগণ তব সামর্থ্যে নিন্দিবে।
অকথ্য কুকথা কত কতই বলিবে॥
অধিক কি আর দুঃখ তদপেক্ষা হয়।
অতএব কর পণ যুদ্ধেতে নিশ্চয়॥
যুদ্ধেতে মরণ হলে স্বর্গবাসী হবে।
বিজয়ী হইলে যুদ্ধে বহু লাভ হবে॥

সসাগরা পৃথিবীর হবে অধীশ্বর।
অতএব উঠ উঠ যুদ্ধে স্থির কর॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সমতুল্য জ্ঞান করি যুদ্ধেতে নিশ্চয়॥
না জন্মিবে তব পাপ তাহাতে তোমার।
অতএব যুদ্ধে কেন গৌণ কর আর॥
সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথা করিলে শ্রবণ।
কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা এবে শুনহ এখন॥
এই কর্ম্মযোগজ্ঞান জন্মিলে নিশ্চয়।
কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্তি হবে ধনঞ্জয়॥
নিষ্কাম কর্ম্মফলের নাহিক বিনাশ।
অল্পকর্ম্মে ফল হয় মহাভয় নাশ॥ *
নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে এক বুদ্ধি হয়।
ঈশ্বরেতে ভক্তি রেখে তরিবে নিশ্চয়॥
এক মাত্র ভগবানে করিলে চিন্তন।
নিষ্কাম কর্ম্মীর হয় অতি শুদ্ধ মন॥
সকাম কর্ম্মের যারা করে অনুষ্ঠান।
ফল আশে [illegible] তারা অতি চিন্তাবান॥

যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যূনাধিক্য হেতু ফলের ন্যূনাধিক্য সম্ভাবনা। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ফলহানি রূপ কোন ভয় থাকে না। সুতরাং কেবল ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারের মহাভয় থাকে না।

বুদ্ধির চাঞ্চল্য ঘটে চিন্তায় ব্যাকুল।
নিষ্কামী কর্ম্মীর বুদ্ধি ভক্তিতে আকুল॥
একাগ্রতা হেতু তার তত্ত্বজ্ঞান হয়।
সকাম নিষ্কাম কর্ম্মে বহু ভেদ হয়॥
যে সকল কর্ম্মকাণ্ড বেদেতে বিহিত।
করিলে আপাত ফল ফলিবে নিশ্চিত॥
যজ্ঞাদি সাধন হলে কামনা সফল।
স্বর্গ আদি লাভ হয় না যায় বিফল॥
পবিত্র আনন্দ লাভ না হয় তাঁহাতে।
জন্ম, কর্ম্ম, পুত্র, আদি লভিবে তাহাতে॥
স্বর্গ আদি ফললাভ কর্ম্মকাণ্ডে হয়।
বিশেষ আনন্দ লাভ কর্ম্মেতে না হয়॥
ভোগধনে অনুরক্ত যাহার জীবন।
মিষ্টবাক্যে সদাকৃষ্ট মুগ্ধ যার মন॥
মনেতে ঈশ্বর চিন্তা না হয় যাহার।
বিলাস আদিতে মন চঞ্চল যাহার॥
কামনায় আকুলিত চিত্ত তার সদা।
স্বর্গাদি বিষয় চায় না ভাবে অন্যথা॥
কর্ম্মকাণ্ড করিবেক ফল আশাহীন।
হইবে মার্জ্জিত চিত্ত কামনাবিহীন॥
চিত্তশুদ্ধি হয়ে তার একভক্তি হবে।
একভক্তি হয়ে সেই মুক্তিকে লভিবে॥
অগ্নিহোত্র কর্ম্ম আদি করে যেই জন।
সকাম পুরুষ সেই লভে কাম্যধন॥

যে জন যেরূপ কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
বিধিমতে সেই ফল করয়ে প্রদান॥
সুখ দুঃখে ভিন্নভাব কর পরিহার।
কাম্যধনে আশা তুমি নাহি কর আর॥
প্রাপ্তধনে রক্ষা আশা করহ বর্জ্জন।
সত্বভাবে একমনে লভ আত্মজ্ঞান॥
অল্প বা গভীর জল যেই জলাশয়।
উভয়েতে স্নান পান সমভাবে হয়॥
কাম্যকর্ম্মে স্বর্গলাভে যে আনন্দ হয়।
ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের সে আনন্দ হয়॥
স্বর্গাদি কামনা লাভে যে আনন্দ হয়।
আত্মজ্ঞান আনন্দের তুলনা না হয়॥
হে অর্জ্জুন আছে তব কর্ম্মে অধিকার।
কর্ম্মফলে কিন্তু তব নাহি অধিকার॥
ফল হেতু কর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না হয়।
কর্ম্ম পরিত্যাগে নাহি প্রীতির উদয়॥
কর্ম্মফল আশা তুমি করহ বর্জ্জন।
সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে না কর মনন॥
মনযোগী হয়ে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
চিত্ত সাম্যরূপ যোগ করহ সাধন॥
নিষ্কাম কর্ম্মের চেয়ে কাম্য হেয় হয়।
নিষ্কাম সে কর্ম্ম তুমি কর ধনঞ্জয়॥
পরমাত্ম বুদ্ধিলাভ হইবে তোমার।
নিকৃষ্ট সে বুদ্ধি তার ফলাকাঙ্খা যার॥

পরমাত্মবুদ্ধিযুক্ত যে মানবগণ।
ইহলোকে পাপপুণ্য না করে অর্জ্জন॥
পরমাত্মবুদ্ধিযোগে এবে হও রত।
বুদ্ধিযুক্তকর্ম্ম এই যোগ নামে খ্যাত॥
কর্ম্মফল ত্যাগ করি বুদ্ধি পরায়ণ।
পরমাত্মলাভ হেতু করয়ে যতন॥
জন্মরূপ বন্ধন হতে বিমুক্ত কারণ।
বিষ্ণুপদ লাভ করি মোক্ষেতে গমন॥
তব বুদ্ধি হবে যবে জ্ঞানেতে মগন।
বিবেক বৈরাগ্য আসি উদিবে তখন॥
পরমাত্মজ্ঞানে বুদ্ধি হইবে নিশ্চল।
হইবে তখন তব তত্ত্বজ্ঞান ফল॥
অর্জ্জুন বলেন এবে শুনহে কেশব।
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ কি সব॥
কিরূপ তাঁহার বাক্য, কিবা তাঁর স্থিতি।
কিরূপ তাঁহার কার্য্য, কিবা তাঁর গতি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন এবে শুনহে অর্জ্জুন।
স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের এই হয় গুণ॥
চিত্তের বাসনা যিনি পরিত্যাগ করি।
সাধন আত্মাতে তাঁর আত্ম-তৃপ্তি করি॥*

---

* আত্মার সহিত কিছুই সংশ্লিষ্ট নাই, এইরূপ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান; কামনাদি মানসিক ধর্ম্ম; সুতরাং সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি ভাববিহীন হইয়া মুনিগণ নিজ আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

না হয় উদ্বেগ যাঁর মনে দুঃখ হলে।
বিষয়ের সুখে চিত্ত নিস্পৃহ হইলে ॥
ভয় ক্রোধ হীন হয় বীতরাগছলে।
স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই বলে ॥
দেহাদি পদার্থে যার স্নেহ নাহি হয়।
প্রিয় বা অপ্রিয় লাভে সমজ্ঞান হয় ॥
সংযোগ বিয়োগ কিম্বা জনম মরণে।
সন্তোষ বিষাদ কিম্বা নাহি হয় মনে ॥
প্রশংসা বিদ্বেষ ভাব নহি আছে যাঁর।
সর্ব্বজনে স্থিতপ্রজ্ঞ নাম দেয় তাঁর ॥
কূর্ম্ম যথা শিরঃপদ সঙ্কুচিত রাখে।
তাঁহার ইন্দ্রিয় সব সেইরূপ থাকে ॥
কোনও বিষয়ে তাঁর না থাকে মনন।
ইন্দ্রিয় ও বহিঃ কার্য্য না করে তখন ॥
ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল তার পীড়িত যে জন।
শক্তিহীন হয়ে শব্দ না করে গ্রহণ ॥
তারও ইন্দ্রিয় সব নাহি করে কাজ।
অত্যন্ত প্রভেদ কিন্তু উভয়ের মাঝ ॥
বিষয় বাসনা তার নাহি হয় শেষ।
স্থিতপ্রজ্ঞের বাসনাদি সকলি নিঃশেষ ॥
পীড়িত ইন্দ্রিয়ের থাকে সমস্ত কামনা।
ব্রহ্মদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞের নাহি কোন বাসনা ॥
হে অর্জ্জুন বলশালী যে ইন্দ্রিয় গণ।
বলেতে বিবেকী মন করে আকর্ষণ ॥

দেহের উপর তাঁদের ক্ষমতা অপার।
বিবেকীর মনে দেয় জন্মিয়া বিকার॥
ইন্দ্রিয় সংযত ব্যক্তি আমার যে ভক্ত।
নিগৃহীত চিত্ত হয়ে আমায় হয় রত॥
ইন্দ্রিয় সকলে যিনি করেছেন বশ।
স্থিতপ্রজ্ঞ নাম ধরে অতুল হয় যশ॥
বিষয় চিন্তায় হয়, মানসে আসক্তি।
কামনা উদিত হয় হইতে আসক্তি॥
কামনাতে বিঘ্ন হলে ক্রোধের উদয়।
ক্রোধেতে সম্মোহ, মোহে স্মৃতি ভ্রম হয়॥
স্মৃতি ভ্রংশ হতে হয় বুদ্ধির বিনাশ।
বুদ্ধিনাশ হলে হয় মানবের নাশ॥
গনিগ ইন্দ্রিয় হয় বশীভূত যাঁর।
রাগ, দ্বেষ, আদি রিপু নাহি থাকে তাঁর॥
নিগৃহীত চিত্ত হয়ে মনে শান্তি পায়।
এইরূপ শান্তি হলে দুঃখ দূরে যায়॥
শুদ্ধচিত্ত জন বুদ্ধি আত্মলাভ পায়।
কোনরূপ দুঃখ তাঁরে না করে আশ্রয়॥
আপনার চিত্ত যেই না জিনিতে পারে।
আত্মজ্ঞান নাহি তার ধ্যানের কি ধারে॥
আত্মজ্ঞানহীন জনে শান্তি নাহি হয়।
শান্তিহীন পুরুষের মোক্ষ কোথা রয়॥
জলের উপরে নৌকা ভাসমান হলে।
বিচলিত [illegible] প্রতিকূলে॥
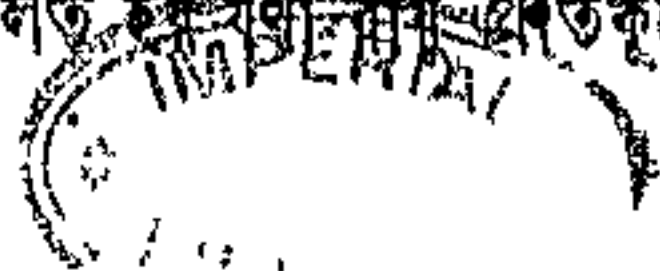
সেইরূপ ইন্দ্রিয় যদি বিচলিত হয়।
সাধকের নিঃসন্দেহ প্রজ্ঞা হরি লয়॥
সকল ইন্দ্রিয় যাঁর নিবৃত্ত হয়েছে।
মুনিগণ স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহারে বলেছে॥
আত্মজ্ঞান লাভ হলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।
জীবে ব্রহ্মে ভিন্ন বোধ নাহি তার রয়॥
প্রজ্ঞা হয় অজ্ঞানীর রাত্রির স্বরূপ।
ইহাকে তাহারা দেখে অন্ধকার রূপ॥
ঈদৃশ রাত্রিতে সেই যোগিগণ জাগে।
সকল ইন্দ্রিয় যারা সংযতই রাখে॥
অজ্ঞানী জাগ্রত থাকে অবিদ্যা নিদ্রায়।
স্থিত প্রজ্ঞের অবিদ্যা হয় রাত্রি প্রায়॥
নদ নদী জলপূর্ণ গভীর সাগরে।
যদিও বর্ষার জল তাহাতেই পড়ে॥
তাতেও সমুদ্র যেন ক্ষতি বৃদ্ধি হীন।
সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞও চাঞ্চল্য বিহীন॥
যদি ও কামনা কোন করয়ে প্রবেশ।
তখনি তাহার হয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ॥
মহাত্মার মন কভু না হয় চঞ্চল।
স্বয়ং নির্লিপ্ত থেকে পান শান্তিফল॥
বিষয়কামী জনে এ শান্তি কোথায়।
ব্রহ্মনিষ্ঠা অবস্থাতে কেবল এ হয়॥
কামনা করিয়া ত্যাগ থাকেন সংসারে।
নিস্পৃহ নির্মম হয়ে সংসার ভিতরে॥

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের শান্তি লাভ হয়
অহংকার রিপু আদি অতি দূরে রয়॥
এরূপে থাকেন যিনি সংসার মাঝার।
মায়ায় মোহিত মন নাহি হয় তাঁর॥
মৃত্যুকালে যদি কারও থাকে এই জ্ঞান।
নিঃসন্দেহে পান তিনি ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান কর্ম্ম হতে যদি শ্রেষ্ঠ হয়।
তবে কেন হে কেশব বলহে আমায়॥
ঘোরতর যে হিংসায় ইচ্ছা নাহি যায়।
সেই যুদ্ধে কেন আজ প্রেরিছ আমায়॥
কভু কর্ম্ম, কভু জ্ঞান, এই শ্রেষ্ঠ বল।
কিবা হতে কোন্ শ্রেষ্ঠ নাহি তুমি বল॥
ইহাতেই বুদ্ধিভ্রান্ত হইতেছি আমি।
কিসে মম শ্রেয়ঃ হবে ঠিক বল তুমি॥
হে পরন্তপ, পূর্ব্বেত বলেছি তোমায়।
ইহলোকে জ্ঞান, কর্ম্ম দুই নিষ্ঠা হয়।
জ্ঞানী জনে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলি মানে।
কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মযোগ জ্ঞান এই মনে॥
কর্ম্ম নিষ্কাম হলে নিষ্ক্রিয় ভাব হয়।
তবে সে কর্ম্মীর হয় জ্ঞানের উদয়॥

শুদ্ধিচিত্ত নাহি হলে কিছুই না হয়।
সন্ন্যাসেও কভু নাহি জ্ঞানের উদয়॥
সন্ন্যাসের চিহ্ন নিলে জ্ঞান নাহি হয়।
নিষ্কামেতে চিত্তশুদ্ধি পরে জ্ঞানোদয়॥
বিনা কর্ম্মে কভু কেহ না পারে থাকিতে।
স্বভাবতঃ রত হয় তাদের কাজেতে॥
মনে মনে বিষয়াদি স্মরণ যে করে।
কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমিলে অজ্ঞ বলি তারে॥
হে অর্জ্জুন, জ্ঞানেন্দ্রিয় করিয়ে সংযত।
ত্যজিয়ে ফলের আশা কর্ম্মে হয় রত॥
শ্রেষ্ঠব্যক্তি তিনি হন নাহিক সংশয়।
অশুদ্ধচেতা সন্ন্যাসীকে করে পরাজয়॥
হে অর্জ্জুন নিত্যক্রিয়া কর অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম নাহি করা চেয়ে করাই প্রধান॥
যতদিন চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় তব।
বেদবিহিত কর্ম্মাদি কর তুমি সব॥
কর্ম্ম নাহি ক'রে যদি কর অবস্থান।
শরীর যাত্রাও তব না হবে সাধন॥
ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম্ম করে যেইজন।
নিষ্কাম হেতু নাহি হয় কর্ম্মেতে বন্ধন।
অন্যথা করিলে কর্ম্ম কর্ম্মের বন্ধন।
কামনা রহিত হয়ে কর্ম্মে দাও মন॥
ঈশ্বর উদ্দেশে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
বন্ধন দশায় প্রাপ্ত না হবে তখন॥

অতএব হে অর্জ্জুন হয়ে শুদ্ধ মন।
না ক'রে ফলের আশা কর্ম্ম দাও মন॥
কল্পারম্ভে প্রজাপতি সৃজি সব জীবে।
আজ্ঞা দেন যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে॥
উদ্ধ মনে কর সবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
প্রাপ্ত হবে তাহাতেই যে ফল বিধান॥
প্রজাগণ যাগযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান।
দেবতা দিগকে কর সন্তোষ প্রদান॥
দেবতা সন্তুষ্ট হলে হইবে সাধনা।
হইবে কল্যান লাভ যেরূপ কামনা॥
দেবদত্তভোগ লাভ হইবে যখন।
সেই ভোগে তাঁহাদের করিবে পূজন॥
দেবোদ্দেশে পঞ্চযজ্ঞ করিবে পালন।
যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট তবে হবে দেবগণ॥
যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন যে করয়ে ভোজন।
সর্ব্ব পাপ হতে তিনি বিনির্ম্মুক্ত হন॥
দেবনিবেদিত অন্ন করিলে ভোজন।
দেবের প্রসাদ পেয়ে পবিত্র হয় মন॥
কেবল আপন জন্য যেই অন্ন করে।
আক্রান্ত নিশ্চিত হয় সে পাপের ভরে॥
শরীর অন্নেতে হয়, অন্ন বৃষ্টি হতে।
যজ্ঞ হতে হয় মেঘ, যজ্ঞ কর্ম্ম হতে॥
অগ্নিহোত্র কর্ম্ম সব বেদ হতে হয়।
বেদের জনম পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয়॥

ধর্ম্মরূপ পরব্রহ্ম যজ্ঞেতেই স্থিত।
অবিনাশী ধর্ম্ম এই জগতে বিদিত॥
যে জন মানব দেহ করয়ে ধারণ।
প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম পথে না করে গমন॥
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই পাপযুক্ত জন।
বৃথা বহে সেই তার পাপের জীবন॥
আত্মাতেই যেই জন প্রীতি লাভ করে।
আত্মাতেই আনন্দ সে অনুভব করে॥
আত্মাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন যে জন।
আবশ্যক নাহয় তাঁর কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
হে অর্জ্জুন, জ্ঞানী জনে ভিন্ন ভাব হয়।
পাপ পূণ্য তাহাদেব নাহি কিছু হয়॥
কর্ম্মেতে বিরত কিম্বা ক্রিয়াসক্ত হয়।
প্রয়োজন সিদ্ধি হেতু সহায় না লয়॥
কামনা ত্যজিয়ে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
তবেত পাইবে তুমি মুক্তির নির্ব্বাণ॥
জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মে দিয়ে মন।
করেছিল জ্ঞান লাভ তাঁহারা তখন॥
স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি হেতু তাঁহাদের মত।
বুঝিয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যে হও তুমি রত॥
শ্রেষ্ঠলোকে যেই কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সাধারণে সেই কর্ম্ম গণিবে প্রধান॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিম্বা শ্রেষ্ঠ যাহা বলে।
সাধারণে মান্য করি সেই মত চলে॥

না দেখি কর্ত্তব্য মম ত্রিলোক মাঝার।
অলব্ধ লব্ধব্য কিম্বা না আছে আমার॥
হে অর্জ্জুন, তাহা তুমি আছত বিদিত।
তথাপি কার্য্যেতে আমি না রহি বিরত॥
আলস্য ত্যজিযে যদি নাহি করি কাজ।
এখনই ত্যজিবে কর্ম্ম মানবসমাজ॥
কর্ম্মে রত নাহি হলে ধর্ম্ম লোপ হবে।
সর্ব্বলোক তাহা হলে উৎসন্ন যাইবে॥
যাগ যজ্ঞ নাহি হয় ক্রিয়াহীন হলে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে লোক বিপথে যাইলে॥
বর্ণসঙ্কর হয়ে প্রজা হইবে নিধন।
আমি তবে এ সবের হইব কারণ॥
অজ্ঞানী মানব গণ হইয়ে আসক্ত।
কর্ম্মেতে যেরূপে তারা থাকে হয়ে রত॥
জ্ঞানিগণ সেই রূপে থাকিবেক রত।
কদাচ কর্ম্মেতে তাঁরা না হবে বিরত॥
অনাসক্ত চিত্তে তাঁরা করে অনুষ্ঠান।
লোক শিক্ষার এই হয় উত্তম বিধান॥
অজ্ঞানী কামনা করে স্বর্গাদি বিষয়ে।
ফল আশা করে তারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিয়ে॥
স্বর্গ আদি ফল লাভে অধিকারী হয়।
নিষ্কামার্থ আত্মজ্ঞান নাহি লাভ হয়॥
জ্ঞানী কিন্তু সেই কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
নিষ্কাম কামনা হেতু লভে আত্মজ্ঞান॥

কর্ম্মেতে আশক্ত চিত্ত, অজ্ঞানী যে জন।
বুদ্ধি ভেদ নাহি তার করিবে কখন॥
জ্ঞানি জনে স্বয়ং কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
কার্য্যেতে হইতে রত দিবেক বিধান॥
কর্ম্মহীন হলে তার দুইদিক যাবে।
স্বর্গাদি কামনা লাভে বঞ্চিত হইবে॥
নিষ্কাম কর্ম্মেতে তার নাহি আছে জ্ঞান।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু না পাবে নির্ব্বাণ॥
প্রকৃতির গুণরাশি কার্য্যে করে রত।
বিমূঢ়াত্মা মনে করে সেই হয় রত॥
ইন্দ্রিয়েরা করে কাজ প্রকৃতির গুণে।
বিদ্বান পুরুষ গণ এই করে মনে॥
আত্মার সংশ্রব নাহি তাদের সহিত।
আমি করি এই মনে না করা উচিত॥
জ্ঞানহীন যে মানব প্রকৃতির গুণে
বিষয়েতে রত হয় অনুরক্ত মনে॥
তাহার কর্ম্মের প্রতি ভক্তি যাহা হয়।
আত্মজ্ঞ বিদ্বান কভু না দূষিবে তায়॥
অতএব হে অর্জ্জুন শুনহে বচন।
কর্ম্মরাশি তব কর আমাতে অর্পণ॥
কামনা, মমতা, শোক, হইয়ে রহিত।
যুদ্ধহেতু হও এবে তুমি হে উত্থিত॥
শ্রদ্ধা করি, হিংসা ত্যজি, যে মানব গণ।
করে যারা এইরূপ মতানুসরণ॥

কর্ম্মজাল হতে তারা মুক্তি লাভ পায়।
তাহাতে সন্দেহ কভু নাহিক জন্মায়॥
পূর্ব্বোক্ত মতেতে যারা না করে গমন
নির্বুদ্ধি অজ্ঞান তারা বিহীন চেতন॥
জ্ঞানীও স্বভাবগুণে করে থাকে কাজ।
প্রকৃতির বশ সবে পৃথিবীর মাঝ॥
অজ্ঞানী করিবে কাজ স্বভাবের গুণে।
ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাহি লয় মনে॥
তখন শাসন মম কি করিতে পারে।
স্বভাবের অতিক্রম কে করিতে পারে॥
মানব প্রকৃতি হয় ইন্দ্রিয়ের বশ।
অনুকূলে অনুরক্ত প্রতিকূলে দ্বেষ॥
মানবের শত্রু তারা উভয়েই হয়।
তাহাদের বশ হওয়া উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্ম সাধনে যদি অঙ্গহানি হয়।
তাহাতেও নাহি কিছু প্রত্যবায় হয়॥
পরধর্ম্ম অনুষ্ঠানে অতি ভয় হয়।
স্বধর্ম্মে নিধন ভাল পর কিছু নয়॥
প্রকৃতির অনুগামী নিজধর্ম্ম হয়।
স্বধর্ম্মসাধন তার অতি শীঘ্র হয়॥
ব্রাহ্মণ তাহার ধর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
ক্ষত্রিয়ের সেই ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন॥
অহিংসা ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণেই সাজে।
যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সংসারের মাঝে॥

স্বধর্ম্মপালনে যদি দেহান্তও হয়।
তাতেও কল্যাণ লাভ জানিবে নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এবে জিজ্ঞাসে তখন।
অনিচ্ছাতে যেই করে পাপ আচরণ॥
কি কারণ পাপে তাকে কে করে প্রেরণ।
বলহ আমায় তুমি সেই বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুনহে অর্জ্জুন।
ক্রোধরূপ কাম হতে হয় রজোগুণ॥
পূরণ না হয় এর, উগ্র অতিশয়।
ভয়ানক বৈরী কাম জানিহ নিশ্চয়॥
ধুমে বহ্নি হয় যথা, ধূলাতে দর্পণ।
জরায়ু চর্ম্মেতে যথা গর্ভ আবরণ॥
সেইরূপ কামরিপু জ্ঞানাবৃত করে।
পণ্ডিতে বিদিত ইহা পৃথিবী ভিতরে॥
জ্ঞানিদের শত্রু ইহা পূরণ না হয়।
অনলের সম ইহা জ্ঞান আবরয়।
কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আর মন।
কামরিপু করে এদের আশ্রয় গ্রহণ॥
জ্ঞানকে আবৃত রাখে মানব শরীরে।
অজ্ঞানী মানবে, মোহে অভিভূত করে॥
আগেতে ইন্দ্রিয় সবে বশীভূত কর।
তারপর জ্ঞাননাশী কাম নষ্ট কর॥
শরীর হতে ইন্দ্রিয় অতি শ্রেষ্ঠ হয়।
ইন্দ্রিয় হইতে মন তদুপরি বুদ্ধি হয়॥

বুদ্ধি হতে আত্মা পুনঃ শ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা হয় জানিবে নিশ্চয়॥
আত্মাকে এইরূপে হইয়া বিদিত।
স্থির বুদ্ধি হয়ে এবে কর নিজ হিত॥
মনকে সুস্থির করি কামে কর নাশ।
আত্মজ্ঞান কর লাভ এই মম আশ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন পুনঃ শুনহে অর্জ্জুন।
প্রথমে সূর্য্যকে আমি দিয়েছি এ জ্ঞান॥
সূর্য্য দেয় নিজপুত্রে, মনু দেয় ইক্ষ্বাকুরে।
এইরূপে এই জ্ঞান পরম্পরাগত।
কালবশে এবে যোগ হইয়াছে হত॥

এক্ষণে তোমার কাছে করিনু কীর্ত্তন।
জানি তুমি ভক্ত মম, সখা, হে অর্জ্জুন॥
তাহাতেই এ রহস্য, হইল আজ প্রকাশ্য
নতুবা এ জ্ঞানযোগ না হয় প্রকাশ।
অনাদি অব্যয় ইহা জ্ঞানেতে বিকাশ॥

অর্জ্জুন একথা শুনি বলেন কেশবে।
তব জন্ম বহু পূর্ব্বে, সূর্য্য এই ভবে।

তবে তুমি কি প্রকারে, দিয়েছ জ্ঞান স্বর্য্যেরে,
স্বষ্টির সময়ে জ্ঞান করিলে প্রকাশ।
কিরূপে বুঝিব তাহা না হয় বিশ্বাস ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন তবে, শুন ধনঞ্জয়।
তোমার আমার জন্ম বহুবার হয় ॥
জন্ম জন্মের অনুগামী, তাহাত বিদিত আমি,
সে সব জন্মের কথা শুন পরন্তপ।
না হও বিদিত তুমি সে বৃত্তান্ত সব ॥

না আছে জনম মম না হয় মরণ।
সবার ঈশ্বর আমি জানে সাধারণ ॥
প্রকৃতির বশ হয়ে, মায়াতে জনম লয়ে,
সময়ে সময়ে করি দেহের ধারণ।
অধর্ম্মেতে করে যবে ধর্ম্মের পীড়ন ॥

স্বধর্ম্মে থাকিয়া যারা করে আচরণ।
তাহাদের রক্ষা আমি করি অনুক্ষণ ॥
করি দুষ্টের দলন, আর ধর্ম্মের স্থাপন,
জগতের এই কাজ সাধিবার তরে।
যুগে যুগে অবতরি মানব ভিতরে ॥

হে অর্জ্জুন। এই সব যে হয় বিদিত।
তার কভু এই জন্মে না হয় অহিত ॥
মরণ হইলে তার, জনম না হয় আর,

দিব্য এই জ্ঞানলাভ করে সেইজন।
তাহার আত্মার হয় আত্মাতে মিলন॥

বিষয়ে আসক্তি নাই ভয় ক্রোধহীন।
আমাতে সংযত চিত্ত থাকে চিরদিন॥
আমারু শরণ লয়ে, তপস্যায় রত হয়ে,
আমার স্বরূপ লাভ করে সেই জন।
তাহাতে সন্দেহ আর না হয় কখন॥

যেভাবে যে জন মম উপাসনা করে।
সেই জন সেই ভাবে ফল লাভ করে॥
কর্ম্মে অধিকারী যারা, নানারূপ পূজে তারা,
আমার দর্শিত পথে করয়ে গমন।
তাহাদের রক্ষা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥

ইহলোকে কর্ম্মফল আশু লাভ হয়।
সে হেতু সকাম জনে ইন্দ্রাদি পূজয়॥
গুণ আর কর্ম্ম যত করিয়ে বিভাগ তত
চারি বর্ণ সৃষ্টি আমি করেছি ভূতলে।
অব্যয় অকর্ত্তা তবু জানিবে সকলে॥

না আছে বাসনা মম কভু কর্ম্মফলে।
না হই অনুরক্ত সৃষ্টি কার্য্য সকলে॥
ইহবে তাহার হিত হলে এরূপ বিদিত
কর্ম্মজালে বদ্ধ কভু না হবে সে জন।
অকর্ত্তা অভোক্তা আত্মা জানে ঋষিগণ॥

পুরাকালে মোক্ষলোভী যত ঋষিগণ।
আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়ে তখন॥
করেছিল আয়োজন   করি ক্রিয়ার সাধন
গৃহী হয়ে তাঁরা সব কর্ম্মে ছিল রত।
তুমিও তাঁদের মত কর্ম্মে হও রত॥
সেইরূপে কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান।
কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য না কর সন্ধান॥

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিবা না কর স্থির।
নিরূপণে বুদ্ধিমান হয়েন অস্থির॥
তাই এই উপদেশ   করহে অভিনিবেশ
জানিলে তোমার মুক্তি হইবে নিশ্চয়।
তাহাতে কভুও তুমি না কর সংশয়॥

বিহিত, নিষিদ্ধ, আর কর্ম্ম অবিহিত।
হয় কর্ম্ম ত্রিধা এই জগতে বিদিত॥
জান যদি সব তত্ত্ব   দুর্জ্ঞেয় তবু এ তত্ত্ব
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম যিনি করেন দর্শন।
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম তাঁর হয় নিরীক্ষণ॥
ঈশ্বরের আরাধনা বিষয় যাহার।
কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ভাব কি আছে তাহার॥
জ্ঞানহেতু কোন কার্য্যে বন্ধন না ভাবে।
কর্ম্ম ও অকর্ম্ম দুই এক বলে ভাবে॥

মানব মধ্যেতে তাঁরে বুদ্ধিমান গণে।
সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠাতা যোগী বলে ভণে॥

কর্ম্ম হবে অনুষ্ঠিত কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত
জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা হবে বিমিশ্রিত।
তবে সেই কর্ম্মী জনে জানিবে পণ্ডিত॥

আসক্তি না থাকে যাঁর কর্ম্ম কিম্বা ফলে।
সদাই প্রফুল্ল অন্তর সব অবহেলে॥
যদি কর্ম্মে রত হয় তবু কিছু নাহি হয়
যে হেতু কামনা তাঁর হইয়াছে হত।
আত্মা ও চিত্ত তার হয়েছে সংযত॥
শরীর নির্ব্বাহ হেতু কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
করিলেও নাহি হয সংসার বন্ধন॥

অনায়াসে লব্ধ যাহা সন্তুষ্ট তাহাতে।
শীত উষ্ণ আদি ঋতু নাহি কিছু বাধে॥
লাভালাভে সমজ্ঞান মাৎসর্য্য বিহীন
এই রূপে কর্ম্ম যদি করে অনুষ্ঠান।
কভু নাহি হয় তার সংসার বন্ধন॥

কর্ম্ম ফলে যার নাহি থাকে অভিলাষ।
কাম ক্রোধাদির যিনি নাহি হন দাস॥
ব্রহ্মেতে যাঁহার চিত স্থির ভাবে অবস্থিত
যাগ যজ্ঞ আদি যদি করে অনুষ্ঠান।
সে সব কর্ম্মেতে তিনি লিপ্ত নাহি হন॥
ফলের সহিত কর্ম্ম নষ্ট হয়ে যায়।
সেই কর্ম্ম হতে তার বন্ধন না হয়॥

যজ্ঞ আদি কর্ম্মে যাঁর ব্রহ্ম বুদ্ধি হয়।
হোম হোতা সকলেতে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়॥
সকলেতে ব্রহ্ম যিনি করেন মনন।
ব্রহ্ম লাভ হয় তাঁর নিশ্চয় তখন॥

অধিকারী ভেদে যজ্ঞ নানারূপ হয়।
সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়॥
ইন্দ্রাদি দেবতা জন্য দেবযজ্ঞ হয়।
দেবতার তৃপ্তি হেতু অনুষ্ঠিত হয়॥
তত্ত্ববেত্তা যোগীগণ জ্ঞানযোগ করে।
ব্রহ্মরূপ হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি করে॥

বহুজন ইন্দ্রিয়াদি করিয়ে সংযত।
সংযমে আহুতি দিয়ে ইন্দ্রিয়াদি যত॥
জিতেন্দ্রিয় তারা হয় সংসার ভিতর।
কার্য্যেতে বিরত হয় সংযম তৎপর॥

পুনঃ আছে হেনজন করে তারা আয়োজন
ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য সব করয়ে সাধন॥
বিষয়াদি ভোগে কিন্তু আসক্ত না হয়।
যদিও ইন্দ্রিয় সব কাজে রত হয়॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ প্রাণ।
মন আর বুদ্ধি সহ শরীর ধারণ॥
সকলি সংযত করে আত্মজ্ঞান লাভ করে
আত্মসংযমে করে আহুতি প্রদান।
এইরূপে যোগী তারা লভে আত্মজ্ঞান॥

এইরূপে নানাজনে নানা যজ্ঞ করে।
ভিন্ন ভিন্ন যোগিগণ ভিন্ন আখ্যা ধরে॥
কেহ তড়াগ খনন কেহ মন্দির নির্ম্মাণ
কেহ দান কেহ তপ কেহ করে যোগ।
কেহ করে বেদাভ্যাস কেহ জ্ঞানযোগ॥

দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ কেহ করে অনুষ্ঠান।
বিভিন্ন যজ্ঞের এই বিভিন্ন বিধান॥
যথাশক্তি বহির্বায়ু করে আকর্ষণ।
শ্বাস প্রশ্বাস হলে রোধ পূরক তখনি॥
অন্তর্বায়ু যথাশক্তি করিয়ে নির্গত।
শ্বাস প্রশ্বাস হলে রোধ রেচক অভিহিত॥

নিঃসারণ আকর্ষণ কিছু নাহি করে।
প্রাণবায়ু কেবল অন্তরেতে ধরে॥
মুখ আর নাসারন্ধ্র করে অবরোধ।
কুম্ভক আখ্যাত হয় নিশ্বাসের রোধ॥
কেহবা পূরক করে কেহবা রেচক।
কেহবা কুম্ভক করে বসিয়ে একক॥

কেহবা আহার নিজ করিয়ে সংযত।
প্রাণবায়ু প্রভৃতিকে রাখয়ে সংযত॥
প্রাণাপাণ বায়ু সব করে সুংযমন।
এইরূপে হয় যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ॥
যজ্ঞ সম্পাদনে তারা পাপশূন্য হন।

যজ্ঞান্তে করয়ে তারা অমৃত ভোজন।
এইরূপে করে লাভ ব্রহ্ম সনাতন॥
না পায় মনুষ্যলোক হলে যজ্ঞহীন।
স্বর্গাদি সম্পদ লাভ নাহি কোন দিন॥

যে মানব নাহি করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
মনুষ্য লোকেও তার না হয় গমন॥
যজ্ঞ হয় বহুরূপ বেদে লিখিত এরূপ
সকল যজ্ঞই জান কর্ম্ম জনিত।
সংসার হতে মুক্ত হও হইয়ে বিদিত॥

দানযজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ হয়।
কারণ সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞানেতেই লয়॥
এই জ্ঞান লভিবারে উপদেষ্টা চাই।
ব্রহ্মবেত্তা গুরু কাছে জিজ্ঞাস্য সদাই॥

দণ্ডবৎ প্রণিপাত আর সাষ্টাঙ্গপাত
প্রশ্ন আর সেবাগুণে আত্মশিক্ষা কর।
তত্ত্বদর্শী গুরু কাছে শিক্ষা লাভ কর॥

হে অর্জ্জুন এইজ্ঞান লভিবে যখন।
মোহেতে আবদ্ধ তুমি না হবে তখন॥

সকল জীবের আত্মা আমার এ পরমাত্মা
সর্ব্বভূতে এক আত্মাই করিবে দর্শন।
মায়াজ্ঞান সেইকালে ঘুচিবে তখন॥

পাপাচারী যদি হও অন্য পাপী হতে।
তথাপি তোমার জ্ঞান পারিবে তরাতে॥
যেমন জ্বলন্ত বহ্নি কাষ্ঠ ভস্মে তখনি
জ্ঞানাগ্নি তেমন নাশে পূর্ব্ব কর্ম্ম ফল।
আত্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন সকলি নিষ্ফল॥

ইহলোকে জ্ঞান ভিন্ন নাহি কিছু আর।
পরম পবিত্র ইহা সকলের সার॥
কর্ম্মযোগে ক্রমশঃ রত হলে মন।
ভবিষ্যতে অনায়াসে লভ আত্মজ্ঞান॥

শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় গুরুসেবাপর।
আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি তৎপর॥
জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন আর বিশ্বাস বিহীন
ইহলোকে তাহাদের বিনাশ নিশ্চয়।
পরলোকে তাহাদের নাহি সুখ হয়॥

সমবুদ্ধি যোগ হে অর্জ্জুন! জানে যেই জন।
ভগবানে সর্ব্বফল করয়ে অর্পণ॥
সকল সংশয় যার নাহি কোন আর
সংশয় হয়েছে হত, আত্মজ্ঞানে যার।
কর্ম্মেতে আবদ্ধ নয় সে আত্মজ্ঞ আর॥

শুনহে ভারত, জ্ঞানেতে সংশয়, করহে ছেদন।
অজ্ঞানে করে দূর, যুদ্ধেতে মন, দাওহে এখন॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ, শুনহে এখন।
কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস, তুমি করালে শ্রবণ॥
কর্ম্মযোগ কি সন্ন্যাস কেবা শ্রেয়ঃ হয়।
নিশ্চয় করিয়া তুমি বলহ আমায়॥
ভগবান্ বলিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
উভয়ই মুক্তির হেতু জানিবে অর্জ্জুন॥
কর্ম্ম সন্ন্যাস চেয়ে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়।
ইহাই কল্যাণকর জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বেষাকাঙ্ক্ষা নাহি যার ক্রোধাদি বিহীন।
স্বর্গ আদি সুখে যার নাহি হয় মন॥
তিনিই সন্ন্যাসী, নিত্য কামনা রহিত।
তিনিই লভেন মুক্তি সহজে নিশ্চিত॥
এক ফল উভয়ের পণ্ডিতেরা কয়।
কোন এক অনুষ্ঠিলে সেই ফল হয়॥
জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী জনে যেই স্থান পায়।
কর্ম্মযোগী সেই স্থান অনায়াসে পায়॥
দুইযোগ একরূপ যাঁর মনে হয়।
পরমার্থ সঙ্গে দেখা তাঁহার নিশ্চয়॥
চিত্তশুদ্ধি নাহি হলে জ্ঞান নাহি হয়।
বিনা কর্ম্মযোগে সন্ন্যাস ভাল নাহি হয়॥

কর্ম্মযোগী সিদ্ধ হতে বিলম্ব না হয়।
ব্রহ্মের সঙ্গেতে শীঘ্র সাক্ষাৎ কার হয়॥
যোগযুক্ত শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ভাব।
সর্ব্বভূতাত্মায় যাঁর নিজাত্ম ভাব॥
কর্ম্মিষ্ঠ হলেও তিনি নির্লিপ্ত হন।
কর্ম্ম করিলেও তিনি বদ্ধ নাহি হন॥
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ গমন।
শয়ন, নিশ্বাসত্যাগ, গ্রহণ কথন॥
উন্মেষ, নিমেষ, সব ইন্দ্রিয়েতে করে।
সকলই ইন্দ্রিয় কার্য্য আত্মা নাহি করে॥
কর্ম্মফল ত্যাগ করি ঈশ্বরে অর্পণ।
কামনা বিহীন কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান॥
কমল দল জল সম নির্লিপ্ত হন।
পাপ পুণ্য দ্বারা তিনি আবদ্ধ না হন॥
কর্ম্মফল ত্যাগ করে কর্ম্মযোগিগণ।
চিত্তশুদ্ধি হেতু করে কর্ম্মের সাধন॥
কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল পরিত্যাগ করে।
মোক্ষরূপ শান্তিলাভ করে অকাতরে॥
কর্ম্মফলে কর্ম্মীব্যক্তি করিয়ে কামনা।
বন্ধন দশা গ্রস্ত হয় সংসার কামনা॥
জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী যিনি মহাজন।
মন হতে কর্ম্মরাশি করে বিদূরণ॥
চিত্তসুখে এই দেহে করে অবস্থান।
স্বয়ং না করে কাজ না অন্যে প্রবর্ত্তন॥

লোকের কর্ত্তৃত্ব কভু না করে ঈশ্বর।
না হয় কর্ম্ম সকল রচনা তাঁহার॥
অজ্ঞান মায়াই হয় সবার আকর।
কার্য্যকর্ত্তা তাহা, প্রবর্ত্তনে তৎপর॥
পাপপুণ্য ঈশ্বর না করেন গ্রহণ।
অবিদ্যা মোহেতে মুগ্ধ মানবের মন॥
আত্মজ্ঞানে যবে হয় অজ্ঞানতা নাশ।
সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মে করয়ে প্রকাশ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি যার পরব্রহ্ম রূপ।
পরব্রহ্মে আত্মভাব ব্রহ্মনিষ্ঠা রূপ॥
ব্রহ্মপরায়ণ হয় যে মানব গণ।
পাপ পুণ্য নিবৃত্ত হয় যার মন॥
মহাজ্ঞানী মহাযোগী সে সন্ন্যাসিগণ।
জন্ম নাহি হয় মুক্তি লভেন তখন॥
সমদর্শী কাছে হয় সকল সমান।
কুক্কুর চণ্ডাল কিম্বা বিদ্বান ব্রাহ্মণ॥
গো, হস্তী আদি জন্তু সকলই সমান।
সর্ব্বোপরি সমদৃষ্টি করেন স্থাপন॥
ব্রহ্মভাবে অবস্থিত যাঁহাদের মন।
তাঁহারা সকল ভাব করে অতিক্রম॥
কারণ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সম স্বরূপ হয়।
সমদর্শী জন ব্রহ্মে উপস্থিত হয়॥
বিদ্যাবান, প্রিয় লাভে হৃষ্ট নাহি হন।
অপ্রিয় সমাগমে কভু উদ্বিগ্ন না হন॥

স্থিরবুদ্ধি মোহহীন ব্রহ্মতেই স্থিত।
ব্রহ্মবেত্তা তিনি হন ব্রহ্মে অবস্থিত॥
বাহ্যেন্দ্রিয়ে অনাসক্তি মনে শান্তি হয়।
ব্রহ্মযোগ যুক্ত হয়ে অক্ষয় সুখ হয়॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে না হইবে রত।
অবিনশ্বর দুঃখ কর সে সকল যত॥
পণ্ডিতেরা এই ভাব করে অনুমান।
জানিবে, কৌন্তেয়! তুমি এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান॥
কাম ক্রোধ বেগ যিনি করেন ধারণ।
সমাহিত চিত্ত তাঁর তিনি সুখী হন॥
আত্মাতেই সুখ যাঁর আত্মাতে আরাম।
আত্মাতে প্রকাশ যাঁর আত্মাতে বিরাম॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী তিনি ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ।
বহির্দৃষ্টি নাহি থাকে মোক্ষপদ পান॥
নিষ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয় বর্জ্জিত।
সর্ব্বভূত হিতৈষী আর একাগ্র চিত॥
তারাই লভেন মুক্তি জানিবে নিশ্চিত।
নির্ব্বাণ ব্রহ্মেতে তাঁরা হন উপস্থিত॥
কাম ক্রোধ উৎপন্ন না হয় যাহার।
আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী সংযত চিত্ত আর॥
তাঁহাদের মোক্ষ লাভ জানহ নিশ্চয়।
সকল অবস্থাতে হয় নাহিক সংশয়॥
মন হতে চিন্তা সব করে বিদূরিত।
চক্ষুদ্বয় ভ্রূমধ্যে করিয়ে স্থাপিত॥

প্রাণ অপান বায়ু নাসা রোধ করে।
ইন্দ্রিয় মনেতে আর পরাজয় করে॥
ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, যাঁর হইয়াছে বশ।
বিষয়ে বিরাগ যাঁর মনেতে সন্ন্যাস॥
তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হইবে নিশ্চয়॥
ইহাতে অর্জ্জুন কভু না কর সংশয়॥
যজ্ঞে ও তপে যে আমাতে হয় রত।
সর্ব্বলোক মহেশ্বর সবার সুহৃৎ॥
এরূপে আমায় যাঁরা হয়েছে বিদিত।
তাহাদের মোক্ষলাভ হইবে নিশ্চিত॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সর্ব্ব পরিত্যাগী যেই, সন্ন্যাসী সেজন।
চিত্ত সমাধানে হলে যোগী সেইজন॥
অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্ম না আছে যাহার।
সকলেতে নাম দেয় নিরগ্নি তাহার॥
তপ, দান, আদি ক্রিয়া নাহি আছে যার।
ক্রিয়াহীন হলে পর অক্রিয় নাম তার॥
শাস্ত্রেতে নিরগ্নি জনে সন্ন্যাসী কথয়।
নিষ্ক্রিয় হইলে তারে যোগী নাম হয়॥
কিন্তু ফল আশাহীন হয়ে কর্ম্মী যেই জন।
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করেন সাধন॥

তিনি ও সন্ন্যাসী যোগী নাহিক সংশয়।
নিষ্কাম কর্ম্মের হেতু লিপ্ত নাহি হয়॥
শ্রুতিতে সন্ন্যাস যাহা তার নাম যোগ।
সঙ্কল্প না হলে ত্যাগ নাহি হয় যোগ॥
যোগেতে আরূঢ় হতে যাঁহার মনন।
যোগ সাধন পক্ষে তাঁর কর্ম্মই কারণ॥
যোগারূঢ় হবে যেই শুনহে অর্জ্জুন।
কর্ম্ম সন্ন্যাসই হবে তাঁর পরম সাধন॥
ইন্দ্রিয় বিষয়ে যাঁর না আছে আসক্তি।
সকল প্রকার কার্য্যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি॥
কোনও সঙ্কল্প যাঁর নাহি থাকে মনে।
তাঁহাকেই যোগারূঢ় সর্ব্ব জনে ভণে॥
জীবাত্মা সংসার হতে আত্মাকে উদ্ধারে।
আত্মাকে রক্ষিবে সদা আত্মাই সংসারে॥
যে জন আপন আত্মা করিয়াছে জয়।
সে আত্মা আত্মার বন্ধু সকলেতে কয়॥
যে জন আপন আত্মা বশ নাহি করে।
সে আত্মা আত্মার শত্রু সর্ব্বজ্ঞান হরে॥
শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ সব সহ্য করে।
মান অপমান কিম্বা সম জ্ঞান করে॥
সে আত্মা বিজিতাত্মা প্রশান্ত ভাব ধরে।
পরমাত্মা সহ সেই সুখে বাস করে॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে* চিত্ত পরিতৃপ্ত যার।

---

*বিজ্ঞান—বিশেষরূপ জ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান।

জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানশীল নাহিক বিকার ॥
মৃত্তিকা সুবর্ণে কিম্বা সমজ্ঞান হয়।
সেই যোগী যোগারূঢ় জানিবে নিশ্চয় ॥
সুহৃৎ, মিত্র, কিম্বা অরি, উদাসীন।
সাধু, অসাধু, দ্বেষ্য, বন্ধু, জ্ঞানহীন ॥
এই রূপ সর্ব্ব জীবে সম দরশন।
তবে তারে যোগারূঢ় বলে সর্ব্বজন ॥
সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে করিয়ে বসতি।
সংযমিয়ে দেহ মন আশাতে সংহৃতি ॥
এরূপে একাকী চিত্ত করে সমাহিত।
পরিগ্রহ শূন্য হলে যোগে হয় স্থিত ॥
পূত স্থানে স্ব আসন করিবে স্থাপন।
অতি উচ্চ অতি নিম্ন না হয় যেমন ॥
কুশের আসন আগে পরে মৃগাজিন।
তাহার উপরে দিবে বস্ত্র আচ্ছাদন ॥
এরূপ আসনে বসি জিতেন্দ্রিয় হয়ে।
একাগ্র করিয়ে চিত্ত সংযত হইয়ে ॥
এইরূপে সমাধিতে হইবে নিযুক্ত।
হইবে চিত্তের শুদ্ধি হলে অনুরক্ত ॥
কায় শিরঃ গ্রীবা যোগী রাখিয়ে সরল।
নাসাগ্র দর্শন করে হইয়ে অচল ॥
অন্য দিকে নাহি দেখে শান্ত ভাব ধরে।
রাগ, দ্বেষ পরিত্যাগে চিত্ত স্থির করে ॥
আত্মাকে প্রশান্ত করে হয়ে ভয়হীন।

গুরুসেবা ও ভিক্ষায়ে কাটে চিরদিন॥
ভোগসুখে কোন আশা নাহি থাকে যার।
বিষয় বৈরাগ্য হেতু চিত্ত শুদ্ধি তার॥
মদ্গত চিত্ত হয়ে মৎপরায়ণ।
সমাধিতে অবস্থিত যোগাভ্যাসী জন॥
সংযত চিত্ত হয়ে যোগাভ্যাসী জন।
আমার স্বরূপ লভে পাইয়া নির্ব্বাণ॥
পরিমিতাহারী কিম্বা নাহিক আহার।
অত্যন্ত নিদ্রালু কিম্বা নাহি নিদ্রা যার॥
যোগ সমাধি না হয় তার শুনহে অর্জ্জুন।
যোগাভ্যাসী মানবের এই সব গুণ॥
নিয়মে আহার যার নিয়মে বিহার।
প্রণব জপেতে যার নিয়ত আচার॥
নিয়মে নিদ্রিত আর নিয়মে জাগ্রত।
সমাধি যোগ তার করে দুঃখ হত॥
সংযত হইয়ে চিত্ত আত্মাতে নিশ্চল।
কামনা ত্যাগিলে যোগী পাবে যোগফল।
বাতশূন্য স্থানে দীপ যেমন নিশ্চল।
যোগশীল জন চিত্ত তেমনি নিশ্চল॥
যোগাভ্যাসে যবে চিত্ত উপশম গত।
তখন পবিত্র আত্মা আত্মাতেই রত॥
আত্মানন্দ লাভ করে সেই যোগীজন।
আত্মাকেই দেখে সেই অতি শুদ্ধ মন॥
ইন্দ্রিয় অতীত সুখে চিত্ত হয় রত।

আত্মরূপ হতে চিত্ত না হয় বিচলিত॥
তখন হইবে যোগীর সিদ্ধ যোগ লাভ।
আত্মালাভ সর্ব্বসার অন্য তুচ্ছ ভাব॥
দুঃসহ দুঃখেও কভু না হয় বিচল।
না থাকে দুঃখের লেশ আত্মাই সম্বল॥
কামনা সঙ্কল্প জাত করিবে বর্জ্জন।
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি করি নিবর্ত্তন॥
যোগিজনে করিবেক যোগ আরাধন।
হৃদয় নির্ব্বেদ শূন্য হইয়ে সজ্জন॥
ধীর ভাবে ধীরে ধীরে বশীভূত মন।
আত্মাতে করিয়ে রত চিন্তার বর্জ্জন॥
চঞ্চল যখন মন বিষয়ে ধাবিত।
তখন বিষয় হতে করে প্রত্যাহৃত॥
রাখিবেক নিজবশে আপনার মন।
অভ্যাসেতে হইবেক আত্ম সম্মিলন॥
রজঃ তমঃ গুণ আদি করিয়ে বর্জ্জন।
ব্রহ্মপদ লাভ করে শান্ত যোগিগণ॥
অতিশয় সুখলাভ করয়ে তখন।
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু নিষ্পাপ যোগিগণ॥
সর্ব্বত্র সমান দেখে যোগী মহাজন।
সর্ব্বভূতে আত্মারও আত্মাতে দর্শন॥
সর্ব্বভূতে আত্মার যিনি করেন দর্শন।
আমাতেও সর্ব্বভূত পান নিদর্শন॥
অদৃশ্য না হই আমি কখনও তাহার॥

না হয় অদৃশ্য সে কখন আমার ॥
সর্ব্ব প্রাণীতে আমি করি অবস্থান।
যে যোগী অভেদ ভেবে কর্য়ে পূজন ॥
অবস্থা তাঁহার হৌক যেরূপ যখন।
আমাতে অভেদ রূপে করে অবস্থান ॥
নিজ সুখ দুঃখে যেন সুখ দুঃখ হয়।
অন্যের (ও) সেরূপ যিনি ভাবেন নিশ্চয় ॥
সকলের সুখ যাঁর বাঞ্ছনীয় হয়।
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ যোগী সর্ব্বজনে কয় ॥
ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসেন হে মধুসূদন।
আত্মযোগ তত্ত্ব যাহা করালে শ্রবণ ॥
না দেয় সে ভাব কভু স্থায়ী দীর্ঘকাল।
কারণ মানব মন সততঃ চঞ্চল ॥
হে কৃষ্ণ! মানব মন নিতান্ত চঞ্চল।
দেহেন্দ্রিয়ে করে বশ, ধরে বহুবল ॥
সে মন নিগ্রহ করা নিতান্ত দুষ্কর।
বায়ু গতি রোধ করা যেমন দুষ্কর ॥
ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
চঞ্চল মানব মন জানে সর্ব্বজন ॥
নিগ্রহ নিতান্ত দুষ্কর না আছে সন্দেহ।
অভ্যাস বৈরাগ্যে কিন্তু হইবে নিগ্রহ ॥
অসংযত আত্মা পক্ষে এযোগ দুষ্কর।
বশীভূত চিত্ত হলে অতীব সুকর ॥
অভ্যাস (ও) বৈরাগ্যে তিনি দেখেন উপায়।

আত্মাকে সংযত করে যোগী আখ্যা পায় ॥
ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসেন হে মধুসূদন।
শ্রদ্ধা সত্ত্বেও নাহি করে যোগের সাধন ॥
অথবা সাধন পথে পতন যাহার।
যোগসিদ্ধি না হলে কি গতি তাঁহার।
ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
সাধনে পতন হলে সব ভ্রষ্ট হয় ॥
সকল কর্ম্মই তার ঈশ্বরে অর্পণ।
সে হেতু স্বর্গাদি লাভ নয় কদাচন ॥
পুনঃ উপাসনা পথে হইলে পতন।
ছিন্ন ভিন্ন মেঘমত বিনষ্ট তখন ॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি কহেন অর্জ্জুন।
আমার সংশয় তুমি করহে ছেদন ॥
ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
যোগভ্রষ্ট হইলে ও দুঃখ নাহি হয় ॥
ইহ কিম্বা পরলোকে নাশ নাহি হয়।
শাস্ত্রমত কর্ম্মিষ্ঠের দুর্গতি না রয় ॥
যোগভ্রষ্ট পুণ্যাত্মাও প্রাপ্য লোক পায়।
বহুবর্ষ অতি সুখে তথায় কাটায় ॥
পবিত্র ধনীর গৃহে পুনর্জন্ম হয়।
সদাচার নিষ্ঠকুলে সেই জন্ম হয় ॥
অথবা ধনীর গৃহে না লয়ে জনম।
ব্রহ্মবিদ্যাশালী গৃহে লভয়ে জনম ॥
জগতে দুর্লভ হয় এরূপ জনম।

পবিত্র গৃহেতে কিম্বা না হয় জনম ॥
পূর্ব্বের সংস্কারে তারা জ্ঞান লাভ করে।
মুক্তির নিমিত্ত তারা বহু যত্ন করে ॥
যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি না করে যতন।
তবুও সংসার হেতু যোগে তাঁর মন ॥
স্বভাবতঃ যোগে তাঁর প্রবৃত্তি হইবে।
তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে সেই যোগে মন দিবে ॥
তাহাতে অধিক ফল লাভ হয় তার।
কর্ম্ম ফলে এই লাভ না হয় তাহার ॥
জন্মে জন্মে যে পুরুষ যোগ লাভ করে।
সেই পুণ্য ফলে জন্ম পুনঃ লাভ করে ॥
এইরূপ সাধন যাঁর বহুবার হয়।
তিনিই লভেন মুক্তি নাহিক সংশয় ॥
তত্ত্ববেত্তা যোগী হয় তপস্বীর শ্রেষ্ঠ।
জ্ঞানিগণ অপেক্ষা ও যোগিগণ শ্রেষ্ঠ ॥
কর্ম্মিগণ অপেক্ষা ও তাঁহারা প্রধান।
অতএব হে অর্জ্জুন যোগে দাও মন ॥
যোগিদের মধ্যে যিনি আমাতেই রত।
কেবল মাত্র আমারই আরাধনা রত ॥
তিনি হন সকলের পরম প্রধান।
অতএব এবে যোগ কর অনুষ্ঠান ॥

সপ্তম অধ্যায়।

জানি আমি তব চিত্ত আমাতেই রত।
আমার আছ তুমি হয়ে শরণাগত॥
অতএব এই যোগে দাও তব মন।
যে যোগ পূর্ব্বেতে তুমি করিলে শ্রবণ॥
এই যোগে যবে হইবেক মন।
কিরূপে জানিবে মোরে করহ শ্রবণ॥
কিরূপ করিবে কাজ হইবে সাধন।
কিরূপে করিবে তুমি জ্ঞান আরাধন॥
সেই সব জ্ঞান তুমি হইলে বিদিত।
কিছুই থাকিবে তব নাহি অবিদিত॥
সহস্র মধ্যে একজন সে জ্ঞান পায়।
সকলের পুণ্য কিছু সমান না হয়॥
সেরূপ সহস্র মধ্যে কেহ মোরে পায়।
তবে সে আমার তত্ত্ব জানিবারে পায়।
পৃথিবী, আকাশ, তেজ, জল, বায়ু, মন।
অহঙ্কার বুদ্ধি আর এই অষ্ট গণ॥
প্রকৃতির এই হয় অষ্টবিধ রূপ।
ইহারা প্রকৃতি মম অপরা স্বরূপ॥
জীবরূপ প্রকৃতি জগৎ ভিতরে।
অপরা প্রকৃতি হতে ভিন্ন নাম ধরে॥

জীবরূপ প্রকৃতি পরা নাম হয়।
জীবরূপে সংসারেতে পরিব্যাপ্ত হয়॥
সকল প্রাণীর জন্ম প্রকৃতি হইতে।
প্রলয় উৎপত্তি সর্ব হয় আমা হতে॥
আমা হতে কোন বস্তু পৃথক না রয়।
মণি সব সূত্রে যেন গ্রথিত থাকয়॥
সকল পদার্থ মোরে করয়ে ধারণ।
সকল স্থানেতে আমি করি অধিষ্ঠান॥
জল মধ্যে রস আমি চন্দ্র সূর্য্যে তেজ।
বেদের প্রণব আমি আকাশের শব্দ॥
পুরুষের তেজরূপে আমি বিদ্যমান।
আমি হই তাহাদের সবার প্রধান॥
মনুষ্য পৌরুষ তেজে করে সর্ব কাজ।
উদ্যমেই ধরে রাখে সংসারের মাঝ॥
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আমি আগুনের তেজ।
সর্ব্বজীবে প্রাণ বায়ু তপস্বীর তেজ॥
সর্ব্বভূতে সনাতন সকলের বীজ।
বুদ্ধিমধ্যে প্রজ্ঞা আমি তেজস্বীর তেজ॥
অপ্রাপ্ত বিষয়ে আশা কাম হতে হয়।
প্রাপ্ত ধনে রক্ষা হলে আসক্তি জন্মায়॥
এই দুই হীন হয় যেই শক্তি বলে।
আমি হই সেই শক্তি জানিবে সকলে।
প্রাণীর কামনা পুনঃ আমা হতে হয়।
এইরূপ সকলেই আমার আশ্রয়॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ সহ যত বস্তু আছে।
সে সকল আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে॥
আমি কিন্তু তাহাদের না হই অধীন।
তারাই আমার আছে আশ্রিত অধীন॥
এ তিন গুণেতে জগৎ হয়েছে মোহিত।
জানিব অব্যয় আমি এ সব অতীত॥
এ তিন মিশ্রিত মায়া অত্যন্ত দুস্তর।
না পারে করিতে কেহ অতিক্রম তার॥
আমার শরণ লয়ে ভজনা যে করে।
দুস্তর মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে পারে॥
নরাধম মূঢ় যারা পাপ কর্ম্মে রত।
মায়াতে যাদের জ্ঞান হইয়াছে হত॥
দম্ভে ও দর্পেতে যারা অসুর ভাব ধরে।
তাহারা আমার কভু ভজনা না করে॥
রোগ দ্বারা অভিভূত যে মানবগণ।
আত্মজ্ঞান লভিবারে যাহার মনন॥
ইহ পরকাল সুখ যাহার কামনা।
তারা আর জ্ঞানী জনে করে মম ভজনা॥
এ সকল ভক্ত মধ্যে জ্ঞানীই প্রধান।
জ্ঞানী মম প্রিয় হয়ে করে আরাধন॥
জ্ঞানীজন আমাতেই সদা হয় রত।
না আছে কামনা অন্য আমাতেই রত॥
জন্মে জন্মে জ্ঞান পেয়ে জ্ঞান বান্ হয়ে।
সমস্ত জগৎ যিনি অভেদ দেখয়ে॥

তাদৃশ মহাত্মা জন মহাজ্ঞানী হয়॥
আমার স্বরূপ পান তাহারা নিশ্চয়॥
বিষয় কামনা হয় প্রবল যখন।
বিবেক নাশক জ্ঞান হরয়ে তখন॥
নিজ নিজ বাসনায় নিয়ম আচরে।
ব্রত উপবাস আদি কত ব্রত করে॥
এইরূপে তারা সব মোরে নাহি চায়।
অন্য অন্য দেবতারে তাহারা পূজয়॥
সকাম মানবগণ ভক্তি যুক্ত হয়ে।
নিজ আশা লভিবারে যে মূর্ত্তি পূজয়ে॥
অন্তর্য্যামী রূপে আমি সে মূর্ত্তি পূজনে।
ভক্তিযুক্ত করি আমি তাহাদের মনে।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সব যেই ভক্তগণ।
যে সকল দেবমূর্ত্তি করয়ে পূজন॥
তাদের সঙ্কল্প আমি করয়ে পূরণ।
অন্তর্য্যামী বলে আমি জানি সে কারণ॥
অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আরাধনা করে।
যে ফল লভয়ে তারা দেব পূজা করে॥
সে ফল বিনাশ পায় নাহিক সংশয়।
দেবার্চ্চনা করে লোক দেবলোক পায়॥
কিন্তু আমার ভক্ত যে মানবগণ।
পরিণামে লাভ করে আমাকে তখন॥
মূঢ়গণ আমাকে অব্যয় না জানে।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমাকেও নাহি তারা মানে

না জেনে আমার স্বরূপ অব্যক্ত আমায়।
ব্যক্তি ভাবে আমাকে সবাই তারা গায়॥
সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ।
যোগমায়া আচ্ছাদনে না হয় প্রকাশ॥
জনম রহিত মোরে না চিনিতে পারে।
পরমেশ্বর বলে কভু নাহি জানে মোরে॥
ত্রিকালজ্ঞ হই আমি সমস্ত বিদিত।
অভক্ত মানবগণ নহে অবগত॥
হে অর্জ্জুন, জীব যেই দেহ লাভ করে।
ইচ্ছা, দ্বেষ আদি তারে কার্য্যে রত করে॥
শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সকলি জন্মায়।
সুখ, দুঃখ, অভিমানে মোহাবদ্ধ হয়॥
পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যে মানবগণ।
নিজেদের পাপ রাশি করয়ে খণ্ডন॥
দ্বন্দ্ব মোহ বিনির্ম্মুক্ত সে মানবগণ।
আমাকেই একমনে করয়ে অর্চ্চন॥
জরামৃত্যু নিবারণে যে মানব গণ।
আমাকে আশ্রয় করে, করয়ে সাধন॥
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি সে মানবগণ।
আত্মা ও সাধন জ্ঞান অবগত হন॥
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ আর।
এইরূপে করে যেই সাধন আমার॥
মৃত্যুকাল যবে তাঁর উপস্থিত হয়।
তখন ও আমাকে সে অবগত হয়॥

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন এবে হে মধুসূদন।
ব্রহ্ম অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি করাও শ্রবণ॥
অধিভূত অধিদেব অধিযজ্ঞ আর।
কিরূপ ইহারা সব সাধনা কি প্রকার॥
অধিযজ্ঞ চিন্তা যেই কি প্রকার হয়।
দেহমধ্যে বাহিরে কিম্বা অবস্থিত হয়॥
স্থিরচিত্ত পুরুষের মরণ সময়।
কিরূপে তোমার জ্ঞান লভে সে সময়॥
ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
ব্রহ্ম হন জগতের মূলের কারণ॥
অবিনাশী সর্ব্বব্যাপী সেই ব্রহ্ম হয়।
সকলের মূল তিনি তিনিই অক্ষয়।
দেহীর স্বভাব লোকে অধ্যাত্ম বাখানে।
শুভকর যজ্ঞেকেই কর্ম্ম বলে জানে॥
শস্যাদির উৎপত্তি হয় যে কারণ।
পীড়াদির শান্তি হয় যজ্ঞের কারণ॥
প্রাণিগণ যে ভাবের অধিকৃত হয়।
ধ্বংসশীল সেই ভাবে অধিভূত কয়॥
নশ্বর পদার্থগণে অধিভূত বলে।
সর্ব্বদেব পুরুষেরে অধিদৈব বলে॥
সর্ব্ব দেবতার যেই অধিপতি হয়।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলি অধিদৈব কয়॥
বিষ্ণুর স্বরূপ যজ্ঞ অধিযজ্ঞ খ্যাত।
অধিযজ্ঞ পুরুষই নরদেহে স্থিত॥
তাহাই মানবে করে যজ্ঞে প্রবর্ত্তন।
যজ্ঞ ফল দেয় তাহা পুরুষ প্রধান॥
মরণ সময়ে যে মম চিন্তা করে।
আমার স্বরূপ লাভ সেইজন করে॥
সেইক্ষণ মম জ্ঞান উদয় তখন।
ইহাতে সংশয় তুমি না কর কখন॥
যেরূপ উদিত চিন্তা মরণ সময়।
সেইরূপ জ্ঞান আসি উপস্থিত হয়॥
অতএব সারাদিন মম ধ্যান কর।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হও বুদ্ধি স্থির কর॥
মনোবুদ্ধি কর সব আমাতে অর্পণ।
অবশ্য পাইবে মোরে সংশয় অকারণ।
সারাদিন যেই করে পরমার্থ চিন্তন।
এরূপ সমাধি যোগে স্থির চিত্ত হন॥
স্থির চিত্ত হয়ে তারা দিব্য লোকে যায়।
ইহাতে তুমিহে অর্জ্জুন না কর সংশয়॥
সর্ব্বজ্ঞ অনাদি যেই পুরুষ প্রধান।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম তিনি সকল প্রধান॥
সবার বিধাতা তিনি অচিন্ত্য স্বরূপ।
প্রকৃতি অতীত তিনি আদিত্য স্বরূপ।
মৃত্যুকালে মন যাঁর একাগ্রতা লভে।

পরমাত্মা ভেবে যেই যোগবলে লভে॥
ভক্তিযুক্ত যোগবলে হয়ে বলীয়ান।
ভ্রূমধ্যে প্রাণ বায়ু করয়ে রক্ষণ॥
সমাহিত জনে সেই দিব্য পুরুষ পান।
পরমাত্মা চিন্তা হয় সবার প্রধান॥
বেদবেত্তা পণ্ডিত সব যে মানবগণ।
অক্ষয় পুরুষ কথা করয়ে জ্ঞাপন॥
নিস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁরে লাভ করে।
সাধক পাবার তরে ব্রহ্মচর্য্যা ধরে॥
সংক্ষেপে তাঁহার কথা করিব বর্ণন।
মহাবীর ধনঞ্জয় শুন দিয়া মন॥
ইন্দ্রিয় সকল যিনি অবরুদ্ধ করে।
মনকে নিরুদ্ধ রাখে হৃদয় ভিতরে॥
প্রাণবায়ু মূর্দ্ধাদেশে করিয়ে স্থাপন।
এরূপে আত্ম সমাধি করেন সাধন॥
একাক্ষর ওঁকার করে উচ্চারণ।
এইরূপে আমাকে যে করয়ে চিন্তন॥
দেহান্ত কালে তার পরমা গতি হয়।
নিশ্চয় জানিবে অর্জ্জুন না কর সংশয়॥
স্থিরচিত্ত হয়ে যেই আমারে চিন্তয়।
সমাহিত চিত্ত সেই আমাকেই পায়॥
মম উপাসক সব লভিয়ে আমায়।
না লয় জনম তারা সর্ব্ব দুঃখালয়॥
সব মহাত্মাগণ সিদ্ধি মুক্তি পায়

হে অর্জ্জুন এতে তুমি না কর সংশয় ॥
যত প্রাণী আছে এই পৃথিবী ভিতর।
আব্রহ্ম সকল লোকে জন্মে বহুবার ॥
ব্রহ্মলোক লভিলেও নাহিক নিস্তার।
অবশ্য তাহার হবে জন্ম বারম্বার ॥
মম উপাসক কিন্তু লভিলে আমার।
না হয় জনম তার কভু পুনরায় ॥
চতুর্যুগ সহস্রেতে ব্রহ্মার একদিন।
সেরূপ সহস্রে হয় ব্রহ্মার রাত্রিদিন ॥
এইরূপ দিবানিশি থাকিলে বিদিত।
দিবা রাত্র জ্ঞান তাঁর নহে অবিদিত ॥
ব্রহ্মার দিবস যবে সমাগত হয়।
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত চরাচর হয় ॥
ব্রহ্মার রাত্রি যবে পুনঃ হয় উদয়।
ব্যক্ত চরাচর পুনঃ শীঘ্র পায় লয় ॥
ব্রহ্ম দিবাগমে যারা উৎপন্ন হয়।
রাত্রি সমাগমে তারা পুনঃ লয় হয় ॥
ইন্দ্রিয় গোচর নয় অব্যক্ত অতীত।
সর্ব্ব হতে ভিন্ন থাকে পদার্থ যে নিত্য ॥
সেই সত্তা কখনও না হয় মিশ্রিত।
না হয় বিনাশ তার সবাকার হিত ॥
শ্রুতি স্মৃতি ইহাকেই শ্রেষ্ঠ গতি বলে।
এইরূপ ইহাদের ভাবয়ে সকলে ॥
সেই সত্তারূপ ভাব যে মানব পায়।

তাহার জনম কভু নহে পুনরায় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান যেই মম ধাম হয়।
পরমাত্মা হলে লাভ তথা স্থিতি হয় ॥
একমনে ভক্ত হলে সে পুরুষ পায়।
সবার আশ্রয় তিনি জগৎ ব্যাপয় ॥
যেই লোকে যোগিগণ করিলে গমন।
না হয় আবৃত্তি পুনঃকরিব কীর্ত্তন ॥
ব্রহ্ম উপাসনা শীল যে মানব হয়।
দেবযান পথে ভ্রমি ব্রহ্মলাভ হয় ॥
অগ্নি দিন শুক্লপক্ষ উত্তরায়ণ।
একে একে সর্ব্বলোকে করয়ে ভ্রমণ ॥
অবশেষে চন্দ্র সূর্য্য আদি লোক যায়।
এরূপে ব্রহ্মেতে তার সাক্ষাৎকার হয় ॥
পুনঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠাতা যে মানব হয়।
সংসারে আবৃত্তি তার পুনঃ লাভ হয় ॥
ধূমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়ন।
এইসব লোকে সেই করে অবস্থান ॥
সে স্থানে থাকিয়া কর্ম্মী চন্দ্র লোক পায়
কর্ম্ম ফল ভুঞ্জি তথা পুনর্জন্ম হয় ॥
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ জগতে বিদিত।
প্রথমে আবৃত্তি নাই কৃষ্ণেতে উদিত ॥
শুক্লমার্গ দেবযান জ্ঞানালোকময়।
পিতৃযান মার্গ কিন্তু তমোময় হয় ॥
জ্ঞানের বিকাশ হেতু জীব মুক্তি পায়

আত্মজ্ঞান নাহি হলে পুনর্জ্জন্ম হয়॥
হে অর্জ্জুন তুই পথ হয়ে অবগত।
নির্ম্মোহ যোগীর মত যোগে হও রত॥
বেদ যজ্ঞ তপস্যায় দানে পুণ্য হয়।
ধ্যান নিষ্ঠ যোগিগণ এ সব না চায়॥
উৎকৃষ্ট এই স্থান তাঁরা প্রাপ্ত হন।
লভিয়া এ পদ তাঁরা মোক্ষ প্রাপ্ত হন॥

নবম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
জানি আমি তুমি হও হিংসা দ্বেষহীন॥
তাই এই জ্ঞান যোগ করিনু বর্ণন।
জানিলে ঘুচিবে তব সংসার বন্ধন॥
সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এই আত্মজ্ঞান।
না জানে এ জ্ঞান কেহ সবার প্রধান॥
সবার উত্তম ইহা পবিত্র অত্যন্ত॥
প্রমাণে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সর্ব্ব ধর্ম্মযুত॥
সুখ সাধ্য এই যোগে অক্ষয় ফল হয়।
না কর সন্দেহ এতে শুনহে দুর্জ্জয়॥
আত্মজ্ঞান ধর্ম্মে যার শ্রদ্ধা নাহি হয়।
আমাকে না লভে তারা সংসারেতে ধায়॥

মৃত্যু সমাকীর্ণ পথে করয়ে ভ্রমণ।
জন্মে জন্মে করে সেই সংসার গমন॥
অব্যক্ত রূপে ব্যক্ত আমি জগৎ ভিতর।
সর্ব্ব প্রাণী আছে এই আমার ভিতর॥
সর্ব্বভূত হতে কিন্তু লিপ্ত হই আমি।
নিঃসঙ্গ অতীত আমি নিশ্চয় জেন তুমি॥
অদ্ভুত প্রভাব মম করহ দর্শন।
সর্ব্বভূতে আমি নাহি করি অবস্থান॥
মম আত্মা সর্ব্বভূতে করয়ে ধারণ।
এরূপে তাদের করি আমিই পালন॥
সর্ব্বত্রগ বায়ু যেন আকাশেই স্থিত।
সর্ব্ব প্রাণী সেই রূপ আমাতেই স্থিত॥
প্রলয়ে সমস্ত প্রাণী লয় প্রাপ্ত হয়।
সৃষ্টিকালে আমা হতে পুনঃ বাহিরয়॥
মায়ারূপ প্রকৃতিকে করিয়া আশ্রয়।
আকাশাদি ভূত সব উৎপন্ন হয়॥
কর্ম্মেতে আসক্তি হীন হয়ে উদাসীন।
সৃষ্টি কার্য্যে আমি হই বন্ধন বিহীন॥
প্রকৃতিতে আমি যবে হই অধিষ্ঠান।
চরাচর বিশ্ব হয় উৎপন্ন তখন॥
সর্ব্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ আমার।
অবিবেকী ব্যক্তিগণ না জানে প্রকার॥
পরমার্থ তত্ত্ব মম নাহি জানে তারা।
আমার মনুষ্য রূপে অবজ্ঞা করে তারা॥

অগ্নিহোত্র কর্ম্ম তার ফল হীন হয়।
আমায় অবজ্ঞা হেতু জ্ঞানহীন হয়॥
অবিবেকী তারা সব রাক্ষস সমান।
অসুর প্রকৃতি ধরে অতি মোহবান॥
ভোজন আহার, আর পরস্ব হরণ।
হিংসাদি আসুরী ভাব করয়ে ধারণ।
ভগবদ্ভক্তি পুনঃ যাহাদের হয়।
দৈবী প্রকৃতি তারা করয়ে আশ্রয়॥
শম, দম, দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তিযুক্ত হয়।
একমনে ঈশ্বর জ্ঞানে আমাকে চিন্তয়॥
সকল প্রাণীর হই আমিই আশ্রয়।
অবিনাশী জেনে তারা আমাকে পূজয়॥
সর্ব্বদা আমার নাম করে সংকীর্ত্তন।
দৃঢ়ব্রত নম্র সহ আমার পূজন॥
নিষ্ঠা চিত্তে উপাসনা করে যেই জন।
সে জন আমার ভক্ত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
জ্ঞানরূপ যজ্ঞে কেহ করে উপাসন।
কারও বা মম সনে অভিন্ন চিন্তন॥
কেহবা আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে মনে।
ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে থাকে আরাধনে॥
আমি ক্রতু,* আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা* হই।
আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, ঈশ্বর আমি হই॥

---

* ক্রতু—অগ্নিষ্টোমাদি; স্বধা—পিতৃশ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম।

আজ্য* আমি, অগ্নি আমি, আমিই হবন*।
এইরূপে জানে মোরে সর্ব্ব সাধারণ ॥
জগতের পিতা, মাতা, আর বিধাতা।
আমিই ওঁকার হই, চতুর্ব্বেদ দাতা ॥
শুভাশুভ কর্ম্মফল আমা হতে হয়।
পবিত্র ও জ্ঞেয় আমি পিতামহ কয় ॥
গতি, ভর্ত্তা প্রভু আমি আমি বাসস্থান।
শুভাশুভ দ্রষ্টা আমি রক্ষক প্রধান ॥
হিতকারী সৃষ্টিকর্ত্তা আমিই প্রলয়।
আধার ও আধেয় আমি, আমিই অব্যয় ॥
হে অর্জ্জুন! আমি আছি আদিত্য রূপ ধরি।
জল আকর্ষণে আমি জলবৃষ্টি করি ॥
আমিই অমৃত হই মৃত্যুর স্বরূপ।
সৎ* ও অসৎ* আমি, আমি সর্ব্বরূপ ॥
যে সব মানবগণ বেদেতে নিপুণ।
কাম্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান ॥
মম পূজা করে তারা সোমপানে রত।
স্বর্গের কামনা করি স্বর্গ সুখে রত ॥
স্বর্গসুখ ভোগে পুণ্যক্ষয় হলে।
পুনর্ব্বার জন্ম হবে এই মর্ত্ত্যস্থলে ॥
স্বর্গের কামনা হেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
সংসারেতে যাতায়াত অবশ্য বিধানে ॥

---

* আজ্য—ঘৃত; হবন—হোমের সময় যাহা কিছু অগ্নিতে দেওয়া হয়।
* সৎ—স্থূল, দৃশ্য; অসৎ—সূক্ষ্ম, অদৃশ্য।

একমনে চিন্তা হেতু যেই মোরে পায়।
একমাত্র নিষ্ঠাহেতু যোগ ক্ষেম পায়॥
অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি যোগ নাম হয়।
প্রাপ্তধন রক্ষা হলে ক্ষেম নাম হয়॥
ভক্তি শ্রদ্ধারক্ত হযে অন্য দেবে পূজে।
তাঁহারাই অজ্ঞানে আমাকেই পূজে॥
সর্ব্বযজ্ঞে ভোক্তা আমি সর্ব্বফলদাতা।
জানিতে না পারে মোরে সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ত্তা॥
সেই জন্য সংসারেতে পুনঃ জন্ম হয়।
ইহাতে আমার কোন দোষ নাহি হয়॥
ভেদ বুদ্ধি হেতু তার মোক্ষ নাহি হয়।
স্বর্গেতে গমন তার পুনঃ চ্যুতি হয়॥
সর্ব্বদেব মধ্যে যেই আমাকেই দেখে।
অন্যদেবে পূজিলেও আমাকেই ভাবে॥
তাহাদের মোক্ষলাভ ঘটিবে নিশ্চয়।
এক মনে তারা কেবল আমাকে চিন্তয়॥
যে দেবতা পূজে লোক জীবন সময়।
সে দেবতা লভে সেই অন্তিম সময়॥
পিতৃগণে পূজিলে পিতৃলোক পায়।
ভূতগণে পূজিলে ভূতলোক পায়॥
মম পূজা করে যেই আমাকে লভয়।
মোক্ষ লাভ হয় তার জন্ম নাহি হয়॥
পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যে কিছু অর্পণ।
ভক্তি সহ দিলে মোরে করি সে গ্রহণ॥

যা কিছু কর্ম্ম করে ভোজন, হোম, দান।
তপস্যা সকলি কর আমাতে অর্পণ॥
এরূপ সাধনা হলে জীব মুক্তি পায়।
শুভাশুভ কর্ম্মে তার বন্ধন না হয়॥
তুমিও এরূপে কর সন্ন্যাস গ্রহণ।
সর্ব্ব কর্ম্ম কর তুমি আমাতে অর্পণ॥
কর্ম্ম বন্ধন হতে তব মুক্তি লাভ হবে।
অবশেষে নিশ্চয় তুমি আমাকে পাইবে॥
সকল জীবের পক্ষে এক ভাব মোর।
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু না আছে আমার॥
ভক্তিসহ করে যেই আমার ভজনা।
আমাতে স্থিত সেই আমি তার ভাবনা॥
নিতান্তই দুরাচার কেহ যদি হয়।
একচিত্তে যদি তবু আমাতে ভজয়॥
তবু তারে সাধু বলে জানিবে নিশ্চয়।
কারণ তাহার যত্ন অতি সাধু হয়॥
শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় সেই মহাজন।
নিত্য শান্তি করে লাভ সেই সাধু জন॥
মম ভক্ত কখনই বিনাশ না পায়।
নিঃসন্দেহে, এইরূপে, জানহ আমায়॥
পাপ-যোনি জাত সব সেই জীবগণ।
স্ত্রীলোক, বৈশ্যাদি, আর শূদ্র যতগণ॥
ভক্তি হেতু তাহাদের পরম গতি হয়।
হে অর্জ্জুন! ইহা তুমি জানিহ নিশ্চয়॥

বর্ণের প্রধান জাতি উত্তম ব্রাহ্মণ।
তার পর জাতি ক্ষত্রিয় ভক্তগণ॥
মদ্ভক্তি হেতু তারা শ্রেষ্ঠ গতি পাবে।
সর্ব্বলোক জানে ইহা অবশ্য জানিবে॥
অতএব তুমি যদি শ্রেয় গতি চাও।
নিঃসন্দেহ তুমি তবে মম ভক্ত হও॥
দুর্ল্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন।
ভক্তি সহ আমার কর আরাধন॥
মদ্গত চিত্ত হয়ে আমাতে হও ভক্ত।
পূজা পরায়ণ হয়ে আমা অনুরক্ত॥
ভক্তিভাবে মোরে তুমি কর নমস্কার।
আমার শরণাগত তুমি হও এইবার॥
নিজ অন্তঃকরণ কর আমাতে অর্পণ।
নিশ্চয় হইবে মুক্তি তোমার এক্ষণ॥

দশম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
পুনরায় শুন তুমি আমার বচন॥
তোমার মঙ্গল হেতু করিব বর্ণন।
শুনিলে মঙ্গল তব ঘটিবে এখন॥
দেবতা মহর্ষি কিম্বা যত মুনিগণ।
আমার প্রভাব কেহ না জানে কখন॥

আমার প্রভাব হয় সবার প্রধান।
সকলের আমি হই আদি ও কারণ ॥
জন্মহীন আদিহীন সর্ব্ব লোকেশ্বর।
এরূপে আমাকে যিনি জানেন বিস্তর ॥
সর্ব্বপাপ হতে তার মুক্তি লাভ হয়।
মোহ বা অজ্ঞান তাঁর কিছু নাহি রয় ॥
বুদ্ধি, জ্ঞান, অসমোহ*, ক্ষমা, সত্য, দম।
সুখ, দুঃখ, ভয়াভয়, অহিংসা, ও সম ॥
সাম্য, তুষ্টি, তপ, দান, মান, অপমান।
উদ্ভব, প্রলয়, আদি আমিই নিদান ॥
ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি যুত মুনিগণ।
আমার প্রভাবে তাঁদের জীবনধারণ ॥
আমার আদেশ মত সব সৃষ্টি হয়।
সর্ব্বলোক প্রজা সব সেরূপে জন্মায় ॥
বিভূতি ও যোগ মম জানে যেই জন।
যোগযুক্ত হয়ে করে সম্যক্ দর্শন ॥
সর্ব্ব জগতের আমি উৎপত্তি কারণ।
আমা হতে সকলের বুদ্ধি আর জ্ঞান ॥
এ সব হইয়ে জ্ঞাত বিবেকী যে জন।
প্রেম পূর্ব্বক আমায় করে আরাধন ॥
মন প্রাণ যাঁরা করে আমাতে অর্পণ।

---

* অসম্মোহ—উপস্থিত জ্ঞাতব্য বিষয়ে অব্যাকুলিত ভাব। দম—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; শম—অন্তঃকরণ সংযম; সাম্য—সমভাব।

সুখলাভ করে তারা আমার কীর্ত্তন॥
এরূপ একাগ্র চিত্তে আমাকে যে ভজে।
বুদ্ধিযোগে আমাকে পাইবে সহজে॥
সে সব ভক্তের প্রতি আমি দয়া করি।
জ্ঞানেতে অজ্ঞাননাশ তাহাদের করি॥
অর্জ্জুন বলেন তবে শুন বাসুদেব।
পরব্রহ্ম ও পরাশ্রয় তুমি আদি দেব।
তুমি অজ, তুমি বিভু, পরম পবিত্র।
শাশ্বত অনাদি তুমি সবাকার মিত্র॥
দেবর্ষি নারদ আদি ভৃগু ঋষিগণ।
অসিত, দেবল, ব্যাস, আদি মুনিগণ॥
সকলেই করে তব বিভূতি কীর্ত্তন।
এরূপে সকলে তোমা করেছে বর্ণন॥
তোমার নিকট ইহা শুনিনু এখন।
সমস্তই সত্য বলে জানিনু এখন॥
তোমার প্রভাব নহে জ্ঞাত সবাকার।
দেব বা দানবগণ না জানে তোমার॥
পুরুষোত্তম তুমি দেব ভূতভাবন।
দেব দেব জগৎপতে, পতিতপাবন॥
অন্য দ্বারা তুমি কভু না হও বিদিত।
আপন আত্মার দ্বারা আপনি বিদিত॥
সর্ব্বব্যাপী তুমি, অনন্ত বিভূতি।
আমায় বলহ সব করিয়ে বিস্তৃতি॥
কি ভাবে তোমায় চিন্তা করিব এখন।

তব ভাব জ্ঞাত হব বল ভগবন॥
যোগ ও বিভূতি তত্ত্ব বল পুনরায়।
শুনিয়ে বচনামৃত তৃপ্তি নাহি হয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুন পরন্তপ।
অনন্ত অপার মম বিভূতি অসীম॥
প্রধান বিভূতি সব করিব বর্ণন।
বিস্তারি বলিব সব করহ শ্রবণ॥
সর্ব্বভূতে স্থিতি মম, সকলের আদি।
উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি, আমি অনাদি॥
আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু, আমি আকাশে ভাস্কর।
মরুতে মরীচ, তারা মাঝে সুধাকর॥
বেদ মধ্যে সাম বেদ, ইন্দ্র দেবগণে।
প্রাণীর চৈতন্য আমি, মন ইন্দ্রিয়গণে॥
একাদশ রুদ্রমধ্যে আমিই শঙ্কর।
যক্ষ রক্ষ মধ্যে হই আমিই ধনধর*॥
বসু মধ্যে অগ্নি আমি, পর্ব্বতে সুমেরু।
সর্ব্ব বস্তু মধ্যে হই সবাকার গুরু॥
পুরোহিত মধ্যে হই আমি বৃহস্পতি।
সেনানীর মধ্যে আমি স্কন্দ সেনাপতি॥
জলাশয় মধ্যে যথা আছয়ে সাগর।
আমার বিভূতি কীর্ত্তি ব্যক্ত চরাচর॥
মহর্ষি মধ্যে ভৃগু আমি, শব্দের ওঁকার।
যজ্ঞ মধ্যে জপরূপ, হিমাচল স্থাবর॥

* ধনধর—কুবের।

দেবর্ষি মধ্যে নারদ, বৃক্ষের অশ্বত্থ।
সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বের কপিল চিত্ররথ॥
সমুদ্র মন্থনে যথা উচ্চৈঃশ্রবা আমি।
হস্তি মধ্যে ঐরাবত, মানব শ্রেষ্ঠ আমি॥
ইন্দ্রের বজ্র আমি, কামধেনু রূপ।
কামনার কাম আমি, বাসুকি স্বরূপ॥
নাগ মধ্যে অনন্ত, আমি, বরুণ জলচর।
পিতৃগণের অর্য্যমা আমি, শুন নৃপবর॥
নিয়ম কারী মধ্যে আমি হই যমরূপ।
দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ আমি, কাল স্বরূপ॥
চতুষ্পদ মধ্যে আমি সিংহের স্বরূপ।
বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড় যেরূপ॥
বেগগামী মধ্যে হই আমিই পবন।
শস্ত্রধারী মধ্যে হই রাঘব যেমন॥
মৎস্যগণ মধ্যে মকর নাম ধরি।
নদী সব মধ্যে হই আমি গঙ্গাবারি॥
সৃষ্ট বস্তুর আমি হই আদি, স্থিতি, লয়।
বিদ্যার অধ্যাত্ম বিদ্যা, জানহ নিশ্চয়॥
তার্কিক পুরুষ মধ্যে তর্কের স্বরূপ।
অক্ষর সমূহ মধ্যে অকার স্বরূপ॥
সমাসের দ্বন্দ্ব আমি অক্ষয় কালরূপ।
কর্ম্মফলদাতা মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপ॥
সংহর্ত্তৃগণের মধ্যে আমি মৃত্যুরূপ।
ভবিষ্য কল্যাণ মধ্যে মঙ্গল স্বরূপ।

কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা, ধৃতি।
ধর্ম্ম সপ্ত পত্নী এই করিনু বিবৃতি॥
বেদ শ্রুতি মধ্যে সাম, আমিই প্রধান।
ছন্দমধ্যে গায়ত্রী, মাস অগ্রহায়ণ॥
ঋতু মধ্যে বসন্ত আমি, দ্যূত রূপ ছল।
বিজয়ীর জয় আমি, তেজস্বীর বল॥
বণিকের ব্যবসা আমি সাত্ত্বিকের সত্ত্ব।
বাসুদেব রূপে হই যাদবের মহত্ত্ব॥
পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়।
মুনিমধ্যে বেদব্যাস কবি শুক্র হয়॥
দমনের দণ্ডরূপ, ন্যায়রূপ নীতি।
গুহ্য বিষয়ে আমার মৌন হয় রীতি॥
জ্ঞানিগণে জ্ঞান আমি, প্রাণীর চেতন।
আমা ছাড়া চরাচরে নাহি বস্তু হেন॥
বিভূতির সীমা নাই, শুন পরন্তপ।
যা কিছু বলিনু আমি সকলি সংক্ষেপ॥
ঐশ্বর্য্য, বল, আর যাহা লক্ষ্মীযুক্ত।
আমার শকতি হতে সকলি উদ্ভূত॥
অথবা হে অর্জ্জুন, তাতে কি প্রয়োজন।
জানিও জগৎ করি একাংশে ধারণ॥
এক অংশে ধৃত হয়ে, বিশ্ব অবস্থিত।
জানিও বিভূতি মম এ সব নিশ্চিত॥

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন পুনঃ ডাকিয়ে কেশবে।
অধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা শুনাইলে ভবে॥
ইহাতে আমার মোহ ঘুচিল এক্ষণ।
বিবেক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল এক্ষণ।
ওহে কমল লোচন, শুনিনু বিস্তর।
উৎপত্তি লয়কারা যে গুণ তোমার॥
সৃষ্টি পূর্ব্বাপর কথা করেছ কীর্ত্তন।
অব্যয় মহাত্ম্য তব করিনু শ্রবণ॥
আত্মতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, শুনালে যে সব।
সে সকল সত্য মানি শুনহে কেশব॥
কর দয়া মোর প্রতি কমল লোচন।
একবার ঈশরূপ দাও দরশন॥
দেখিতে এরূপ তব বড়ই বাসনা।
দয়াময় পূর্ণকর এ মম কামনা॥
হে দেবেশ যদি মোরে যোগ্য ভাব মনে।
অবিনাশী নিত্যরূপ দেখাও দর্শনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুন পরন্তপ।
নানাবর্ণ অঙ্কারেতে আমার এরূপ॥
সহস্র সহস্র প্রাণী অদ্ভুত ব্যাপার।
ভিন্ন ভিন্ন ধরে বিভিন্ন আকার॥

আদিত্য মণ্ডল দেখ, দেখ বসুগণ।
কি ভীম আকার দেখ সব রুদ্রগণ॥
অশ্বিনী কুমার দ্বয় মরুৎগণ মাঝে।
নানারূপ এক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর সাজে॥
পূর্ব্বে যাহা কখনও না হয় দর্শন।
এরূপ অদ্ভুত রূপ দেখহ এখন॥
দেখহ অর্জ্জুন তুমি এই মম রূপ।
সকলের মধ্যে ইহা অদ্ভুত যে রূপ॥
স্থাবর জঙ্গম সহ জগৎ বিরাজে।
দেহের একাংশে তাহা কিবা রূপ সাজে॥
আর যদি দেখিতে বাসনা হয় মনে।
দেখে লও পরন্তপ তাহা এইক্ষণে॥
সামান্য চক্ষুতে তুমি না পাবে দেখিতে।
লও এই দিব্য চক্ষু দেখিব সহিতে॥
তদ্দ্বারা আমার রূপ করিবে দর্শন।
দেখ ঐরূপে যাহা করিছ মনন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন দিয়া মন।
অর্জ্জুন যে রূপ দেখে তার বিবরণ॥
যোগেশ্বর ভগবান কহিয়া এরূপ।
দেখাইল পাণ্ডুপুত্রে তাঁহার স্বরূপ॥
কি কব রাজন্! তোমায় সে ভীমরূপ।
সে রূপের কভু নাহি শুনি অনুরূপ॥
অদ্ভুত আকার তার অসংখ্য বদন।
অসংখ্য প্রাণীর তাতে অসংখ্য লোচন॥

বহু প্রাণী একত্রিত তাহার ভিতর।
অদ্ভুত ভূষণ পরে সবার শরীর॥
বহু অস্ত্র, বহু শস্ত্র, মাল্য দিব্য, আর।
নিতান্ত আশ্চর্য্য রূপ সেই সাকার॥
প্রকাশ স্বরূপ তাব, অনন্ত আকার।
সর্ব্বদিকে ভয়ঙ্কর বদন তাঁহার॥
সহস্র সূর্য্যও যদি আকাশে উদয়।
তবু তার আলোকেব তুলনা না হয়॥
বিশ্বরূপ শরীরের একাংশ ভিতর।
ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব দেখে তাহার ভিতর॥
দেব, পিতৃ, মনুষ্যাদি সর্ব্ব লোক আছে।
সকল দেখেন অর্জ্জুন সে শরীর মাঝে॥
আশ্চর্য্য ওরূপ দেখে বীর ধনঞ্জয়।
বিস্ময়ে শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়॥
অবনত শির হয়ে করে নমস্কার।
কৃতাঞ্জলি নারায়ণে করে বার বার॥
অর্জ্জুন বলেন পরে শুনহে কেশব।
তব বিশ্বরূপ দেহে দেখি দেব সব॥
স্থাবর জঙ্গম ভূত দেখিছি সকল।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখি আসন কমল॥
ঋষিগণ সর্পগণ বাকী নাই কেহ।
সর্ব্ব বিশ্ব ধরে দেখি তোমার এ দেহ॥
একিরূপ বিশ্বরূপ দেখি বিশ্বেশ্বর।
অসংখ্য বদন দেখি অসংখ্য উদর॥

অসংখ্য আনন দেখি অসংখ্য লোচন।
অনন্ত ঐরূপ তব করি দরশন ॥
ভয়ঙ্কর রূপ কভু নাহি দেখি হেন।
আদি, অন্ত, মধ্য, বিভো নাহি কেন ॥
গদা, চক্র, কিরীট, কিবা শোভা ধরে।
তেজোরাশি আলো করে যেন দিবা করে।
অগ্নি সূর্য্য সম তেজ প্রভাব তাহার।
অপ্রমেয়* দেখি আমি শরীর তোমার ॥
পরব্রহ্ম তুমি দেব তুমি নারায়ণ।
বিশ্ব মধ্যে তুমি ধর্ম্মের পালন ॥
এই বিশ্ব চরাচর তোমাতে আশ্রিত।
সনাতন তুমি দেব সকলের হিত ॥
অব্যয় পুরুষ তুমি জগৎ নিধান।
সংশয় নাহিক দেব দেবের প্রধান ॥
উৎপত্তি স্থিত লয় না আছে তোমার।
অনন্ত প্রভাব তব অনন্ত আকার ॥
অনন্ত বাহু তব বহু বল ধরে।
চন্দ্র নেত্র সম মুখোজ্জল করে ॥
বদনে তোমার যেন জ্বলে হুতাশন।
তব তেজে বিশ্ব এই সন্তপ্ত এখন ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ্য সর্ব্বদিক ব্যেপে।
একাকী হয়েও তুমি ব্যাপ্ত হও ভবে ॥

---

* অপ্রমেয়-অপরিসীম।

অদ্ভুত প্রচণ্ড মূর্ত্তি করিয়ে দর্শন।
লোকত্রয় ভীত সবে হয়েছে এখন॥
দেখি আমি দেবগণ লয়ে তোমার শরণ।
ভীত মনে তারা ব্যাকুলিত হয়॥

কেহ কৃতাঞ্জলি করে শঙ্কাযুক্ত কলেবরে।
গুণগান করে তারা অতি মত্তহয়।
মহর্ষিগণ "স্বস্তি" শব্দে স্তবে মত্ত হয়॥

রুদ্র আদি দেবগণ আদিত্য সাধারণ।
বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অসুর, সিদ্ধগণ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ উষ্মপাচয়।
গন্ধর্ব্ব ও যক্ষসব বিস্মিত এখন॥
তোমার অদ্ভুত রূপ করে দরশন॥

মহান এরূপ তব বহু নেত্র মুখ সব।
বাহু উরু, আর অসংখ্য উদর॥

বহু দন্ত মুখোপরী উঠে শরীর শিহরি।
ভয়ানক রূপ এবে দেখিনু এবার॥

দেখিয়ে সমস্তজীব ভয়ে কুণ্ঠ গ্রীব।
ওরূপ দেখে ভয় না হয় কার॥

আকাশ মণ্ডল ব্যাপী তোমার শরীর।
নানা বর্ণে প্রজ্বলিত বিশাল শরীর॥
বিস্ফারিত সে লোচন প্রশান্ত বদন।
দেখে মম দেহে শান্তি না রহে এখন॥
দশন পংক্তি দেখে ভয় হয় মনে।
প্রলয়াগ্নি সমমুখ তব দরশনে॥

হয় দিকভ্রম মম নাহি সুখ পাই।
জগন্নাথ তুমি দেব, কিসে সুখ পাই॥
প্রসন্ন আমার প্রতি হওহে দেবেশ।
অভয় দান কর এবে নহি সুখ লেশ॥
কিবা ভয়ঙ্কর রূপ দেখিছি এখন।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব দুর্য্যোধনগণ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর বহু রাজগণ।
আমাদের আত্মীয় যোদ্ধ রাজগণ॥
ভয়ঙ্কর মুখে তব করিছে গমন।
সে সব করিছে গ্রাস তোমার বদন॥
অতিবেগে এসে তারা করিছে প্রবেশ।
দন্তপংক্তি মুখ মধ্যে হয় তারা শেষ॥
কারু (ও) অঙ্গ কার (ও) মাথা চূর্ণ হয়ে যায়।
বিশাল দন্ত মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যায়॥
বহুধারা প্রবাহিত নদীজল যেন।
দ্রুতগতি করে তাহা সাগরে গমন॥
সেইরূপ লোক মধ্যে ঐ বীরগণ।
প্রজ্বলিত মুখে তব করিছে গমন॥
যেমন পতঙ্গ সব অতি বেগে ধায়।
প্রজ্বলিত হুতাশনে মরিবারে যায়॥
সেইরূপ লোক সব ধায় মুখ পানে।
নিশ্চয় মরিবে তারা কভু নাহি জানে॥
দেখিয়া এসব কৃষ্ণ এই মনে লয়।
সর্ব্বলোক গ্রাসিবারে তোমার নিশ্চয়॥

ব্যাদন করেছ নিজ প্রদীপ্ত বদন।
বীর বর্গে যেন তুমি করিছ ভক্ষণ॥
তেজোরাশি দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত এখন।
প্রতাপে সকল বিশ্ব হয় ভীত মন॥
যত সব বীরবৃন্দ মুখের ভিতর।
পড়িয়া তাহারা সব হয় মর মর॥
কে তুমি আমায় বল হেন মূর্ত্তি ধর।
এই ভীম মূর্ত্তি তব এবে পরিহর॥
নমস্কার করি তোমা প্রসন্ন হও মোরে।
সকল কারণ রূপ জানিছি তোমারে॥
মম অভিলাষ হয় তোমাকে জানিতে।
তোমার চরিত্র বার্ত্তা জানি না মহীতে॥
লোকক্ষয় করি আমি কালের স্বরূপ।
সংহার কর্ত্তা আমি ধর্ম্মরাজ স্বরূপ॥
দুর্য্যোধন আদি এবে করিব সংহার।
তাহাতে, প্রবৃত্তি আজ হয়েছে আমার॥
হে অর্জ্জুন, তুমি যদি নাহি কর রণ।
তাহলেও প্রতিপক্ষে না থাকে জীবন॥
অতএব যুদ্ধ জন্য হও সমুত্থিত।
জয়লাভ যশোরাশি লভিবে নিশ্চিত॥
শত্রুবর্গ পরাভবে কর রাজ্য ভোগ।
নিষ্কণ্টক রাজ্য তব হইবেক ভোগ॥
ঐ সকল যোদ্ধৃবর্গ পূর্ব্বে হতে হত।
আমার বিক্রমে তারা হয়ে আছে মৃত॥

তব সব শত্রুগণ করেছি সংহার।
কেবল নিমিত্ত ভাগী হইবে তাহার॥
তবে এই তুচ্ছ কাজে কেন কর ভয়॥
উঠ উঠ পরন্তপ নিশ্চয় হবে জয়॥
দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ যত মহাবীর।
কর্ণ আদি যত আছে সব যোদ্ধাবীর॥
সকলে রেখেছি আমি পূর্ব্বে করে হত।
অন্তরেতে তারা সব হয়ে আছে হত॥
তাদের সকলে তুমি করহ বিনাশ।
নাহি কর দুঃখ এতে না হও হতাশ॥
সংগ্রামে নিশ্চিত তব হইবেক জয়।
বীর তুমি পরন্তপ! কেন এত ভয়॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা সব শুনিয়া অর্জ্জুন।
কাঁপিতে কাঁপিতে কথা কহেন তখন॥
অতিশয় ভীত হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে।
কহেন সমস্ত কথা কৃষ্ণ সন্নিকটে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে শুন হৃষীকেশ।
মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তব নাহি ভয় লেশ॥
সকল জগৎ হয় আহ্লাদে মগন।
অনুরাগ লাভ করে সর্ব্বজনগণ॥
রাক্ষসেরা ভয়ে সব করে পলায়ন।
সিদ্ধগণ নমস্কার করে সর্ব্বক্ষণ।
হে অনন্ত! হে দেবেশ! জগৎ প্রধান।
ব্রহ্মারও গুরু তুমি বেদের প্রধান॥

অব্যক্ত অনন্ত তুমি জগৎ কারণ।
কেন নাহি পূজিবেক দেব সাধারণ॥
তুমি হও আদি দেব হে অনন্তরূপ।
পুরাণ পুরুষ তুমি বিশ্বের স্বরূপ॥
তুমিই সর্ব্বজ্ঞ হও তুমি হও জ্ঞেয়।
সর্ব্বব্যাপী তুমি হও সবার আধেয়॥
তুমি বায়ু, তুমি যম, অগ্নি ও বরুণ।
প্রজাপতি তুমি, চন্দ্র, পিতামহ গণ;
সকলই তুমি দেব সবার আধার।
সহস্র সহস্র তোমায় করি নমস্কার॥
সবার প্রধান তুমি সবার আকার।
পুনঃ পুনঃ তোমায় করি নমস্কার॥
সম্মুখে পশ্চাতে তব, করি নমস্কার।
চারিদিকে তব আমি করি নমস্কার॥
অনন্ত শকতি তব বলীর প্রধান।
জগতের সর্ব্বত্র তুমি হও বিদ্যমান॥
এই জন্য তব নাম সর্ব্ব অভিহিত।
তোমার ঐশ্বর্য্য রূপে জগৎ বিদিত॥
ঐশ্বর্য্য মহিমা তব এই বিশ্বরূপ।
জানিতাম নাহি আগে তোমারস্বরূপ॥
হে কৃষ্ণ যাদব বলে ডেকেছি তোমায়।
লৌকিক সম্বন্ধে তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
এই হেতু যদি কোন হয়ে থাকে দোষ।
ক্ষমা কর ব্যবহার নাহি কর রোষ॥

আহার বিহার কিম্বা শয়ন ভোজনে।
অথবা যখন তুমি থাক একস্থানে॥
হইয়া একাকী যদি কর অবস্থান।
বন্ধুবর্গ মধ্যে কিম্বা কর অবস্থান॥
যদি কোন করে থাকি মন্দ ব্যবহার।
পরিহাস ছলে হরি ক্ষমা কর তার॥
অপ্রমেয় তবরূপ কামনা অতীত।
ক্ষম মোরে তুমি দেব জগতের হিত॥
অপ্রতিম তব রূপ অতি প্রভা ধরে।
চরাচর সর্ব্বজীব তোমার ভিতরে॥
তুমি পূজ্য তুমি গুরু অতি গুরুতর।
তব তুল্য কেহ নাহি জগৎ ভিতর॥
যেরূপ পুত্রের দোষ পিতা ক্ষমা করে।
সখা মিত্রের পতি পত্নীর ক্ষমা করে॥
সেই রূপ অপরাধ ক্ষমা কর মম।
পৃথিবীতে পূজনীয় নাহি তব সম॥
হয়েছি সন্তুষ্ট আমি দেখে তব রূপ।
অপূর্ব্ব এইরূপ তোমার স্বরূপ॥
ভয়ে মম প্রাণ কিন্তু ব্যাকুলিত হয়।
দেখিবারে পূর্ব্বরূপ বড় ইচ্ছা হয়॥
মনোহর পূর্ব্বরূপ দেখাও আমায়।
নতুবা হে দেবেশ ভয়ে প্রাণ যায়॥
হে কৃষ্ণ কিরীট গদা চক্র তুমি ধর।
ভীম ভয়ঙ্কর রূপ এবে পরিহর॥

ইচ্ছা হয় পূর্ব্বরূপ দেখি নারায়ণ
দেখাও সেরূপ হরি করিয়ে ধারণ ॥
বিশ্বমূর্ত্তে ! সহস্র বাহু ! দাও দরশন।
কর তুমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধারণ।
শ্রীহরি বলেন তবে শুনহে অর্জ্জুন।
কেন দেখি তব আমি বিবস বদন ॥
আত্মযোগ বলে মম, এ মূর্ত্তি ধারণ।
অনাদি অনন্তরূপী হয় দরশন ॥
তোমা ছাড়া এই রূপ দেখিতে না পায়।
প্রসন্ন হইয়ে আমি দেখাই তোমায় ॥
বেদ অধ্যয়ন কিম্বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ধর্ম্ম কর্ম্ম আর যত যথা ইচ্ছা দান ॥
অতি উগ্র তপ যেই করে অনুষ্ঠান।
তথাপি আমার রূপ না পায় দর্শন ॥
নাহি কর ভয় কোন, আমার দর্শন।
নির্ভয়ে পূর্ব্বের রূপ করহ দর্শন ॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কথা কহে পুনরায়।
চতুর্ভুজ রূপ ধরি শরীর দেখায় ॥
নির্ভীক হইল চিত্ত অর্জ্জুনের তবে।
দেখায় শরীর তার সৌম্যরূপ ভাবে ॥
প্রকৃতিস্থ হই আমি তোমার দর্শনে।
ব্যাকুলিত পূর্ব্বমন স্থির এইক্ষণে ॥
এরূপ দর্শন কভু কার নাহি হয়।
এরূপ দর্শন নিত্য দেবতা কাময় ॥

বেদ অধ্যয়ন কিম্বা তপস্যা বা দান।
মম এই বিশ্বরূপ কিছুতে না পান॥
মম ভক্ত জীব যারা মম তত্ত্ব পায়।
আমার স্বরূপ দেখে আমাতে প্রবেশয়॥
যে ব্যক্তি মম কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
মম ভক্ত হয় সেই মম পরায়ণ॥
সংসর্গ বর্জ্জিত যেই অবিরোধী হয়।
সেই ব্যক্তি আমারে অভেদ রূপে পায়॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

সর্ব্ব-কর্ম্মফল করে তোমাতে অর্পণ।
ভক্তিযুক্ত হয়ে তোমা পুজে নিরন্তর॥
অক্ষয় অব্যয় জ্ঞানে যে করে পুজন।
এই দুই মধ্যে কেবা অধিক অন্তর॥

ভগবান কহিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
এক মনে সত্ত্বভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়।
যে করে আমার গুণ রূপ আরাধন॥
নিশ্চয় আমার মতে যোগরত হয়॥

ইন্দ্রিয় সকল যিনি নিরোধ করিয়ে।
সর্ব্ব এই সমবুদ্ধি করেন দর্শন।
সর্ব্বভুত হিতে যিনি নিযুক্ত হইয়ে॥
অব্যক্ত শাশ্বতরূপ করেন চিন্তন॥

অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য অচল
নিগুর্ণ অক্ষয় রূপ করে আরাধন।
তাহাদের চিত্ত কভু না হয় চঞ্চল ॥
নিগুর্ণ স্বরূপ মোরে তাঁরা প্রাপ্ত হন ॥

নিগুর্ণ ব্রহ্মেতে চিত্ত যাহাদের রত।
অত্যন্ত অধিক ক্লেশ তাহাদের হয়।
উত্তম উপায় এই জ্ঞানী অভিমত ॥
নিগুর্ণ ব্রহ্মের লাভে অতি কষ্ট হয় ॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মশীল যে মানবগণ।
আমাতে সকল কর্ম্ম করয়ে অর্পণ ॥
ভক্তিযোগ সমাধিতে করয়ে চিন্তন।
এইরূপে সকলেই করে উপাসন ॥
আমাতে অভিষ্ট চিত্ত হয়েছে যাহার।
আমা হতে শীঘ্র তার হয় উপকার ॥
মৃত্যু সমাকুল এই সংসার সাগর।
নিশ্চয় তাহার আমি করিব উদ্ধার ॥
হে অর্জ্জুন! মম বাণী শুনহ সত্বর।
মন আর বুদ্ধি তব করে স্থিরতর ॥
করহ আমাতে তুমি তাদের অর্পণ।
শুদ্ধ ব্রহ্মে দেহান্তে হইবেক স্থান ॥
তাহাতে সংশয় মনে না কর অর্জ্জুন।
দেহান্তে আমাতে তব হইবে মিলন ॥
নিগুণ ব্রহ্মেতে চিত্ত না পার রাখিতে।
স্থিরবুদ্ধি যদি নাহি হয় এই হিতে ॥

অভ্যাস যোগেতে তুমি দিয়ে তবে মন।
আমাকে করহ লাভ করিয়ে যতন॥
অভ্যাস যোগেতে যদি হও অপারগ।
তৎপর কর্ম্মে তবে হওহে পারগ॥
মম জন্য কর্ম্ম তুমি কর অনুষ্ঠান।
লভিবে ব্রহ্মেতে তুমি করি অনুমান॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যদি হও হীনবল।
যোগপরায়ণ হয়ে থাকই কেবল॥
আত্মার সংযম তুমি করহ এখন।
কর্ম্মফল কর ত্যাগ লইয়ে শরণ॥
অভ্যাস যোগ চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়।
জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যানঅতি শ্রেষ্ঠ হয়॥
কর্ম্মফল ত্যাগ পুনঃ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়।
ত্যাগ পর মুক্তি লাভ জানহ নিশ্চয়॥
সর্ব্বভূতে যাঁহাদের নাহি আছে দ্বেষ।
মৈত্রীভাব যাঁহাদের হয় এক শেষ॥
করুণা হৃদয়ে যার, নাহি অহঙ্কার।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, নির্ম্মম আচার॥
সুখ দুঃখে সমভাব যিনি ক্ষমাশীল।
সদাই সন্তুষ্ট যিনি স্থিরচিত্তশীল॥
এইরূপ আত্মা হয় সংযত যাঁহার।
সুদৃঢ় নিশ্চয় হয় মানস তাঁহার॥
মন, বুদ্ধি, যার হয় আমাতে অর্পণ।
সেই হয় প্রিয় মম ভক্তি পরায়ণ॥

যাহা হতে কোন জন না পায় সন্তাপ।
অন্য হতেও যিনি কভু না পান সন্তাপ॥
হরিষ বিষাদে যাঁর সমতুল্য জ্ঞান।
ভয়োদ্বেগ পরিত্যাগে সকলি সমান॥
সেই ভক্তজন মম অতিপ্রিয় হয়।
ইহাতে সন্দেহ নাহি কর ধনঞ্জয়॥
যদৃচ্ছালব্ধ অর্থেও নাহি প্রয়োজন।
বাহিরে অন্তরে শুচি থাকে যেইজন॥
না আছে অলস যার নাহি পক্ষপাত।
কার্য্যদক্ষ, উদাসীন, বেদনা বর্জ্জিত॥
সর্ব্বারম্ভ প রত্যাগী যেই জন হয়।
সেই জন ভক্ত মম অতি প্রিয় হয়॥
প্রিয়বস্তু লাভে যার নাহি হয় সুখ।
অপ্রিয় লাভে, ইষ্টনাশে, নাহি হয় দুঃখ॥
না হয় আকাঙ্ক্ষা যার, অপ্রাপ্ত বিষয়ে।
পাপ পুণ্য বিষয়েও নাহি আছে হিয়ে॥
সেই ভক্তিমান্ মম অতি প্রিয় হয়।
না কর সন্দেহ কভু শুন ধনঞ্জয়॥
শত্রু মিত্র যাঁর হয় সমতুল্য জ্ঞান।
নাহি আছে বোধ কোন মান অপমান॥
সকলি সমান হয় ষড় ঋতু আর।
সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি নাহি সঙ্গ * আর॥

---

* সঙ্গ—আসক্তি।

নিন্দাতে স্তুতিতে যাঁর সমজ্ঞান হয়
মৌনীভাবে একরূপে দিন বহে যায়॥
স্থির মতি হয়ে যিনি গৃহেতে বর্জ্জিত।
সেই পুরুষ প্রিয় হয় তাহা সুনিশ্চিত॥
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে যেই মৎ পরায়ণ।
পূর্ব্বের কথিত ধর্ম্ম করে আলাপন॥
সেই ভক্তজনগণ অতি প্রিয় হয়।
না আছে সন্দেহ এতে শুন ধনঞ্জয়॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রকৃতি পুরুষ যেবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ।
জ্ঞান জ্ঞেয় সকলেতে আমি অতি অজ্ঞ॥
জানিতে মানস মম শুনহে কেশব।
বল মোরে সে বৃত্তান্ত বিবরিয়া সব॥
ভগবান কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
শরীর ক্ষেত্রের নামে অভিহিত হয়॥
ইহাতে পণ্ডিত যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নাম ধরে।
তাঁহার প্রশংসা সবে সংসারেতে করে॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি অবগত হন।
তিনিই ইহার তত্ত্ব করেন বর্ণন॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আমি হে ভারত।
সকল ক্ষেত্রেই হয় আমাতেই স্থিত॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে পৃথক যে জ্ঞান।
মম মতে হয় তাহা প্রকৃতই জ্ঞান॥
এ ক্ষেত্র শরীর হয় প্রকৃতিতে রত।
আবার তাহাই হয় ইন্দ্রিয়াদি রত॥
এ ক্ষেত্র কারণ হতে যাহা কার্য্য হয়।
ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব বা স্বভাব যা হয়॥
ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ আমি করিব বর্ণন।
হে ভারত! সখা তুমি শুন দিয়া মন॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নানা রূপ কন।
বেদেও পৃথক ভাব করে নিরূপণ॥
অন্যরূপ ব্যাখ্যা করে যুক্তিবাদিগণ।
ব্রহ্ম সূত্র বেদে আছে বিভিন্ন কথন॥
এরূপ বিভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত।
করিব বর্ণন আমি শুন মম মত॥
সংক্ষেপে সে সব কথা কহিব এখন।
স্থিরবুদ্ধি হয়ে তুমি শুন দিয়া মন॥
ক্ষিতি, জল, তেজ, আর মরুৎ, আকাশ।
পঞ্চ এই মহাভূতে শরীর বিকাশ॥
অব্যক্ত প্রকৃতি আর বুদ্ধি অহঙ্কার
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দশ মন অবিকার॥
রূপ রস গন্ধ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়।
সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সংঘাত যে হয়॥

ধৈর্য্য, চেতনাদি, আছে যে সব বিষয়।
সকলি ক্ষেত্রের নাম শুন ধনঞ্জয়॥
আত্মশ্লাঘা, নাহি করে দম্ভ গর্ব্বহীন।
সরলতা, গুরুসেবা, আর হিংসাহীন॥
শৌচ, ক্ষান্তি, স্থৈর্য্য, আদি সংযম সে গুণ
এ সব প্রকৃত জ্ঞান কহে গুণিগণ॥
ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যে অনুরাগহীন।
মাৎসর্য্য নাহি থাকে অহঙ্কার হীন॥
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, আলোচন।
সকলি প্রকৃত জ্ঞান শুনহ এখন॥
স্ত্রী পুত্র সংসারেতে না থাকে আসক্তি।
পুত্রাদির সুখ দুঃখে নাহি থাকে প্রীতি॥
আপনার সুখ দুঃখে নাহি থাকে বোধ।
না করে কাহার সঙ্গে কোন ও বিরোধ॥
ইষ্টানিষ্ট লাভে যেই সমচিত্ত হন।
তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান শুনহে অর্জ্জুন॥
একযোগে এক ভক্তি যে করে আমার।
জনশূন্য স্থানে বাস ভজনা আমার॥
বিষয়ী লোকের সভা না করে গমন।
ইহাই প্রকৃত জ্ঞান কহে মুনিগণ॥
আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষ আলোচন।
গর্ব্বত্যাগ আদি হয় প্রকৃতই জ্ঞান॥
এ সবার বিপরীত অজ্ঞান কথিত।
অহিংসা ও গর্ব্বাদি অজ্ঞান অবিহিত॥

জ্ঞানের বিষয় শেষ হইল এখন।
জ্ঞেয় বস্তু কিবা তাহা করিব বর্ণন॥
যাহা হতে মুক্তি লাভ পায় জীবগণ।
পরম ব্রহ্ম তিনি সদসৎ না হন॥
সর্ব্বত্রই হস্তপদ সর্ব্বত্র লোচন।
সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় শিরঃ ও বদন॥
সকল পদার্থে ব্যাপ্ত যাঁহার শরীর।
পৃথিবীতে জ্ঞেয় তাহা শুন মহাবীর॥
ইন্দ্রিয় আধার হয়ে ইন্দ্রিয় বিহীন।
সমস্ত পদার্থ যিনি করেন ধারণ॥
নির্গুণ নির্লিপ্ত হয়ে গুণভোক্তা হন।
সর্ব্বত্রই বিদ্যমান তিনি জ্ঞেয় হন॥
সকলের বাহ্য তিনি, তিনি অভ্যন্তর।
স্থাবর জঙ্গম তিনি অতি সূক্ষ্মতর॥
সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় দূর হতে দূরে।
জ্ঞানীর নিকটে পুনঃ অজ্ঞানীর বহু দূরে॥
কারণে অভিন্ন তিনি কার্য্যতঃ ভিন্ন।
এইরূপে সর্ব্বভূতে অভিন্নেও ভিন্ন॥
স্থিতিতে পালক তিনি প্রলয়ে সংহার।
অবিজ্ঞেয় তিনি সৃষ্টিতে প্রভাব তাঁর॥
সূর্য্যাদি জ্যোতির হন জ্যোতির স্বরূপ।
অজ্ঞান অতীত তিনি জ্ঞানের স্বরূপ॥
সকলের বুদ্ধি তিনি জ্ঞান, গম্য, জ্ঞেয়,।
এরূপ তাঁহার গুণ হয় পরিমেয়॥

ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, সব বলিনু এখন।
এ তিন পদার্থ জানে মম ভক্তগণ॥
হইলে বিদিত ইহা জ্ঞান লাভ হয়।
মদ্ভাবে উপযুক্ত হলে মোক্ষ ফল হয়॥
প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদি উভয়।
বিকার ও গুণ সব প্রকৃতি হতে হয়॥
সুখ, দুঃখ, মোহ, আদি ইন্দ্রিয় বিকার।
সকলই প্রকৃত হতে জান এইবার।
কার্য্যই শরীর হয় কারণ ইন্দ্রিয়।
ক্রিয়া ও শক্তির মূল প্রকৃতিই হয়॥
সুখ দুঃখ ভোগে হয় পুরুষ কারণ।
প্রকৃতি পুরুষ ভেদ শুন দিয়া মন॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ স্থিত প্রকৃতি মায়ায়।
সুখ দুঃখ ভোগ তার সেই হেতু হয়।
ত্রিগুণ প্রকৃতি সনে পুরুষ যে রূপ।
সদসৎ যোনি জন্ম হয় সেইরূপ॥
সত্ব রজঃ তমঃ হয় প্রকৃতির গুণ।
শুভাশুভ কর্ম্ম করে এই সব গুণ॥
সেই কর্ম্মফলে হয় পুরুষ যেমন।
বিভিন্ন যোনিতে জন্ম তাহার তেমন॥
যদিও সর্ব্বদা থাকে দেহের সহিত।
মিশ্রিত না হয় তবু দেহের সহিত॥
সে পুরুষ আত্মা নামে অভিহিত হয়
স্বতন্ত্র থাকিয়ে সেই উপদ্রষ্টা হয়॥

সেই ভর্ত্তা সেই ভোক্তা, সেই মহেশ্বর।
শ্রুতিতে আখ্যান এই শুন নৃপবর ॥
পরমাত্মা নাম তার শ্রুতিতে কথন।
অক্ষয় অব্যয় ইহা জানে সর্ব্বজন ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে যেবা জানে এই মত।
প্রকৃতির সুখ দুঃখ হয় অবগত।
যদিও সর্ব্বথা সেই থাকে বিদ্যমান।
পুনর্জ্জন্ম লাভ তার না হয় কথন ॥
কেহবা ধ্যানেতে হয় আত্মা অবগত।
সাংখ্যযোগে কেহ আত্মা হয় অবগত ॥
কেহবা কর্ম্মের যোগ করিয়ে পালন।
আপন দেহেতে করে আত্মার দর্শন ॥
আত্ম সাক্ষাৎকার লভে যেই জন।
ঘুচে যায় মোহ তার জান তপোধন ॥
সাংখ্যযোগ কর্ম্মযোগ করিলে যে জন।
না পায় করিতে যেই আত্মার দর্শন ॥
গুরু উপদেশ সেই করিয়ে শ্রবণ।
মৃত্যুময় সংসার সেই করয়ে লঙ্ঘন ॥
স্থাবর জঙ্গম কিম্বা আর উভচর।
সর্ব্বপ্রাণী আছে যত জগৎ ভিতর ॥
সকল জানিবে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে।
দেহের সংযোগে তারা আছে এ মহীতে ॥
ঈশ্বর পদার্থে যাঁর এক আত্মজ্ঞান।
সকল পদার্থে এক আত্মা দরশন ॥

অবিনাশী নির্ব্বিকার ভাবে যেই জন।
তিনিই যথার্থদর্শী বলে ঋষিগণ॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত রয়।
ঈশ্বর স্বরূপ আত্ম যাঁর দৃষ্ট হয়॥
না করে আত্মার দ্বারা আত্মার হনন।
মোহ লাভ হয় তাঁর জানহ অর্জ্জুন॥
মানুষের সব কাজ প্রকৃতি করায়।
মায়াই প্রকৃতি বশে সকল ঘটায়॥
জানিয়ে মায়ার কার্য্য বিবেকী যে জন।
আত্মাকে অকর্ত্তা বলে ভাবে যেই জন॥
তিনিই সম্যকদর্শী জ্ঞানী মহাজন।
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার রূপ জানে সেই জন॥
সকল প্রাণীই হয় এক আত্মাশ্রিত।
একমাত্র আত্মা হতে সকলে বিস্তৃত॥
সকল প্রাণীই হয় আত্মার স্বরূপ।
সাধক সমস্ত দেখে ব্রহ্ম স্বরূপ॥
অনাদি নির্গুণ ইহা অনন্ত অব্যয়।
শরীরে থেকেও ইহা লিপ্ত নাহি হয়॥
অনন্ত আকাশ যেন সর্ব্বত্র ব্যাপয়ে।
অসঙ্গ স্বভাব হেতু মশেনা বিষয়ে॥
সেই রূপে আত্মা হয় অনন্ত অব্যয়।
দেহেতে থাকিয়ে আত্মা লিপ্ত নাহি হয়॥
সূর্য্য যেন সর্ব্ব জগৎ করয়ে প্রকাশ।
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা করে ক্ষেত্রের বিকাশ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি জানেন এরূপ।
জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখে বিভিন্ন স্বরূপ ॥
মায়া উপশমে, ধ্যানে রত যেই জন।
কৈবল্য ধামেতে তিনি করেন গমন ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরমার্থ জ্ঞান এবে বলিব অর্জ্জুন।
তপঃ জপ সব হতে সেই শ্রেষ্ঠগুণ ॥
সে জ্ঞান সাধনে মুক্ত হয় মুনিগণ।
মোক্ষলাভ হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
সে জ্ঞান রহস্য কথা বলিব এবার।
করিলে সাধন তার তরিবে সংসার ॥
সাধক যখন করে জ্ঞান সাধন।
মম সহ অভিন্নতা লভয়ে তখন ॥
সৃষ্টিকালে জন্ম, আর প্রলয়েতে লয়।
কিছুই না হয় তাঁর জানিও নিশ্চয় ॥
প্রকৃতি মায়াই হয় গর্ভাধান রূপ।
তাহা হতে সর্ব্বপ্রাণী উদ্ভূত এরূপ ॥
পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যত রূপ হয়।
নরগণ, দেবগণ, যত জীব হয় ॥

মায়াহতে উৎপন্ন সবার শরীর।
মায়া মাতা, আমি পিতা শুন মহাবীর॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণ প্রকৃতিতে হয়।
বন্ধন করে যে তারা জীবাত্মা অব্যয়॥
হে নিষ্পাপ, পরন্তপ! সর্ব্ব গুণাকর।
সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ হয় এ তিন ভিতর॥
নির্ম্মল, পবিত্র, শান্ত, সত্ত্বগুণ ধরে।
যেহেতু মানবগণ সুখলাভ করে॥
সুখ, জ্ঞান, সঙ্গ জীবে করয়ে বন্ধন।
সত্ত্বগুণে এই হয় শুন মহাজন॥
কামনা, আসক্তি হয় রজঃ গুণ হতে।
কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা জীব নিবদ্ধ ইহাতে॥
তৃষ্ণা, ও আসঙ্গ, ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।
রজোগুণ এই সবে বলশালী হয়॥
অজ্ঞান হইতে জন্মে, শেষ তমোগুণ।
প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, এই হয় গুণ॥
এসব গুণেতে করে জীবের বন্ধন।
মোহপ্রাপ্ত হয় জীব জানে সর্ব্বজন॥
সত্ত্বগুণ জীবগণে সুখদান করে।
রজগুণ কর্ম্ম, তমঃ অন্ধকার করে॥
জ্ঞান আচ্ছাদন করি প্রমাদে নিরত।
একবারে মানুষেরে করে দেয় হত॥
সবার প্রকৃতি এই তিন গুণ ধরে।
দুই পরাভবে এক উচ্চভাব ধরে॥

রজঃ তমঃ নত হয়ে, সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হয়।
সত্ত্ব তম দূরে গেলে, রজঃ শ্রেষ্ঠ হয়।
সত্ত্ব রজঃ দূরে গেলে, তম প্রধান।
যখন প্রাবল্য যার, সে হয় প্রধান॥
তখন আপন ধর্ম্ম করিয়ে বিকাশ।
নিজগুণে মানবেরে করয়ে প্রকাশ॥
হইলে ইন্দ্রিয় সবে জ্ঞানের প্রকাশ।
তখন জানিবে সত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ॥
রজোগুণ বৃদ্ধি হলে লোভ তার হয়।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি, স্পৃহা ও অশান্তি হয়॥
তমোগুণ বৃদ্ধি হলে শুন ধনঞ্জয়।
অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, উৎপন্ন হয়॥
উত্তম, বিবেক, আদি করয়ে বিহীন।
তমোগুণে এই সব বৃদ্ধি হয় দিন॥
সময়ে সময়ে জীব ভিন্নগুণ ধরে।
কভু সত্ত্ব কভু রজঃ কভু তমঃ ধরে॥
কখন সত্ত্বের বৃদ্ধি কভু রজঃ হয়।
উভয়ই নত হলে তমঃ বৃদ্ধি হয়॥
যখন দেহেতে হয় সত্ত্বের উদয়।
তখন মানব যদি মৃত্যুমুখে হয়॥
নির্ম্মল লোকেতে গতি সর্ব্বলোক কয়।
নিশ্চয় হইবে তাহা শুন ধনঞ্জয়॥
রজঃগুণ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু যদি হয়।
কর্ম্মাধিকারী নরযোনি তাহার ঘটয়॥

তমোগুণ বৃদ্ধি কালে দেহান্ত যদি হয়।
পশ্বাদি যোনিতে তার জনম নিশ্চয়॥
সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ফল, সুখ নিরমল।
রাজসিক ধর্ম্মেতে জীব পায় দুঃখ ফল॥
তামস ধর্ম্মের ফল প্রমাদ অজ্ঞান।
মুনিগণ এইরূপে করে ব্যাখ্যা দান॥
সত্ত্ব হতে জ্ঞান হয় রজঃ হতে লোভ॥
তম হতে প্রমাদ আর মোহ হতে ভোগ॥
এইরূপে গুণ সব ভিন্ন গুণ ধরে।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ আদি মানব ভিতরে॥
সাত্ত্বিক হইলে উর্দ্ধ লোকেতে গমন।
রাজসিক নরলোকে আশ্রয় গ্রহণ॥
তমোগুণশালী যারা অধোলোক পায়।
এরূপ ত্রিগুণ ব্যাখ্যা মুনিগণ কয়॥
মানব যখন হয় জ্ঞানেতে মগন।
বিবেক আসিয়া জুটে তাহার তখন॥
সত্ত্বাদি গুণেতে লোক কার্য্যে হয় রত।
অন্য কেহ কর্ত্তা নাই এই অভিমত॥
এরূপ যখন তার হয় জ্ঞানোদয়।
আত্মাকেও গুণাতীত মনে তার হয়॥
ব্রহ্মভাব লভে জীব তখন নিশ্চয়।
আত্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মলাভ হয়॥
এই তিন গুণ হয় দেহের কারণ।
ইহাদের পরিহার করে যেই জন॥

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ করি অতিক্রম।
লভে জীব মোক্ষধাম আনন্দ পরম॥
এই তিন গুণ যারা হয়েন অতীত।
কিরূপ তাঁদের চিহ্ন আচার নিশ্চিত॥
কিরূপে বা অতিক্রম করে তিন গুণ।
বলহ বিস্তারি মোরে তুমিহে নির্গুণ॥
ভগবান বলিলেন শুনহে অর্জ্জুন।
গুণাতীত কারে বলে করিব বর্ণন॥
জ্ঞানের বিকাশ যখন মানবের হয়।
প্রবৃত্তি মোহাদি সব হইলে উদয়॥
বিদ্বেষ তাঁদের প্রতি না হয় যাঁহার।
আকাঙ্ক্ষাও নাহি হয় তাহা ঘুচাবার॥
সেরূপ মহাত্মা হয় গুণাতীত জন।
বেদেতে এরূপ বলে শুন মহাজন॥
সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন ভাবে অবস্থিত।
সত্বাদি গুণেতে নাহি করে বিচলিত॥
গুণ পরম্পরা যোগে সব কাজ হয়।
এরূপ ভাবিয়া যিনি থাকেন নিশ্চয়॥
গুণাতীত তিনি হন, অতীব সুধীর।
তাহার নির্লিপ্ত আত্মা শুন মহাবীর॥
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান স্বরূপেতে স্থিতি।
প্রস্তর কাঞ্চনে কিম্বা সম অনুভূতি॥
প্রিয় বা অপ্রিয় হয় উভয় সমান।
নিজের প্রশংসা কিম্বা নিজ নিন্দা জ্ঞান॥

এসর্ব বিষয়ে যাঁর তুল্য জ্ঞান হয়।
তিনি হন গুণাতীত শুন ধনঞ্জয়॥
মান অপমানে যাঁর হয় সমজ্ঞান।
শত্রু মিত্র দুই হয় একই সমান॥
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যেই মহাজন।
তিনি হন গুণাতীত সবার ভাজন॥
একভক্তি যোগে যেই মম সেবা রত॥
মম ভক্ত গুণত্রয় করয়ে অতীত॥
ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করে সেই জন।
ব্রহ্মলাভ করে তিনি গুণাতীত হন॥
ব্রহ্মরূপ আমি হই অমৃত অব্যয়।
চিরন্তন ধর্ম্ম আমি সুখের আলয়॥
এইরূপে মোরে ভক্তি করে যেই জন।
গুণাতীত তিনি হন মুক্তির ভাজন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সংসার অশ্বত্থ তরু তুলনা ইহার।
ঊর্দ্ধদিকে মূল তার বৃক্ষের আধার॥
অধোগতি শাখা হয় বৃক্ষের এরূপ।
কর্ম্মকাণ্ড বেদ হয়, পত্রের স্বরূপ॥
সংসার অশ্বত্থ ভাবে যে হন বিদিত।

বেদবেত্তা নাম ধরে কহেন পণ্ডিত ॥
সত্ব রজঃ গুণে তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥
সলিল সেচনে যেন তরু বৃদ্ধি হয়।
ইন্দ্রিয় বিষয় সব প্রবল ভাব ধরে।
তরুর পল্লব যেন অতি শোভা ধরে ॥
শাখা সব অধঃ হয় পশুযোনি মত।
উর্দ্ধদিকে দেবযোনি এই অভিমত ॥
সংসারেতে যেই জন পুণ্য কর্ম্ম করে।
সৎযোনিতে জন্ম লয়ে দেবযোনি ধরে ॥
সেইরূপ যেই জন পাপে রত হয়।
পশুযোনি জন্ম তার হইবে নিশ্চয় ॥
কর্ম্মফল হেতু সব মুক্তি নাহি পায়।
পাপ, পুণ্য উভয়েই ইচ্ছা হতে হয় ॥
না থাকিলে কর্ম্মফল জনম না হয়।
কামনা হইতে পাপ পুণ্যের উদয় ॥
সংসারবাসীর পক্ষে বিষম সংসার।
কিবা রূপ, কোথা অন্ত, আদি, মধ্য, তার ॥
কিছুই জানেনা তারা সংসার কেমন।
কিরূপে সংসার বৃক্ষ করিবে ছেদন ॥
তীব্র বৈরাগ্য শস্ত্রে ইহার ছেদন।
ব্রহ্মজ্ঞান লভিবারে করিবে যতন ॥
সে ব্রহ্ম লভিলে জীব জন্মে নাহি আর
জন্মজন্মান্তর ক্লেশ ঘুচে যায় তার ॥
সংসার প্রবৃত্তি যিনি করেন প্রদান।

সেই আদি পুরুষের লইবে শরণ॥
মান, মোহ, অহঙ্কার, না থাকিবে আর।
আসক্তিশূন্য, হয়ে পরমার্থ বিচার॥
সুখ, দুঃখে সমজ্ঞান নিষ্কাম যে হয়।
তিনিই অব্যয় পদ লভেন নিশ্চয়॥
এরূপ অব্যয় পদ লভে যেই জন।
না লভে জনম সেই তত্ত্ববেত্তা জন॥
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি যাহা না করে প্রকাশ।
ব্রহ্মপদ তাহা হয় স্বয়ং স্বপ্রকাশ॥
মম অংশে জন্ম লয় যত জীবগণ।
পঞ্চেন্দ্রিয় (ও) মন আদি করে আকর্ষণ॥
বায়ু যেন পুষ্প হতে গন্ধ বহে লয়।
যেমন কেহই তাহা দেখিতে না পায়॥
সেরূপ জীবাত্মা যবে বহির্গত হয়।
মন ও ইন্দ্রিয়গণে বাহিরয় লয়॥
পুনরায় অন্য দেহে করয়ে প্রবেশ।
ইন্দ্রিয়াদি শক্তিসহ করয়ে প্রবেশ॥
জীবাত্মা আশ্রয় করি ইন্দ্রিয়াদিগণে।
বিষয়াদি ভোগ করে মনেন্দ্রিয় সনে॥
জীবাত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করে।
অথবা ইন্দ্রিয় সনে বিষয় ভোগ করে॥
বিবেক বিমূঢ় জীব নাহি দেখে তায়।
জ্ঞানচক্ষু বিনা তারা দেখিতে না পায়॥
যোগিগণ জ্ঞান লাভ করিয়ে যতন।

নিজদেহ স্থিত আত্মা করেন দর্শন ॥
অবিবেকী পুরুষেরা করিলে যতন।
আত্মার দর্শন তারা না পায় কখন ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিদেব যে তেজ ধারণ।
করিয়া প্রকাশ করে এ তিন ভুবন ॥
সে তেজ আমার রূপ জানিবে নিশ্চয়।
তাহাতে সন্দেহ নাহি কর ধনঞ্জয় ॥
আমার প্রভাবে পৃথ্বী আছে দৃঢ় হয়ে।
জগতের সর্ব্বপ্রাণী রেখেছি ধরিয়ে ॥
ঔষধি রাশির করি আমিই বর্দ্ধন।
রসযুক্ত সোমরূপে করিয়ে পোষণ ॥
জঠরাগ্নিরূপে আমি থাকি সর্ব্ব দেহে।
প্রাণাপান বায়ু হয়ে থাকি জীব দেহে ॥
চতুর্ব্বিধ খাদ্য তাই পরিপাক হয়।
অন্তর্য্যামী রূপে মম সর্ব্বব্যাপ্তি রয় ॥
সকল হৃদয়ে আমি জীবাত্মা রূপ ধরি।
স্মৃতি, জ্ঞান, জীবদেহে আমি দান করি ॥
আমা হতে তারা পুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়।
বেদাদিতে মমরূপ অতি বেদ্য হয় ॥
বেদান্তের অর্থবেত্তা, জ্ঞানদাতা আমি।
বেদের প্রকৃত বেত্তা জান মোরে তুমি ॥
ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ নাম ধরে।
নশ্বর পদার্থ সব ক্ষর নাম ধরে ॥
কারণ রূপেতে মায়া অক্ষর বলে জানে।

এরূপ কথিত হয় শাস্ত্রের বিধানে॥
ক্ষর ও অক্ষর মধ্যে উত্তম যেরূপ।
উভয় হতে পৃথক হয় পরমাত্মা রূপ॥
পরমাত্মা সর্ব্বজীবে করয়ে পালন।
অব্যয় ঈশ্বর তিনি জানে সাধারণ॥
ক্ষর হতে অতীত আমি অক্ষর প্রধান।
পুরুষোত্তম নাম ধরি জানে লোকগণ॥
মোহ, মায়া, চিত্ত হতে ঘুচিয়াছে যার।
পুরুষোত্তম নামে আমি বিদিত তাহার॥
সর্ব্বজ্ঞানী তিনি হন ভক্তি যোগে রত।
আমার প্রকৃত সেবা তাঁহার অভিমত॥
তোমার নিকট শাস্ত্র কহিনু কীর্ত্তন।
এ গুহ্য রহস্য শাস্ত্রে দাও তুমি মন॥
বিদিত হয়েন যিনি এই সব জ্ঞান।
কৃত্যাকৃত্য হন তিনি লভি আত্মজ্ঞান॥

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবী সম্পদ কারে বলে কহ নারায়ণ।
কাহাদের হয় ভোগ বল মহাজন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পুনঃ শুনহে অর্জ্জুন।
দৈবী সম্পাদ নাম ধরে যে সকল গুণ॥

চিত্ত প্রসন্নতা, আর জ্ঞানযোগে স্থিতি।
দান, দম, যজ্ঞ, তপ, অভয় প্রভৃতি॥
ব্রহ্মযজ্ঞ, সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ।
সত্য, ত্যাগ, শান্তি আর অকপট বোধ॥
পরনিন্দা পরিত্যাগী, সর্ব্বভূতে দয়া।
নির্লোভতা, অচাপল্য, লজ্জা, ও মৃদুতা॥
তেজ, ক্ষমা, শৌচ, ধৃতি, বিদ্রোহ-বিহীন।
অভিমানী নাহি হয় আর হিংসাহীন॥
এ সকল সত্ত্ব গুণে, প্রকৃতি যাহার।
এসব দৈবী সম্পদ জানিও তাহার॥
সত্বগুণ প্রকৃতি লয়ে হইলে জনম।
সাধু সুখ করে ভোগ, প্রিয় হয় মম॥
দম্ভ, দর্প, প্রগল্ভাদি, ক্রোধ, অভিমান।
নিষ্ঠুর পাষণ্ড ভাব প্রভৃতি অজ্ঞান॥
অশুভ বাসনায় হলে জনম গ্রহণ।
আসুরী সম্পদ পায় সে মানবগণ॥
এ সকল গুণ হয় রজঃ তমঃ হতে।
হে পার্থ! এ সব হয় অশুভ যোনিতে॥
দৈবী সম্পদ হয় মোক্ষের কারণ।
আসুরী সম্পদ হয় বন্ধন কারণ॥
হে পার্থ! দৈবী সম্পদে জনম তোমার॥
তবে কেন শোক তুমি করহ আবার॥
এ জগতে অসুর দেব দুই সৃষ্ট হয়।
ইহলোকে প্রাণী সব এইরূপ হয়॥

দৈব সর্গের কথা করেছি বিস্তার।
এক্ষণে আসুর সর্গ বলিব এবার॥
শুনহে পাণ্ডব তুমি শুন দিয়া মন।
অসুর স্বভাব কথা করিব কীর্ত্তন॥
ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি, কিম্বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি।
শৌচ, আচার, কিম্বা সত্য, গুণ, প্রভৃতি॥
আসুরী মানবগণ কিছু নাহি জানে।
অসুর স্বভাব তারা কিছু নাহি মানে॥
তাহাদের নাহি আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান।
অবিবেক সব তারা সকলে অজ্ঞান॥
বেদাদি পুরাণ সব কিছু নাহি মানে।
জগৎ অসত্য ভাবে তাদের অজ্ঞানে॥
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এই জগৎ বিশাল।
সত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্র, সূর্য্য, কাল॥
ঈশ্বর সবার কর্ত্তা ব্যবস্থা নিধান।
কিছুই মানে না তারা আপনি প্রধান॥
স্ত্রী পুরুষ সহযোগে যেমন সন্ততি।
তেমনি জগৎ হয় স্বভাবে উৎপত্তি॥
অন্য কারণ কিছু নাহি আছে এতে।
না আছে ঈশ্বর রূপী কর্ত্তা এ জগতে॥
নষ্ট আত্মা স্বল্পবুদ্ধি ঐ মানবগণ।
উগ্রকর্ম্মা হয়ে করে মানব নিধন॥
জগতের মন্দ হেতু শত্রু তারা হয়।
হিংসাতে সতত রত শুন ধনঞ্জয়॥

কামনা তাদের কভু না হয় পূরণ।
দম্ভ, মান, মদে মত্ত সে অসুরগণ॥
মোহেতে আবদ্ধ হয়ে অশুচি ব্রত হয়।
বিবেকবিহীন তারা অপবিত্র রয়॥
বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তারা।
বেদের বিহিত কর্ম্ম মানে নাহি তারা॥
কেবল মরণ পর্য্যন্ত আছে এই স্থিতি।
এরূপ চিন্তাতে তাঁরা করে অবস্থিতি॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ তাদের বাসনা।
তাহাই যথার্থ সুখ তাহাই কামনা॥
আশাপাশে বদ্ধ তারা কাম-ক্রোধ-যুত
বিষয় ভোগের জন্য অন্যায় সংযুত॥
ভোগেচ্ছায় করে তারা ধনের হরণ।
জগতে অসুর যারা তারাই এমন॥
ইহলোকে সুখভোগে মত্ত হয় তারা।
পরলোক আছে মনে ভাবে নাই তারা॥
অদ্য হল ধন লাভ কল্য পুনঃ হবে।
মনোরথ তাহাদের শীঘ্র পূর্ণ হবে॥
এই ধন মম গৃহে পূর্ব্বেতে সঞ্চিত।
পুনঃ হবে তাহা পুনঃ অত্যন্ত বর্দ্ধিত॥
আমি আজ এই শত্রু করিয়াছি নাশ।
অন্য শত্রু পুনঃ আমি করিব বিনাশ॥
আমিই ঈশ্বর হই আমি ভোগী আর।
আমি বলী আমি সুখী সিদ্ধ বারম্বার॥

অসুর প্রকৃতি লোক এই ভাবে মনে ।
সত্ব গুণ নাহি থাকে তাহাদের সনে ॥
আমার সমান কেহ নাহি পৃথিবীতে ।
ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমিই মহীতে ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিব সাধন ।
দান করি আহ্লাদেতে হইব মগন ॥
ঘোষিবে সকলে যশঃ করিবে কীর্ত্তন ।
অসুর মানবগণ ভাবয়ে এমন ॥
একভাবে তাহাদের চিত্ত নয় স্থির ।
নানান্ সঙ্কল্প হেতু সর্ব্বদা অস্থির ॥
ভ্রমেতে জড়িত, শূন্য হিতাহিত জ্ঞান ।
বিষয়ে আসক্ত, করে পাপ আচরণ ॥
একরূপে অজ্ঞান পথে হইয়ে মগনে ।
অবশেষে করে তারা নরকে গমন ॥
আপনিই তারা হয় সম্মান ভাজন ।
বৃথা অভিমানে করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
বেদের বিহিত যজ্ঞ ইহা নাহি হয় ।
কর্ম্ম নিষ্ঠা নাহি থাকে বৃথা নাম হয় ॥
অহঙ্কার বল দর্প (ও) কন্দর্প মোহিত ।
হিংসা দ্বেষ রত হয়ে ক্রোধে বশীভূত ॥
অসুর পুরুষগণ অবজ্ঞা করে মোরে ।
নিজ (ও) অন্য দেহ স্থিত আত্মারূপী মোরে ॥
ক্রূরদ্বেষ্টা তারা সব নরাধমগণ ।
নিত্য করে অশুভ কর্ম্মোৎপাদন ॥

কর্ম্ম অনুসারে তার হইবে পতন।
সর্প ব্যাঘ্র যোনিতে করয়ে গমন॥
অসুর যোনিতে হলে, জনম গ্রহণ।
অবিবেকহেতু তার নরকে গমন॥
জনম জনম তার অধোগতি হয়।
অবিবেকহেতু সেই না লভে আমায়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, হয় নরককারণ।
এদের প্রভাবে হয় নরকে গমন॥
স্বর্গের গমন পথ, এরা করে রোধ।
নরকের দ্বার হয় এই মম বোধ॥
এতিন ত্যজিবে নিত্য যত সুধিগণ।
নচেৎ তাদের কভু না হয় কল্যাণ॥
এই তিন পরিত্যাগ করে যেই জন।
শ্রেষ্ঠ গতি লভে, করে শ্রেয়ঃ সে সাধন॥
অধম যোনিতে কিম্বা নরকে গমন।
নাহি হয় তার রিপু করিলে দমন॥
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যেই জন।
স্বেচ্ছাচারী হয়ে করে কর্ম্মের সাধন॥
সে জনের চিত্ত কভু শুদ্ধ নাহি হয়।
ইহলোকে সুখ, স্বর্গ, মোক্ষ, নাহি পায়॥
শাস্ত্রই প্রমাণ হয় কার্য্য নিরূপণে।
অধিকার অনুসারে জানে সর্ব্বজনে॥
শাস্ত্রের ব্যবস্থা তুমি হইয়ে বিদিত।
তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে হও তুমি রত॥

শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে অধোগতি হয়।
অসৎ যোনিতে জন্ম, জানহ নিশ্চয়॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ত্রিবিধ মানব আছে জগৎ মাঝারে।
দেব, অসুর, মধ্যস্থ এ তিন প্রকারে॥
একে একে তাহাদের করিয়া বর্ণন।
এ তিনের শ্রেষ্ঠ কেবা বলহ এখন॥
শাস্ত্রবিধি জানে কিন্তু শ্রদ্ধা নাহি আছে।
স্বেচ্ছায় করয়ে কাজ সংসারের মাঝে॥
একপে যাহারা কর্ম্ম করে আচরণ।
অসুর মানব বলে তাদের গণন॥
শাস্ত্রবিধি যারা সব, আছয়ে বিদিত।
সেইরূপ জ্ঞানে কর্ম্ম করে আচরিত॥
দেবতুল্য তারা হয়, পৃথিবী ভিতর।
শ্রেষ্ঠ বলি গণি তারা জগৎ ভিতর॥
আর এক সম্প্রদায় আছে হে কেশব।
স্বেচ্ছায় করে কাজ শাস্ত্রবিধি জানে সব॥
আলস্যে, ঔদাস্যে, কাটায় সারাদিন।
শাস্ত্র বিধি অনুসারে না কাটায় দিন॥
স্বেচ্ছায়, শ্রদ্ধাতে, কিন্তু করে অনুষ্ঠান।
দেবাসুর, দুই ভাব করে আচরণ॥

এইরূপ জনগণ কিরূপ আচারে।
শাস্ত্রবিধি নাহি মানে স্বেচ্ছাচার করে ॥
অথচ শ্রদ্ধাতে তারা করয়ে পূজন।
এরূপ জনের নিষ্ঠা কহ জনার্দ্দন ॥
সত্ব রজঃ তমঃ মধ্যে কোন গুণ ধরে।
কোন গুণ শ্রেষ্ঠ হয় সে নিষ্ঠা ভিতরে ॥
প্রকৃতি প্রভেদ হেতু শ্রদ্ধা ভিন্ন হয়।
বর্ণিব তাদের নিষ্ঠা শুন ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে প্রকৃতি লাভ করে।
সেই মত এই জন্মে সেই গুণ ধরে ॥
সত্ব রজঃ তমঃ গুণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত।
লভয়ে এ জন্মে তিনি যেরূপ আচরিত ॥
একপ প্রকৃতি গুণে তাদের স্বভাব।
ভিন্ন ভিন্ন গুণ হেতু ভিন্ন ভিন্ন ভাব ॥
সে সব বৃত্তান্ত আজি কবিব বর্ণন।
হে অর্জ্জুন তুমি তাহা শুন দিয়া মন ॥
যে প্রাণীর যেরূপ অন্তঃকরণ হয়।
সেই মত তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি রয় ॥
মনের বৈচিত্র গুণে শ্রদ্ধার প্রভেদ।
সত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভিন্ন ভিন্ন ভেদ ॥
সকল মানবগণ শ্রদ্ধা গুণ ধরে।
সত্ব রজঃ তমঃ গুণে ভিন্ন ভাব ধরে ॥
যাঁহার যেরূপ শ্রদ্ধা হয়েন সেরূপ।
সত্ব রজঃ তম আদি গুণের স্বরূপ ॥

সাত্ত্বিক গুণেতে লোকে দেবতা পূজয়।
শাস্ত্রহেতু তাহাদের হয় জ্ঞানোদয়॥
রুদ্র আদি দেবগণে করে আরাধন।
আপন স্বভাব জাত শ্রদ্ধার কারণ॥
কুবেরাদি যক্ষ, রক্ষ, পূজে যেই জন।
রাজসিক নাম ধরে সে মানবগণ॥
ভূত, প্রেত, আদি যারা করয়ে পূজন।
তমোগুণে অভিভূত তারা সর্ব্বজন॥
বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, যার নাহি দেয় বিধি।
এমন অবিধি যেই করে নিজ বিধি॥
শাস্ত্রেরবিরুদ্ধ মতে করয়ে গমন॥
আপন ইচ্ছার মতে করে আচরণ॥
অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যায় রত।
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, দম্ভ, আদি রত॥
উপবাস, অনাহারে, দেহে দেয় ক্লেশ।
মম আজ্ঞা লঙ্ঘি যেই করে বহু ক্লেশ॥
বেদবিধি নাহি মানে বিবেকবর্জ্জিত।
বিবেকবিহীন হয়ে সুখেতে বঞ্চিত॥
পরলোকে তাহাদের অধোগতি হয়।
ক্রূর কর্ম্মে রত তারা অসুর নিশ্চয়॥
সকল প্রাণীর হয় ত্রিবিধ আহার।
যজ্ঞ, তপ দানাদিও সে তিন প্রকার।
আহার ত্রিবিধ হয় করিব বর্ণন।
জিতেন্দ্রিয় হে ভারত! শুন দিয়া মন॥

যে আহারে পরমায়ু অতি দীর্ঘ হয়।
যাহাতে শরীর দুঃখ বিদূরিত হয়॥
দুর্ব্বলে সবল করে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।
পীড়া কভু নাহি তাহে জনমে নিশ্চয়॥
যে বস্তু ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়।
ভোজনেতে রুচি হয় স্বাদু, স্নিগ্ধ হয়॥
শরীরে যাহার ক্রিয়া বহুক্ষণ রয়।
দর্শনে, আহারে, কিম্বা মন ভাল হয়॥
এরূপ আহারি সব সাত্ত্বিক ভাব ধরে।
সত্ত্ব গুণশালী লোকে এইরূপ করে॥
কটু, অম্ল, লবণাদি, অতি রুক্ষ হয়।
অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রদাহ করয়॥
দুঃখ, শোক, রোগ, আদি জনমে তাহায়।
সেরূপ আহার লোকে রাজসিক কয়॥
যে খাদ্য প্রস্তুত হয়ে প্রহর হয় গত।
বিশুষ্ক হয়েছে রস অভক্ষ্য, পর্য্যুষিত॥
দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট, আর অপবিত্র, হয়।
সেরূপ আহার লোকে তামসিক কয়॥
ফলের আকাঙ্ক্ষা যিনি করয়ে বর্জ্জন।
অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ শুনহে অর্জ্জুন।
ইহাতে চিত্তের শুদ্ধি; জন্মে সত্ত্বগুণ॥
স্বর্গফললাভহেতু যেই যজ্ঞ হয়।
মহত্ত্বপ্রকাশহেতু অনুষ্ঠিত হয়॥

রাজসিক যজ্ঞ তাহা সর্ব্বলোকে কয়।
সাত্ত্বিক যজ্ঞের চেয়ে বহু নিম্নে হয়॥
শাস্ত্র অনুসারে যার নাহি অনুষ্ঠান।
শাস্ত্রের ব্যবস্থা যেই না করে পালন॥
ব্রাহ্মণাদি যেই যজ্ঞে অন্ন নাহি পান।
শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি হয় নাই উচ্চারণ॥
যথাবিধি দক্ষিণাদি না করে প্রদান।
শ্রদ্ধাতে যাহার নাহি হয় অনুষ্ঠান॥
তাহাই তামস যজ্ঞ মুনিগণ কয়।
এরূপ যজ্ঞের কোন নাহি ফলোদয়॥
দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ, আদির পূজন।
সত্য, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা করণ॥
শারীরিক তপঃ সব সহজেই হয়।
শরীরের শুদ্ধি এতে জনমে নিশ্চয়॥
যে কথা শুনিলে দুঃখ নাহি হয় কার।
সত্য, প্রিয়, হিতবাক্য কথনে তৎপর॥
শ্রোতার শ্রুতিতে যাহা সুখকর হয়।
শাস্ত্রের নিয়ম মতে বেদ পাঠ হয়॥
বাক্ শক্তি দ্বারা হয় এ সকল তপঃ॥
এ সকল শুদ্ধ তপঃ শুন পরন্তপ॥
বিষয়ের চিন্তাহেতু চিন্তা নাহি যার।
তজ্জন্য ব্যাকুল চিত্ত নাহি হয় যার॥
মনের নিগ্রহ আর মৌন ভাব হয়।
কাম ক্রোধ নিবৃত্তিয়ে চিত্ত শুদ্ধি হয়॥

ছল কপটাদি যেই করে পরিহার।
মানসিক তপঃ বলি ব্যাখ্যা করে তাঁর॥
একমনে শ্রদ্ধাসহ ফলশূন্য হয়ে।
পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপঃ চিত্তশুদ্ধি হয়ে॥
কায়মনোবাক্যে যদি অনুষ্ঠিত হয়।
তাহাই সাত্ত্বিক ভাব মুনিজন কয়॥
সম্মান ও যশঃ হেতু হলে অনুষ্ঠিত।
রাজসিক সেই তপঃ জানিবে নিশ্চিত॥
ইহলোকে এই তপঃ করে ফল দান।
চঞ্চল নিতান্ত ইহা অনিশ্চিত জ্ঞান॥
জ্ঞানহীন হয়ে যেই দেহে দেয় ক্লেশ।
অপর বিনাশহেতু করে তপঃ ক্লেশ॥
এরূপ তপস্যা যেই করে অনুষ্ঠান।
তাহাই তামস তপঃ হয় অনুষ্ঠান॥
কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা হয় দান।
দেশ, কাল, পাত্রভেদে করয়ে প্রদান॥
প্রতি উপকার আশা নাহি থাকে যার।
এরূপ সাত্ত্বিক দানে অতি উপকার॥
প্রত্যুপকার আশায় যাহা হয় দান।
স্বর্গাদি কামনা ফলে যেই হয় দান॥
অথবা ক্লেশের সহ যেই দান হয়।
রাজসিক দান তাহা সর্ব্বলোকে কয়॥
দেশ কাল পাত্র যদি যোগ্য নাহি হয়।
এরূপেতে দান কথা উচিত না হয়॥

শুদ্ধমনে মিষ্টবাক্যে করিবেক দান।
অশ্রদ্ধা ঘৃণার সহিত না করিবেক দান॥
ইহার অন্যথা হলে তামসিক কয়।
দানের অধম ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
ওঁ তৎসৎ বাক্যে হয় পরব্রহ্ম নাম।
প্রাচীন মহর্ষিগণ করে এই নাম॥
ওঁ নামেতে মুনিগণ পরব্রহ্ম কয়।
শ্রুতিতে কথিত ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
জগৎ কারণ হেতু শ্রেষ্ঠ নাম ধরে।
মুনিগণ তৎশব্দে অভিহিত করে॥
পরমার্থ শ্রেষ্ঠহেতু সৎশব্দ হয়।
পরব্রহ্ম এই হেতু তিনু নাম হয়॥
প্রজাপতি যবে সৃষ্টি করয়ে জগৎ।
স্মরণ করেন আগে ওঁ তৎসৎ॥
ব্রহ্মাদি কর্ত্তা ও করণ রূপ বেদ।
কর্ম্মরূপ যজ্ঞ এই সৃষ্টিতে প্রভেদ॥
এরূপেতে প্রজাপতি করিয়ে সৃজন।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মনাম করে উচ্চারণ॥
এই হেতু যাঁরা হন বেদবেত্তাগণ।
শাস্ত্রমত যাগ যজ্ঞ তপঃ আরাধন॥
যখন করেন তাঁরা কার্য্য আচরণ।
কার্য্যের প্রারম্ভে করেন ওঁ উচ্চারণ॥
মুমুক্ষু মানব যবে কর্ম্ম আচরণ।
যাগ যজ্ঞ তপঃ আদি করে আরাধন॥

ফলের কামনা ত্যাগ করয়ে তখন।
কার্য্যের প্রারম্ভে করে তৎ উচ্চারণ ॥
বিষয়ের অস্তিত্ব হেতু হলে সন্দিহান।
কিম্বা যবে নাহি থাকে শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান ॥
বিবাহাদি মঙ্গল কাজ করয়ে যখন।
সকল মহাত্মা করে "সৎ" উচ্চারণ ॥
এরূপে তাদের হয় পাপের স্খলন।
থাকিলে কোনও দোষ যায় সংশোধন ॥
মহাত্মারা যাগ যজ্ঞ করয়ে যখন।
কিম্বা তপঃ দান আদি কার্য্য আচরণ ॥
ভগবৎ প্রীতিহেতু কর্ম্ম আচরণ।
সর্ব্বাগ্রে করয়ে তারা সৎ উচ্চারণ ॥
অশ্রদ্ধাতে যদি হয় যজ্ঞ তপঃ দান।
কিম্বা অন্য কর্ম্ম কেহ করে অনুষ্ঠান ॥
সকলি 'অসৎ' বলে সর্ব্বলোকে কয়।
শ্রদ্ধাহীন কোন কার্য্যে ফল নাহি হয় ॥
ইহলোকে পরলোকে নাহি কিছু ফল।
অশ্রদ্ধা সকল করে তাহার বিফল ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন এবে হে কেশিনিসূদন।
সন্ন্যাসত্যাগের ভেদ করহ কথন ॥
জানিতে আমার ইচ্ছা হল হৃষীকেশ।
কৃপা করে বল মোরে করিয়া বিশেষ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে শুনহে অর্জ্জুন।
সন্ন্যাসত্যাগের কথা করিব বর্ণন ॥
ফলহেতু যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।
ভববন্ধনহেতু তাহা মুক্তি নাহি হয় ॥
কাম্য কর্ম্ম যদি নাহি হয় অনুষ্ঠান।
কাম্য কর্ম্ম ফল যেই করয়ে বর্জ্জন ॥
সূক্ষ্মদর্শী বলে তাঁরে সন্ন্যাস কথন।
কর্ম্মফল মাত্র ত্যাগে ত্যাগের বর্ণন ॥
বুদ্ধিমান্ যেন করে দোষের বর্জ্জন।
কর্ম্ম করিবে ত্যাগ কহে বিচক্ষণ ॥
যজ্ঞ দান তপঃরূপ কর্ম্ম আচরণ।
কেহ বলে কভু নাহি করিবে বর্জ্জন ॥
কর্ম্মত্যাগ তিনরূপ জানিবে অর্জ্জুন।
আমার সিদ্ধান্ত তাহা করহ শ্রবণ ॥
যজ্ঞ দান তপঃ আদি করিবে পালন।
কভু নাহি তাহাদের করিবে বর্জ্জন ॥

কামনা ত্যজিয়ে কর্ম্ম করিলে সাধন।
হইবেক চিত্তশুদ্ধি জান তপোধন॥
যজ্ঞ দান তপঃ যবে হবে অনুষ্ঠান।
ত্যজিবে তাদের তুমি কর্ত্তা অভিমান॥
স্বর্গাদি কামনা ফল্গু করিবে হে ত্যাগ।
মম মতে জান ইহা হয় শ্রেষ্ঠ ত্যাগ॥
নিত্য কর্ম্ম কোন মতে না করিবে ত্যাগ।
মোহ বশে হলে হয় সে তামস ত্যাগ॥
নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ উচিত না হয়।
নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিলে চিত্ত শুদ্ধি হয়॥
বেদমতে নিত্যকর্ম্মে মোক্ষলাভ হয়।
ধর্ম্মের সাধন জন্য কর্ত্তব্যই হয়॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠান যার কষ্টকর হয়।
কায়িক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মেতে বর্জ্জয়॥
তাহাই রাজস ত্যাগ জান হে ভারত।
সে ত্যাগের কোন ফল না আছে ভারত॥
কর্ত্তব্য জানিয়ে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
না রেখে আসক্তি তাহে করহ সাধন॥
কর্ম্মফলে নাহি আশা থাকিবে যাহার।
তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ হইবে তাহার॥
এরূপে সাত্ত্বিক ত্যাগ করয়ে যে জন।
ত্যাগ ফলে হয় সত্ত্ব গুণের ভাজন॥
দুঃখাবহ কার্য্যেতেও নাহি থাকে দ্বেষ।
সুখ-কর কর্ম্ম ভাবে নাহি সুখ লেশ॥

এইহেতু স্থির বুদ্ধি হয় সেই জন।
সুখ দুঃখ মিথ্যা জ্ঞানে সংশয় বর্জ্জন॥
সাত্ত্বিক ত্যাগের হয় তাহাই লক্ষণ।
ইহাই অর্জ্জুন, তুমি শুন দিয়া মন॥
দেহাভিমানী হয় পুরুষ যে জন।
রাগ দ্বেষ নাহি পারে করিতে বর্জ্জন॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগে সেই সমর্থ নাহি হয়।
সেই হেতু কর্ম্মফলত্যাগী যেই হয়॥
তাহাকেও ত্যাগী বলে জানিবে নিশ্চয়।
ফলত্যাগী হলেও প্রশংসা লাভ হয়॥
অত্যাগীগণের পার্থ হইলে মরণ।
ইষ্টানিষ্ট মিশ্র কর্ম্ম ফলের ভাজন॥
পাপ পুণ্য ফলভোগ পরকালে হয়।
উভয়ের মিশ্রফল ভুঞ্জিবারে হয়॥
সন্ন্যাসীরা কর্ম্মফলভোগী নাহি হয়।
এ তিনের কোন ফল তাদের না হয়॥
সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধিহেতু যে হয় উপায়।
বেদান্ত সিদ্ধান্তে তাহা পঞ্চবিধ কয়॥
আমার বচন মত শুনহে রাজন্।
সকল বস্তুর হয় পঞ্চ এ কারণ॥
সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ 'শরীর' হতে হয়।
অনেক কার্য্যের 'কর্ত্তা' অহঙ্কার হয়॥
সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য 'করণ' নাম ধরে।
নানাবিধ চেষ্টা সব কারণ নাম ধরে॥

এ সব কারণ মধ্যে 'দৈবত্ত' কারণ।
পঞ্চ করণে অভিহিত ইহারা অর্জ্জুন।
কায়মনোবাক্যে যে কোন কাজ হয়।
ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিম্বা যেইরূপ হয়॥
তাহাদের হেতু হয় এ সব কারণ।
ও সব কারণ বিনা না হয় কখন॥
এরূপ কারণ পঞ্চ হইয়া বিদিত।
আত্মাকে জানিবে সবে অসঙ্গ নিশ্চিত॥
উদাসীন আত্মাকে যে কর্ত্তা বলে মানে।
নিশ্চয় দুর্ম্মতি সেই আত্মা নাহি জানে॥
নিঃসঙ্গ উদাস আত্মা কর্ত্তা নাহি হয়।
কার্য্যেতে সম্বন্ধ নাহি জানহ নিশ্চয়॥
আমি কর্ত্তা এই ভাব নাহি আছে যার।
সেই হেতু কার্য্যে বুদ্ধি না হয় যাহার॥
আত্মা নহে কর্ম্ম কর্ত্তা জানে যেই জন।
ভাল মন্দ কাজে বুদ্ধি না করে চালন॥
যদ্যপি সমস্ত লোক করে সে হনন।
তথাপি ফলের ভাগী নাহি তিনি হন॥
আত্মা যখন কোন কাজে কর্ত্তা নাহি হয়।
তখন নরক স্বর্গ এই বুদ্ধি অনিশ্চয়॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যেই জ্ঞান হয়।
জ্ঞানের পদার্থ বস্তু 'জ্ঞেয়' নাম হয়॥
'পরিজ্ঞাতা' নাম ধরে ক্রিয়ার আশ্রয়।
কর্ম্ম প্রবর্ত্তক গুণ এই তিন হয়॥

অন্তঃ বহিঃ ইন্দ্রিয়াদি 'করণ' নাম ধরে।
ইষ্টানিষ্ট কার্য্য 'কর্ম্ম' নাম ধরে॥
ইহাদের প্রযোজক 'কর্ত্তা' নাম হয়।
এই তিনপ্রজ্ঞা হয় কর্ম্মের আশ্রয়॥
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা আদি তিনরূপ হয়।
সাংখ্যশাস্ত্রে গুণ ভেদে এরূপ বর্ণয়॥
করিব তোমার নিকট তাহার কীর্ত্তন।
করহ অর্জ্জুন তুমি সে সব শ্রবণ॥
সকল প্রাণীতে যেই এক আত্মা ভাবে।
ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতেও সেইরূপ ভাবে॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপী আত্মার যে জ্ঞান॥
পণ্ডিতে তাহার নাম দেয় সাত্ত্বিক জ্ঞান॥
সাত্ত্বিক জ্ঞানের যার হইবে উদয়।
দ্বৈতভাব সর্ব্বত্রই নাহি তার রয়॥
ভিন্ন ভিন্ন দেহে যথা ভিন্ন বস্তু হয়।
একাত্মভাব না দেখে ভিন্ন প্রাণী হয়॥
তাহাই রাজস জ্ঞান সর্ব্বলোকে কয়।
তদ্বারা পৃথক বস্তু অনুভূত হয়॥
প্রত্যেক পদার্থে এক পূর্ণ আত্মা হয়।
এইরূপ জ্ঞান যার পদার্থেতে রয়॥
তাহাই তামস জ্ঞান বলে সর্ব্বজন।
অপ্রকৃত জ্ঞান ইহা জানিবে অর্জ্জুন॥
অথণ্ড অব্যয় আত্মা সর্ব্বব্যাপী কয়।
কোনও প্রাণীতে আত্মা বদ্ধ নাহি হয়॥

সুখী দুঃখী জ্ঞানী মূর্খ দেখে যেই জন।
দেখিয়ে স্বতন্ত্র আত্মা ভাবে সেই জন॥
সর্ব্বত্র একাত্মা যদি হইত কখন।
তবে এত ভেদাভেদ না হ'ত কখন।
এরূপ আত্মার রূপ ভাবে যেই জন।
তাহাই তামস জ্ঞান জানিবে অর্জ্জুন॥
কর্ম্মেতে ফলের আশা নাহি থাকে যার।
না থাকে আসক্তি কোন কর্ম্মেতে তাহার॥
রাগ দ্বেষ শূন্য হয়ে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম করে জ্ঞানবান্॥
কর্ম্মেতে ফলের আশা থাকয়ে যাহার।
যাহার মনেতে থাকে অতি অহঙ্কার॥
কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম যাহা করে অনুষ্ঠান।
তাহাই রাজস কর্ম্ম বলে জ্ঞানবান্॥
ভবিষ্যতে যেই কাজে হয় অমঙ্গল।
বৃথা অর্থ শক্তি ক্ষয় সকলই বিফল॥
পৌরুষ হিংসাদি থাকে না থাকে বিচার।
তাহাই তামস কর্ম্ম ভক্তব্য সবার॥
কর্ম্ম ফলে আশা কভু নাহি থাকে যার।
উৎসাহ ধৈর্য্য আছে নাহি অহঙ্কার॥
সুসিদ্ধ অসিদ্ধ কার্য্যে না আছে বিকার।
তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
পুত্র পরিবার আর আত্মীয় স্বজন।
সকলের স্নেহাবদ্ধ থাকেন যে জন॥

বিষয়াদি ভোগে যার থাকে অনুরাগ।
হিংসা পরায়ণ সদা শুচিতে বিরাগ॥
পরধনে আশা যার হর্ষ শোকচিত।
তিনিই রাজস-কর্ত্তা বেদেতে বিহিত॥
ভোগাদি বিষয়ে যার নিতান্ত আসক্তি।
উচিত কর্ত্তব্য কাজে নাহি থাকে মতি॥
শাস্ত্র সংস্কার আদি সকলি বর্জ্জিত।
দেবতা গুরুর কাছে না হয় নমিত॥
নিজের মনের ভাব করিয়ে গোপন।
স্বার্থসিদ্ধ হেতু করে অন্যে প্রবঞ্চন॥
যার অপমানে রত নিতান্ত অলস।
সর্ব্বদা বিষাদ যুক্ত বুদ্ধি নহে বস॥
কার্য্যেতে শিথিল যত্ন বৃথা চিন্তা করে।
শাস্ত্রেতে তামস কর্ত্তা সেই নাম ধরে॥
গুণভেদে বুদ্ধি ধৃতি তিনরূপ হয়।
সকলি বলিব তোমায় শুন ধনঞ্জয়॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আর ভয় ও অভয়।
কার্য্য ও অকার্য্য কিম্বা মুক্তি যাতে হয়॥
সংসার বন্ধন আদি যাতে জানা যায়।
তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি সকলেতে কয়॥
ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাজ উচিত অনুচিত।
যে বুদ্ধিতে এ সব না হয় বিদিত॥
অথবা সন্দিগ্ধভাবে যাতে জ্ঞাত হয়।
রাজসিক বুদ্ধি তাহা জানিবে নিশ্চয়॥

ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে ভাবে যেই জন।
সর্ব্বকার্য্যে বিপরীত করে আচরণ॥
ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি নাহি অধর্ম্মে আচার॥
তামসিক বুদ্ধি তাহা অতি কদাচার॥
মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি শাস্ত্রমত চলে।
উচিত বিষয়ে চেষ্টা করয়ে সকলে॥
সাত্ত্বিক ধৃতিই তাহা শুন ধনঞ্জয়।
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ পথে নাহি বিচরয়॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম হেতু যেই বুদ্ধি ধরে।
অভিলাষী হয়ে যারা ফলাকাঙ্ক্ষা করে॥
রাজসিক বুদ্ধি তাহা বেদেতে কথয়।
ইহাই নিশ্চয় জ্ঞান, শুন ধনঞ্জয়॥
নিদ্রা, ভয়, শোক, দুঃখ আর অহঙ্কার।
পরিত্যাগ নাহি করে বিষয়ে তৎপর॥
তাহাই তামসী ধৃতি সকলেতে কয়।
সবার নিকৃষ্ট ইহা বেদেতে কথায়॥
যে সুখে অভ্যাস হেতু আসক্তি বাড়ায়।
যে সুখ পাইলে দুঃখ অবসান হয়॥
সে সুখ ত্রিবিধ তাহা করিব বর্ণন।
অবহিত চিত্তে তুমি করহ শ্রবণ॥
মনের সংযমে যথা জ্ঞান লাভ হয়।
সমাধি বৈরাগ্য যেবা ক্লেশকর হয়॥
পরিণামে যাহা হতে সুখের উদয়।
সে সুখ অমৃত তুল্য যোগিগণ কয়॥

আত্মশুদ্ধি হয়ে তার জ্ঞানলাভ হয়।
তাই সাত্বিক সুখ জানিবে নিশ্চয়॥
বিষয় ইন্দ্রিয় হতে যেই সুখ হয়।
প্রথমে অমৃত তাহা সকলেতে কয়॥
স্ত্রী সংসর্গাদি সুখ ভোগে যে সুখ হয়।
প্রথমে অমৃত তুল্য তাহা বোধ হয়॥
বলবীর্য্য উৎসাহ আদি যবে লোপ পায়।
সেই সুখ পরিণামে বিষবৎ হয়॥
সুখের বিচ্ছেদ হেতু দুঃখাবহ হয়।
এই সুখ সাধুগণ রাজসিক কয়॥
যে সুখ আত্মাকে করে মোহেতে বন্ধন।
আরম্ভে কি পরিণামে সম সর্ব্বক্ষণ॥
প্রমাদ আলস্য কিম্বা নিদ্রা হতে হয়।
তাহাই তামস সুখ সাধুগণ কয়॥
সত্ব রজঃ তমঃ গুণ সকলেতে রয়।
দেবতা স্বর্গেতে কিম্বা মহীতল ময়॥
নাহি কোন দ্রব্য হেন প্রকৃতি ভিতর।
না আছে ত্রিবিধ গুণ যাহার ভিতর॥
স্বভাব গুণেতে হয় জাতির বিভাগ।
সেই হেতু কর্ম্মাদির ভিন্ন ভিন্ন ভাগ॥
পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠগুণ হয়।
পূর্ব্বজন্ম সংস্কারে ও সেইরূপ হয়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র জাতি।
গুণাদির তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি॥

শম; দম, তপঃ, শৌচ, আর বেদজ্ঞান।
আর্জ্জব, আস্তিক্য, ক্ষান্তি, আর আত্মজ্ঞান ॥
উৎপন্ন স্বভাব হতে এই নয় গুণ।
কেবল ব্রাহ্মণে থাকে শুনহ অর্জ্জুন ॥
মনের প্রবৃত্তি রোধ শম নাম ধরে।
বাহ্যেন্দ্রিয় কার্য্য রোধ দম নাম ধরে ॥
কায়মনোবাক্যে তপস্যা যেই হয়।
অন্তঃ বহিঃ পবিত্রতা শৌচ নাম হয় ॥
তিরস্কার অপমানে নাহি আছে ক্রোধ।
সদাই সরল ভাব আছে ক্ষমা বোধ ॥
বেদ আদি অধ্যয়ন জ্ঞান নাম ধরে।
যজ্ঞাদি সাধন কৌশল বিজ্ঞান নাম ধরে ॥
পরলোক আছে এই নিশ্চয় জ্ঞান যার।
পরমার্থে শ্রদ্ধাহেতু আস্তিক্য ভাব তাঁর ॥
এই নয় গুণ হয় ব্রাহ্মণের সাথ।
এ গুলি বিশেষ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সবার ॥
ক্ষত্রিয় স্বভাব গুণ করিব বর্ণন।
মন দিয়া পরন্তপ শুনহ এখন ॥
শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে অভয়।
দান ও প্রভুত্ব এই অষ্ট গুণ হয় ॥
বল বীর্য্য পরাক্রম শৌর্য্য নাম ধরে।
পরাভবে অপ্রবৃত্তি তেজঃ নাম ধরে ॥
বিপদে পড়িলে চিত্ত না হয় অস্থির।
এইরূপ ধৃতি গুণ ধরে যেই বীর ॥

কার্য্যের কৌশল জেনে কাজে দক্ষ হয়।
বলবীর্য্য হেতু যুদ্ধে নাহি ভয় হয়॥
ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে নিঃসঙ্কোচে দান।
দুষ্টের দমনে করে প্রভুত্ব বিধান॥
এ সব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জানহ ভারত।
স্বভাবজ ধর্ম্ম ইহা এই মম মত॥
ব্যবসা গোরক্ষা কৃষি বৈশ্য ধর্ম্ম হয়।
শূদ্রের দ্বিজাতি সেবা শূদ্র ধর্ম্ম হয়॥
মানব আপন কর্ম্মে হলে নিষ্ঠাবান্।
সকল কার্য্যেতে সেই হয় ফলবান॥
কর্ম্মনিষ্ঠা হতে যেই সিদ্ধিলাভ হয়।
করহ শ্রবণ তুমি কহিব নিশ্চয়॥
আকাশাদি ভূত সব যাঁহার সৃজন।
বিশ্বের সর্ব্বত্র যিনি বিদ্যমান রণ।
হে অর্জ্জুন সে ঈশ্বরে যে করে অর্চ্চন।
যে জন স্বকর্ম্মে করে তাঁহার পূজন॥
অবশ্যই সিদ্ধিলাভ ঘটিবে তাহার।
ইহাতে সন্দেহ কোন নাহি কর আর॥
পরধর্ম্ম ভালরূপ হলে অনুষ্ঠান।
অঙ্গহীন স্বধর্ম্মের না হয় সমান॥
স্বভাবজ কর্ম্ম লোকে করিলে সাধন।
পাপভাগী তাতে সেই না হয় কখন॥
ক্ষত্রিয় হইবে এবে যুদ্ধ তব কাজ।
করিলেও পাপভাগী নাহি হবে আজ॥

যুদ্ধই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্বভাবের গুণ।
না হবে পাপের ভাগী শুনহে অর্জ্জুন॥
হিংসার লক্ষণ দেখে দোষ ভাব মনে॥
ত্যজে নিজ ধর্ম্ম অন্য নাহি লও মনে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি সব ধর্ম্ম যবে।
দোষ গুণে বিমিশ্রিত সব কাজ ভবে॥
ধূমেতে আবৃত যবে থাকে হুতাশন।
থাকে নাহি গুণ তার হয় কি এমন॥
কার্য্যকরী চেষ্টা যবে আছে বিদ্যমান।
শাস্ত্রমত কর তবে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
বর্ণাশ্রম শাস্ত্রধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ হয়।
কারণ স্বভাব হতে উৎপত্তি সে হয়॥
আপন স্বধর্ম্ম লোকে করে অনুষ্ঠান।
থাকিলে সামান্য দোষ নাহি দোষ পান॥
নিজের স্বধর্ম্ম কভু না কর বর্জ্জন।
পরধর্ম্ম কভু নাহি করে অবলম্বন॥
দারা, পুত্র, গৃহ, ধনে না আছে আসক্তি
বিষয়াদি ভোগে যার না আছে প্রবৃত্তি॥
জীবন ধারণ কার্য্যে চেষ্টা নাহি যার।
বৈরাগ্য আশ্রয় করি চিত্ত শুদ্ধি যার॥
সন্ন্যাসের ধর্ম্ম যদি করেন গ্রহণ।
আত্মব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সেই জন॥
নিত্য যোগে রত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয়।
ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ সেই উপযুক্ত হয়।

সিদ্ধব্যক্তি যেরূপে লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
পরজ্ঞাননিষ্ঠা তাহা করিব কীর্ত্তন॥
সংক্ষেপে করিব ব্যাখ্যা করহ শ্রবণ।
শুদ্ধচিত্তে কর্ম্ম ত্যাগে হয় আত্মজ্ঞান॥
ধৈর্য্য গুণে বুদ্ধি যার হয়েছে সংযত।
বিশুদ্ধ আচারে যার শুদ্ধ হয় চিত॥
শব্দাদি বিষয় যেই করয়ে বর্জ্জন।
রাগ দ্বেষ শূন্য হয়ে ব্রহ্মভাব পান॥
নিভৃত পর্ব্বত গুহা অথবা বনেতে।
নিবাস যাঁহার হয় নির্জ্জন স্থানেতে॥
আহার সংযত যার বাক্য আর মন।
শরীর সংযত করে ধ্যানি পরায়ণ॥
ধ্যানযোগে লাভ করি বৈরাগ্যে আশ্রয়।
ব্রহ্মলাভ করিবারে উপযুক্ত হয়॥
অহঙ্কার বল দর্প কাম আর ক্রোধ।
পরিগ্রহ পরিত্যাগী সর্ব্ব করে রোধ॥
মমত্ববিহীন হয়ে শান্ত ভাব ধরে।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ তাঁহার উপরে॥
ব্রহ্মে অবস্থিত চিত্ত প্রসন্ন যাহার।
শোকেতে উদ্বিগ্ন নয় কোনও প্রকার॥
কোনরূপ অভিলাষ না আছে যাহার।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী সে ভক্ত আমার॥
তিনি মম পরাভক্তি লভেন আমায়॥
ভক্তি প্রভাব হেতু আমাতে প্রবেশয়॥

সকল কর্ম্ম যিনি করিয়ে অনুষ্ঠান।
মদ্ভক্ত হয়ে লয় আমার শরণ॥
আমার প্রসাদে তাঁর অব্যয় পদ হয়।
সাধনের ফলে তাঁর কৃপা লাভ হয়।
হে অর্জ্জুন! সর্ব্ব কার্য্য করি সমর্পণ।
স্থির বুদ্ধি লভি হও মৎপরায়ণ॥
বুদ্ধি যোগ আশ্রয় তুমি করহ এখন।
আমাতে তোমার চিত্ত কর সমর্পণ॥
আমাতে তোমার চিত্ত হইলে নিরত।
মম অনুগ্রহে তবে তরিবে ত্বরিত॥
দুস্তর সংসার দুঃখ তরিবে এখন।
মম কথা হে অর্জ্জুন শুন দিয়া মন॥
অহঙ্কারে মম বাক্য না কর শ্রবণ।
তোমার স্বধর্ম্মে যদি নাহি দাও মন।
স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে এখন।
ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হলে তার নরকে গমন॥
অহঙ্কারে বশ হয়ে না করিলে রণ।
সকলই নিষ্ফল হবে জানিবে অর্জ্জুন॥
তোমার প্রকৃতি তোমায় করিবে বন্ধন।
অবশ্যই যুদ্ধে তব হইবে মনন॥
মোহ হেতু যুদ্ধ তুমি না কর বর্জ্জন।
ক্ষত্রিয় স্বভাব তব না হবে গোপন॥
পরিণামে হতে হবে প্রকৃতির বশ।
করিবে অবশ্য যুদ্ধ না হবে অবশ॥

জীবের হৃদয় মধ্যে থেকে ভগবান।
ইচ্ছাক্রমে তাহাদের করেন চালন॥
সকল প্রকারে তুমি হও একমন।
সেই ভগবানে এবে লওহে শরণ॥
ভগবান অনুগ্রহে শান্তিলাভ হবে।
পূর্ণ শান্তি পেয়ে শাশ্বত ধাম যাবে॥
অতি গুহ্য আত্মজ্ঞান করিনু আখ্যান।
হে অর্জ্জুন! জেনে তুমি কর আচরণ॥
আমার কথিত গীতা আদি হতে শেষ।
ইচ্ছামত কার্য্য কর বিচারি বিশেষ॥
যথা অভিলাষ তব কর তুমি এবে।
ত্বরা করি স্থির কর কিছুক্ষণ ভেবে॥
হে অর্জ্জুন! তুমি মম ভক্তের প্রধান।
তোমার হিতার্থ আমি করিনু জ্ঞাপন॥
পুনরায় গুহ্য কথা করিব বর্ণন।
সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য ইহা করহ শ্রবণ॥
আমাতে তোমার চিত্ত কর অবস্থান।
মদ্ভক্ত হইয়ে কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
নমস্কার কর মোরে শুনহে অর্জ্জুন।
তাহলে আমাকে তুমি পাইবে তখন॥
সত্য করি বলি আমি নিকটে তোমার।
অত্যন্ত তুমিই প্রিয় হওহে আমার॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়ে বর্জ্জন।
অর্পিয়ে আমায় চিত্ত লওহহে শরণ॥

সর্ব্বপাপ হতে তব করিব মোচন।
না কর সন্দেহ হবে যশের ভাজন॥
তোমার মঙ্গল জন্য গীতার কথন।
করিনু এখন সেই শাস্ত্রের কীর্ত্তন॥
তপস্যাবিহীন আর ভক্তিবিবর্জ্জিত।
মম নিন্দাকারী জন শুশ্রূষা রহিত॥
এ সব লোকের কাছে না কর জ্ঞাপন।
গীতা উপদেশ নাহি দিবে কদাচন॥
আমার পরম ভক্ত হইবে যে জন।
ভক্তগণ কাছে ইহা করিবে কীর্ত্তন॥
গুহ্য শাস্ত্র গীতা ফল লভিবে সে জন।
অবশ্য পাইবে মোরে সন্দেহ অকারণ॥
গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা পার্থ করে যেই জন।
সেরূপ আমার প্রিয় নাহি কোন্ জন॥
আমা ছাড়া সেও কভু অন্য নাহি জানে।
আমা ছাড়া প্রিয়বস্তু অন্য নাহি মানে॥
ধর্ম্মার্থ সংবাদ গীতা (যে) করে অধ্যয়ন।
জ্ঞান যজ্ঞে মোরে সেই করয়ে পূজন॥
অসূয়ারহিত হয়ে আর শ্রদ্ধাবান।
একমাত্র গীতাশাস্ত্র করয়ে শ্রবণ॥
সর্ব্বপাপ হতে তার হয় বিমোচন।
পুণ্যাত্মার শুভলোক করয়ে গমন॥
হে পার্থ গীতা শাস্ত্র কি, করিলে শ্রবণ।
একমনে করিলে কি গীতার শ্রবণ।

অজ্ঞানকৃত মোহ তব হল কি মোচন।
কিরূপ শুনিলে তুমি করহ বর্ণন॥
হে কেশব তোমার কৃপায় আমি হে এখন
গীতার্থ সংক্ষেপে এই করিনু শ্রবণ॥
আমার সমস্ত মোহ ঘুচেছে এখন।
আত্মজ্ঞান স্মৃতিলাভ হইল এখন॥
সকল সংশয় মম হইল মোচন।
তব উপদেশ শীঘ্র করিবু পালন॥
সঞ্জয় বলেন এবে শুনহে রাজন।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন বাদ করিনু শ্রবণ॥
অদ্ভুত সংবাদ ইহা করিনু শ্রবণ।
শুনিলে শরীরে হয় লোমের হর্ষণ॥
যথাযথ আমি যাহা করেছি শ্রবণ।
তাহাই করিনু আমি তোমায় কীর্ত্তন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন সঞ্জয়ে তখন।
দূরস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে হে যখন॥
কিরূপ কৃষ্ণার্জ্জুন বাদ করিলে শ্রবণ।
সঞ্জয় বলেন তবে শুনহে রাজন॥
বেদব্যাস অনুগ্রহে করিনু শ্রবণ।
দিব্য কর্ণ চক্ষু জ্ঞান পেয়েছি এখন॥
তাতেই দূরের কথা করিনু শ্রবণ।
নিজমুখে সেই কৃষ্ণ করিল বর্ণন॥
স্বয়ং সে শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর ভগবান।
মহাগুহ্য যোগতত্ত্ব করিয়া শ্রবণ॥

তাহাই তোমার কাছে করিনু কীর্ত্তন।
পুণ্যরূপ এ সংবাদ করিয়ে শ্রবণ॥
সদাই হতেছে মম পুলকিত মন।
যতই সংবাদ এই করেছি শ্রবণ॥
ততই অধিক মম পুলকিত মন॥
মহারাজ যতবার করেছি স্মরণ।
অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপে জাগে সদা মন॥
পুনঃপুনঃ হর্ষাবেশ সমুত্থিত হয়।
যখন রাজন তাহা মনেতে উদয়॥
হে রাজন্ যোগেশ্বর যেই দিকে রন।
স্বয়ং সে ভগবান্ সেইদিকে রন॥
যে পক্ষে গাণ্ডীব বীর ধরে ধনুর্ব্বান।
সে পক্ষে নিশ্চয় জয় জান হে রাজন॥
রাজলক্ষ্মী সেই দিকে চিরদিন রণ।
বিজয় বিভূতি সব থাকেহে রাজন॥
ধর্ম্মনীতি সেই পক্ষে করেন আশ্রয়।
ইহাতে সন্দেহ নাহি জানিও নিশ্চয়॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (ও) পক্ষেতে যখন।
সর্ব্বসিদ্ধি দিতে আছে স্বয়ং নারায়ণ॥
সর্ব্বদুঃখহর সেই বিপদভঞ্জন।
বীরকেশরী অর্জ্জুন যে পক্ষেতে রন॥
তাহার হইবে জয় শুনহে রাজন্।
ইহাতে সন্দেহ কভু না কর রাজন্॥
অতএব জয়াশায় দাও জলাঞ্জলি।

পাণ্ডবে মিলিত হও, করি কৃতাঞ্জলি॥
দুর্য্যোধন্ন পুত্রগণে কর নিবারণ।
বৃথা যুদ্ধসজ্জা আর কিবা প্রয়োজন॥
ভগবান্ অনুগ্রহ লভিয়ে এখন।
পাণ্ডবে মিলিত হও শুনহে রাজন্॥

গীতামাহাত্ম্য।

শৌনক বলেন সূত করি নিবেদন।
নৈমিষ অরণ্যে যাহা ব্যাসের কথন॥
গীতার মাহাত্ম্য সেই করহ বর্ণন॥
সূত কহিলেন তবে শুন ভগবন্।
উত্তম এ প্রশ্ন তব জিজ্ঞাস্য এখন॥
এ গীতা মাহাত্ম্য হয় অতিগুহ্যতম।
কে পারে করিতে ব্যাখ্যা কে হেন সক্ষম॥
শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানে অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ।
শুকদেব যাজ্ঞবল্ক্য জনক কথঞ্চিৎ॥
অন্যান্য মহাত্মা সব করিয়া শ্রবণ।
জানিয়া মাহাত্ম্য তাঁর করেন কীর্ত্তন॥
মহামুনি বেদব্যাস করিলে বর্ণন।
যৎকিঞ্চিৎ তার আমি করেছি শ্রবণ॥
তাহাই তোমার কাছে করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করি তাহা করুন শ্রবণ॥

সকল উপনিষদ্ যেন গাভীর স্বরূপ।
কুন্তী-সুত সে অর্জ্জুন বৎসের স্বরূপ॥
নারায়ণ সেই দুগ্ধ করিয়া দোহন।
অর্জ্জুনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন তখন॥
দুবুদ্ধি মানবদিকে করিতে মোচন।
করেছেন এই গীতা অমৃত দোহন॥
ত্রিলোকের উপকার সাধিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সারথ্য স্বীকার করে॥
অমৃত এ গীতা যিনি করেছেন দান।
পরমাত্মা তাঁর করি প্রণাম বিধান॥
এ ঘোর সংসার হয় অসীম সাগর।
এ সাগর পার হতে অভিলাষ কর॥
গীতারূপ এ নৌকার করহ আশ্রয়।
পরম সুখেতে পার হইবে নিশ্চয়॥
সর্ব্বদা অভ্যাস যোগে গীতার শ্রবণ।
যে মূঢ়াত্মা করে নাই তাহা অনুক্ষণ॥
এরূপ না করে যেই মুক্তিলাভ চায়।
বালকের উপহাস তার লাভ হয়॥
দিবানিশি গীতা শাস্ত্র করেন শ্রবণ।
কিম্বা দিবানিশি যারা করে অধ্যয়ন॥
নিঃসংশয় তাহাদিকে দেবতা জানিবে।
দেবতা বলিয়ে তাঁদের সর্ব্বদা পূজিবে॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে যাহা দিয়াছেন জ্ঞান।
যে গীতার উপদেশ করিয়ে ব্যাখ্যান॥

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম আর ভক্তি তত্ত্ব।
জ্ঞান তত্ত্ব আদি তাতে সকলি ব্যাখ্যাত॥
ক্রমশঃ চিত্তের শুদ্ধি প্রেম ভক্তি হয়।
কর্ম্ম হতে ভক্তি আর মুক্তি লাভ হয়॥
গীতারূপ জলাশয়ে যে করেন স্নান।
সংসার মালিন্য তিনি দূর করে যান॥
শ্রদ্ধাহীন হয়ে যেই করয়ে এ স্নান।
হস্তীস্নান মত এই বৃথা তার স্নান॥
যেমন করিয়ে হস্তী জলাশয়ে স্নান।
ধূলিদ্বারা নিজগাত্র করে দেয় ম্লান॥
শ্রদ্ধাহীন সেইরূপ গীতা পাঠ করে।
মনের মালিন্য তার পুনঃ আসি পড়ে॥
অধ্যয়ন অধ্যাপনা না করে গীতার।
ইহলোকে সর্ব্ব কর্ম্ম পণ্ড হয় তার॥
যে মূর্খ গীতার মর্ম্ম নহে অবগত।
নরাধম এ জগতে জানিবে নিশ্চিত॥
ধিক্ তার কুলে শীলে দেহের ধারণে।
তাহার জ্ঞানেতে ধিক্ গীতা নাহি জানে॥
গীতা অর্থ নাহি জানে মানব জীবনে।
তার সম নরাধম নাহি ত্রিভুবনে॥
ধিক্ তার দেহ আর স্বভাব কল্যাণে।
ধিক্ তার গৃহাশ্রমে ধিক্ তার ধনে॥
গীতাশাস্ত্র যেই জন নহে অবগত।
তদপেক্ষা নরাধম নাহি আছে নিশ্চিত॥

গীতামাহাত্ম্য ।

প্রতিষ্ঠা প্রারব্ধে ধিক্, ধিক্ তাঁর মানে।
সম্ভ্রম মহত্বে ধিক্, ধিক্ তার জ্ঞানে ॥
গীতা শাস্ত্রে মতি নাই যাহার জীবনে।
কর্ম্মাদি নিষ্ফল তার এ তিন ভুবনে ॥
জ্ঞানদাতা ধিক্ তার নিষ্ঠা আর ব্রত।
ধিক্ তার সর্ব্ব কর্ম্ম তপঃ জপ যত ॥
যেই মূর্খ করে নাহি গীতা অধ্যয়ন।
তদপেক্ষা নরাধম নাহি কোন জন ॥
গীতা জ্ঞান নাহি থাকে হেন যেই জ্ঞান।
তাহাই আসুরী বিদ্যা নিষ্ফল সে জ্ঞান ॥
বেদান্ত-বিরুদ্ধ তাহা ধর্ম্ম-বিগর্হিত।
সর্ব্ব ধর্ম্মময়ী গীতা বেদেতে বিহিত ॥
সর্ব্বজ্ঞান-প্রদায়িকা বিশুদ্ধা এ গীতা।
সর্ব্বশাস্ত্র সারভূতা হয় এই গীতা ॥
বিষ্ণুপর্ব্ব দিনে কিম্বা একাদশী দিনে।
গীতার আবৃত্তি যেই করে একমনে ॥
স্বপ্ন জাগরণ কিম্বা যে ভাবে যখন।
স্থিরভাবে থাকে কিম্বা করয়ে গমন ॥
যথায় যে ভাবে সেই করে অবস্থান।
শত্রু হতে কোন কালে নাহি ভয় পান।
দেবালয়ে, শিলালয়ে, কিম্বা নদী তটে।
তীর্থে কিম্বা শালগ্রাম শিলার নিকটে ॥
একমনে গীতা পাঠ করয়ে যে জন।
নিশ্চয় সৌভাগ্য লাভ করে সেই জন ॥

দান যজ্ঞ বেদপাঠ কিম্বা তীর্থ ব্রত।
দেবকী-নন্দন তাহে তুষ্ট নন তত॥
গীতা পাঠে ভগবান্ তুষ্ট হন যত॥
পুরাণাদি বেদপাঠে হয় যেই ফল।
ভক্তিসহ গীতা পাঠে হয় সেই ফল॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নে যেই সিদ্ধি হয়।
একমাত্র গীতা পাঠে সেই সিদ্ধি হয়॥
সিদ্ধপীঠে যজ্ঞ-ক্ষেত্রে কিম্বা যোগস্থানে।
শালগ্রাম শিলা কিম্বা সজ্জনের স্থানে॥
ভক্ত কাছে গীতা পাঠ করেন যে জন।
সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে সেই জন॥
প্রত্যহ গীতার পাঠ অথবা শ্রবণ।
স্থিরচিত্তে সুস্থভাবে করে যেই জন॥
অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ দক্ষিণাদি দান।
ইহাদের সমফলে হন লাভবান্॥
গীতার্থ শ্রবণ কিম্বা করিলে কীর্ত্তন।
অথবা অন্যকে যিনি করান শ্রবণ॥
শ্রেষ্ঠ পদ যশঃ লাভ করে সেইজন॥
ভক্তিভাব যুক্ত হয়ে আদর সহিত।
যথাবিধি গীতাদানে করে যেই হিত॥
সৌভাগ্য আরোগ্য আর যশোলাভ হয়।
প্রিয়া ভার্য্যা করে লাভ সুখ প্রাপ্ত হয়॥
যে গৃহে এ হেন গীতা অর্পণাদি হয়।
অভিশাপ হিংসা দুঃখ নাহি তথা রয়॥

ত্রিতাপ-জনিত পীড়া ব্যাধি অভিশাপ।
দুর্গতি নরক কিম্বা নাহি কোন পাপ॥
বিস্ফোটক আদি বাধা দেহে নাহি হয়।
বিশুদ্ধ গীতার কথা যেখানে কীর্ত্তয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই হয়ে থাকে দাস।
ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মে না হয় নিরাশ॥
সর্ব্বজীবসহ তার সখ্য লাভ হয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ তুল্য ইহাই নিশ্চয়॥
গীতাপাঠ পরায়ণ হয় যেই জন।
প্রারব্ধ কর্ম্মেতে যদি থাকয়ে অধীন॥
সুখ লাভ মুক্তি তার অবশ্যই হয়।
কোন কর্ম্ম দ্বারা তাঁর বন্ধন না হয়॥
গীতাধ্যায়ী যদি কভু করে মহাপাপ।
কিম্বা যদি কোন কার্য্যে করে অভিশাপ॥
জল যেন পদ্মপত্রে না করে আশ্রয়।
সেইরূপ পাপ তাঁকে না করে আশ্রয়॥
অবিধি আচার আর অভক্ষ্য ভোজন।
অন্যবিধ দোষ কিম্বা অস্পৃশ্য স্পর্শন॥
ইন্দ্রিয়জনিত কিম্বা যেই দোষ হয়।
একমাত্র গীতাপাঠে সকলি নাশয়॥
সকলের অন্ন যেই করয়ে ভোজন।
অথবা সর্ব্বত্র যেই করয়ে গ্রহণ॥
এরূপ কার্য্যেতে তার যেই পাপ হয়।
গীতাধ্যায়ী জনে তাহা নাহিক স্পর্শয়॥

সসাগরা বসুন্ধরা করিলে গ্রহণ।
যথাবিধি কেহ যদি করে সমর্পণ॥
এ পাপেও যদি কেহ অপবিত্র হয়।
গীতাপাঠে সেই দোষ অতি শুদ্ধ হয়॥
নিয়ত গীতাতে রত থাকে যার মন।
সাগ্নিক জাপক তিনি তিনি ক্রিয়াবান॥
তিনিই পণ্ডিত হন তিনি ধনবান।
দর্শনীয় তিনি যোগী তিনি জ্ঞানবান॥
যাজ্ঞিক যাজক তিনি সবার প্রধান।
সকল বেদার্থদর্শী তিনি ধর্ম্মবান্॥
নিত্যগীতা যেই স্থলে করয়ে পঠন।
প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থ তথা বিদ্যমান॥
গীতাতে প্রবৃত্তি যার থাকে অবিরত।
দেবতা সহায় থাকে মৃত বা জীবিত॥
দেব ঋষি যোগিগণ রক্ষক তাহার।
গোপাল নারদ কৃষ্ণ সহায় তাহার॥
পার্ষদাদি ধ্রুবসহ সহায় তাহার।
অধ্যয়ন অধ্যাপনা গীতার বিচার॥
যেই স্থানে গীতার অর্থ করয়ে বিচার।
শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ থাকেন তথায়।
ভগবান্ নারায়ণ বিরাজে তথায়॥
ভগবান্ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
হৃদয় স্বরূপ মম গীতা এই হয়॥
মম এই গীতা হয় সকলের সার।

অত্যুগ্র অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ আমার ॥
গীতাই আমার হয় অতি উচ্চ স্থান।
গীতা মম করে অতি উচ্চপদ দান ॥
গীতার আশ্রয়ে আমি করি অবস্থান।
গীতা মম পরম গুরু গীতা নিকেতন ॥
আমার আশ্রয় হয় এই গীতাজ্ঞান।
তাহাতে ত্রিলোক মম হতেছে পালন ॥
ব্রহ্মরূপা শ্রেষ্ঠবিদ্যা গীতাই আমার।
পরমা বিদ্যা ইহা সংশয় নাহি আর ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপিণী গীতা মম হয়।
উচ্চপদ স্বরূপিণী নিত্য গীতা হয় ॥
গীতা গুহ্য নাম সব করিব বর্ণন।
শুনহে পাণ্ডব এবে শুন দিয়া মন ॥
এ সকল শ্রেষ্ঠ নাম করিলে কীর্ত্তন।
পাপরাশি তৎক্ষণাৎ হইবে মোচন ॥
গঙ্গা গীতা ও সাবিত্রী আর সীতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা সত্যা পতিব্রতা ॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিণী
বেদত্রয়ী পরানন্দা বিভ্রান্তিনাশিনী ॥
তত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী সর্ব্বপাপবিনাশিনী
এক চিত্তে নিত্যজপ করে এই নাম।
জ্ঞান সিদ্ধি উচ্চপদ লভে পরিণাম ॥
সম্পূর্ণ গীতার পাঠে হইলে অক্ষম।
গীতার্দ্ধেও ফললাভ গোদানের সম ॥

তৃতীয়াংশ পাঠে হয় সোমযাগ ফল।
ষষ্ঠঅংশ পাঠে হয় গঙ্গাস্নান ফল॥
প্রত্যহ অধ্যায় দুই পাঠ হয় যার।
কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বসতি তাহার॥
ভক্তিসহ অধ্যায়েক পঠে যেই জন।
গণসম রুদ্রলোকে থাকে সেই জন॥
অধ্যায়ার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ হলে অধ্যয়ন।
শত মন্বন্তর সূর্য্যলোকে করয়ে যাপন।
সাত দশ চারি পাঁচ এক দুই দিন।
কিম্বা অর্দ্ধশ্লোকমাত্র পঠে যেই জন॥
অযুত বর্ষ চন্দ্রলোকে করয়ে যাপন॥
অধ্যায় শ্লোকের্দ্ধ কিম্বা অর্থ যেই জন।
স্মরিতে স্মরিতে করে স্বর্গেতে গমন॥
অন্তে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে সেইজন।
অন্তিম সময়ে গীতা পঠন শ্রবণ।
মহাপাপী হইলেও মুক্তিভাগী হন॥
গীতা সহ যাঁর হয় স্বর্গেতে গমন।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহ আনন্দে মগন।
মৃত্যুকালে অধ্যায়েক থাকিলে নিকটে।
নীচ যোনি নাহি হয় নরযোনি ঘটে॥
পূর্ব্বজন্মে গীতাভ্যাস করয়ে সে জন।
মুক্তিপদ লাভ তার অবশ্য ঘটন॥
মৃত্যুকালে গীতা শব্দ করে উচ্চারণ।
তাহার সদ্গতি ঘটে অবশ্য তখন॥

মানব যখন কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সে সময় গীতা পাঠে করে ফলদান॥
শ্রাদ্ধকালে পিতৃ উদ্দেশে গীতা অধ্যয়ন।
উদ্ধারে নরক হতে স্বর্গেতে গমন॥
গীতা-পাঠে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।
আশীর্ব্বাদি পুত্রগণে পিতৃলোকে যান।
ধেনুসহ গীতা যিনি করেন প্রদান।
কৃতকৃত্য হয়ে তিনি ফললাভ পান॥
সুবর্ণ সহিত গীতা ব্রাহ্মণেতে দান।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় করিলে প্রদান॥
একশত গীতা বহু করিলে প্রদান।
ব্রহ্মলোকে গতি হয় পুনর্জ্জন্ম হীন॥
গীতাদান পুণ্যফলে সপ্তকল্প কাল।
বিষ্ণুসহ বিষ্ণুলোকে সুখে কাটে কাল॥
সম্যক গীতার্থ শুনে গীতা হলে দান।
ভগবান্ প্রীত হয়ে করে ফলদান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্রগণ।
দুর্লভ মানব জন্ম করিয়ে ধারণ॥
অমৃতরূপিণী গীতা না করে শ্রবণ।
কিম্বা ভক্তি সহ নাহি করে অধ্যয়ন॥
হাতের অমৃত সেই করয়ে ক্ষেপণ।
দুর্ভাগ্যের বশে করে গরল ভক্ষণ॥
সংসার ভিতরে হয় দুঃখী যেই জন।
গীতাজ্ঞান লাভ তার অবশ্য করণ॥

গীতামৃত-পান-হেতু মুক্তিলাভ হয়।
ভক্তিলাভ করে সেই অতি সুখী হয়॥
জনকাদি ঋষিগণ গীতার আশ্রয়।
শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে পাপ শূন্য হয়॥
গীতা শ্লোক যদি কেহ করে উচ্চারণ।
কিম্বা তার জ্ঞানলাভ করে যেই জন॥
ব্রহ্মস্বরূপিনী গীতা তাহাদের কাছে।
সর্ব্বজ্ঞান-প্রদায়িনী সংসারের মাঝে॥
গর্ব্ব অভিমানে যেই গীতা নিন্দা করে।
নরকে নিবাস সেই চিরকাল করে॥
অহঙ্কারে যে মূঢ়াত্মা কর্ল্লে অপমান।
কল্পকাল হয় তাঁর কুম্ভীপাকে স্থান॥
নিকটে গীতার ব্যাখ্যা দেখে ও না শুনে।
শূকর যোনিতে জন্ম বহুবার ভণে॥
মোক্ষপ্রদ গীতাগ্রন্থ যে করে হরণ।
গীতা পাঠ ব্যর্থ তার বিফল করণ॥
মন দিয়া নাহি করে গীতার্থ শ্রবণ।
পরমার্থ-লাভ-হেতু করয়ে যতন।
উন্মত্ত যেমন শ্রম করয়ে বিফল।
তেমনি তাহার কর্ম্ম সকলি বিফল॥
যে পুণ্যাত্মা গীতা পাঠ করিয়ে শ্রবণ।
ভগবৎ প্রীতি-হেতু করে নিবেদন॥
সুবর্ণ সামগ্রী ভোজ্য আর পট্টাম্বর।
ব্যাখ্যাতাকে করে দান সংসার ভিতর॥

ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিসহ করয়ে পূজন।
বিবিধ সামগ্রী বস্ত্র করয়ে প্রদান॥
ভগবান্ হরি তাঁর করয়ে সন্তোষ।
সর্ব্ব সুখ হয় তার থাকে নাহি দোষ॥
গীতা পাঠ অন্তে যেই মাহাত্ম্য পাঠ করে।
সর্ব্ব ফল ভাগী সেই সংসার ভিতরে॥
পাঠান্তে মাহাত্ম্য যেই নাহি পাঠ করে।
পণ্ডশ্রম হয় তার বৃথা পাঠ করে॥
মাহাত্ম্য সহিত গীতা পড়ে যেই জন।
অথবা শ্রদ্ধার সহিত করয়ে শ্রবণ॥
অতি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করয়ে সে জন॥
অর্থসহ গীতা অর মাহাত্ম্য শ্রবণ।
করিলে সকল পুণ্য লভে সেই জন॥

সম্পূর্ণ।
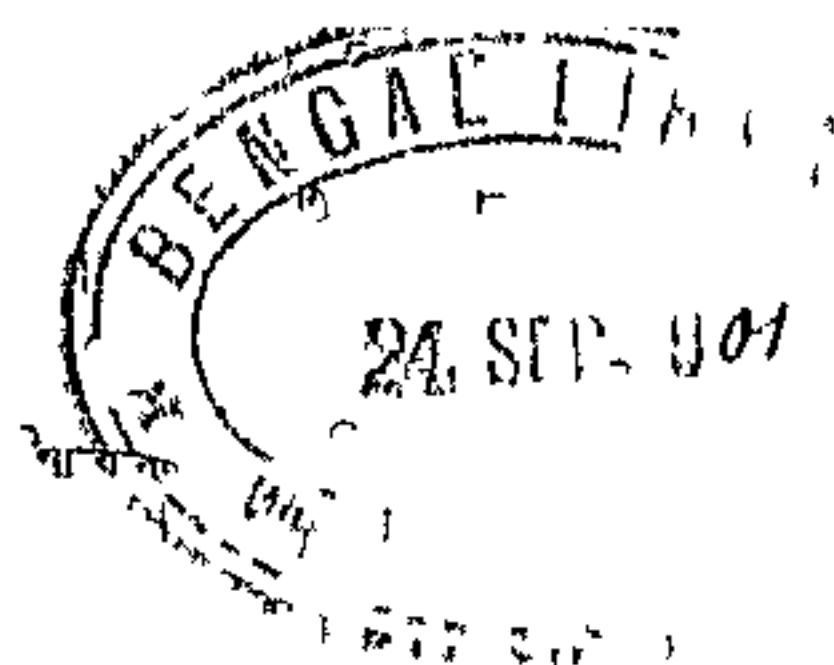
এই পুস্তক

ম্যানেজার সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয়, ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্য্যালয়ে ...কোল পোঃ আঃ (বাঁকুড়া) গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য

চাকরির উপায়।

ইহা অর্থ উপার্জ্জনের একমাত্র পথ। অল্প মূলধনে ব্যবসা কৃষি... দ্বারা কিরূপে স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন হয়, তাহা শিখিবার পুস্তক। আরও ইহাতে একাউণ্ট্যাণ্টগিরি, মোক্তারি, কেরাণীগিরি, পুলিসের সব্-ইনস্পেক্টরি, আমিনীগিরি, নক্সার কাজ, টেলিগ্রাফ বিভাগের, রেলওয়ের, ডাক বিভাগের, ছাপাখানার, এক কথায় এমন চাকরি নাই, যাহা ইহা দ্বারা শিখিতে পারা যায় না। মূল্য ৶০ আনা, ডাঃ মাঃ ৴১০ আনা।

ম্যানেজার—সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয়,
৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।